প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৫৭

প্রকাশক :
অরুণ কুমার মজুমদার
৬ এভিনিউ নর্থ রোড
সন্তোষপুর। কলিকাতা-৭০০০৭৫

মুদ্রাকর :
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
২/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

৺কল্যাণ দাশগুপ্ত

আপনি আমার লেখা পড়তে ভালবাসতেন, সেই কথা মনে করে
আপনার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই নাটকখানি উৎসর্গ করলাম।

কৈবর্ত বিদ্রোহ ॥

॥ চরিত্র ॥

দ্বিতীয় মহীপাল : বরেন্দ্রভূমির সম্রাট এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র।

শূরপাল : ঐ মধ্যম ভ্রাতা।

রামপাল : ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং পরবর্তী বরেন্দ্রভূমির সম্রাট।

দিব্বোক : মহীপালের সেনাপতি ও পরে বরেন্দ্রভূমির সম্রাট।

রুদ্রক : ঐ ভ্রাতা।

ভীম : রুদ্রকের পুত্র এবং বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত সম্রাট।

মদনপাল, বিত্তপাল : রামপালের পুত্র।

মথন : অঙ্গদেশের রাজা এবং রামপালদের মাতুল।

রুদ্রশিব : কোটিবর্ষের সামন্ত রাজা।

বিশ্ববসু : মহাস্থানগড়ের সামন্ত রাজা।

বাসুদেব : ঠাকুর পুরার সামন্ত রাজা।

জয়চন্দ্র : ঐ গৌড়ের সামন্ত রাজা।

মিহির বর্মা : বৈরাটার সামন্ত রাজা।

সুবর্ণদেব : মথনের পুত্র।

হরি : ভীমের সুহৃদ এবং মন্ত্রী

প্রজাপতি নন্দী : পালরাজবংশের মন্ত্রী।

সন্ধ্যাকর নন্দী : ঐ পুত্র এবং সে যুগের বিখ্যাত কবি।

বীরভদ্র : মহীপালের দেহরক্ষী।

গৌড়জিৎ : ঐ সেনাপতি

ধীমান : ঐ সেনাপতি।

ভূরিশ্রেষ্ঠ : বাসুদেবের বয়স্য।

ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত নাগরিক শার্দুল, কৈবর্ত যুবক গোপীনাথ, প্রহরি, সন্ন্যাসী, সৈন্য প্রভৃতি।

অনন্ত বিষ্ণু, মদন : গুপ্তচর এবং বাংলার চাষী, জেলে সূত্রধর ও অন্যান্য।

—: স্ত্রীচরিত্র :—

যৌবনশ্রী : মহীপালের মাতা এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের স্ত্রী।

ধরিত্রী : বাসুদেবের কন্যা।

সুভদ্রা : নর্তকী।

মদনাবতী : রামপালের স্ত্রী।

হাসু : রাজা বাসুদেবের স্ত্রী।

কল্যাণী : ধরিত্রীর সখী। কৈবর্ত যুবতী।

॥ কৈবর্ত বিদ্রোহ ॥

: প্রথম দৃশ্য :

[কৈবর্ত বিদ্রোহের সংবাদে রাজা দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজধানী মগধ থেকে এসেছেন কোটিবর্ষ রাজপ্রাসাদে। দ্বিতীয় মহীপালের রাজসভা। সভায় আছেন সম্রাট দ্বিতীয় মহীপাল, সন্ধিবিগ্রহী প্রজাপতি নন্দী এবং নর্তকী সুভদ্রা। মহীপালের হাতে সুরাপাত্র। সম্রাট মুগ্ধ হয়ে নাচ উপভোগ করছিলেন। [নাচ শেষ হল]

মহীপাল। চমৎকার, চমৎকার তোমার নাচ সুন্দরী। এ নাচ মনে এক অপূর্ব আবেশ এনে দেয়, সমস্ত দুঃখ এক নিমেষে মন থেকে ফেলে দেয়। হ্যাঁ তোমাকে আমার চাই।

আমি তোমাকে রাজসভায় প্রধানা নর্তকী হিসাবে নিযুক্ত করলাম, এখন যাও বিশ্রাম কর গিয়ে।

সুভদ্রা। (নতজানু হয়ে হাতজোড় করে) সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ আমি কোনদিনই ভুলবনা।

দূত। [একজন দূতের প্রবেশ ও প্রণাম] [উঠে ধীরে ধীরে চলে গেল] বরেন্দ্রভূমির সম্রাট মহীপালের জয় হোক।

মহীপাল। বল দূত কি সংবাদ তুমি এনেছ? প্রজারা কি এখনও আমার উপর বিরূপ? তারা কি বলছে, কি তাদের অভিযোগ?

দূত। সম্রাট, বরেন্দ্রভূমির সর্বত্র, পূবে করতোয়া থেকে পশ্চিমে ভাগিরথী পর্যন্ত একটা অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে সম্রাট। প্রজাদের অভিযোগ সম্রাট অত্যাচারী পরনারী লোলুপ এবং তাদের

দুঃখ দুর্দশায় সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা বলে বেরাচ্ছে সম্রাট পাল রাজবংশের অযোগ্য এক বংশধর।

মহীপাল। বটে! সম্রাট অত্যাচারী পরনারী লোলুপ এবং প্রজাদের দুঃখে উদাসীন? (বোকার মতন হেসে) তা রাজা কি আমোদস্ফূর্তি করবে না! রাজা কি তবে তাদের জমি জমা চাষ করে দেবে, ঘর গেরস্থালীর কাজ করে দেবে? কি নির্বোধ—হাঃ হাঃ হাঃ…

দূত। রাজকর্মচারীরাও প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দেখছে না। সম্রাট! শ্রীনদীর বন্যায় যে দশখানি গ্রাম ভেসে গেছে, বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে সেখানে আজও কোন সাহায্য পৌছায়নি; এবং রাজকর্মচারীরা সেখানকার দুঃস্থ প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে—নিষ্ঠুরভাবে রাজস্ব আদায় করছে

মহীপাল। নিষ্ঠুরভাবে? হাঃ হাঃ হাঃ। রাজস্ব না দিলেতো জোর করে নিষ্ঠুরভাবে আদায় করতেই হবে।

দূত। প্রজারা সম্রাটের উপর আস্থা হারিয়েছে। তারা বরেন্দ্রভূমির সামন্ত চক্রের অধীনে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। অনেক বীর প্রতিবিধানের জন্য এগিয়েও আসছে। তাদের মধ্যে আপনার একজন সেনাপতিও আছেন সম্রাট।

মহীপাল। জানি জানি দূত সে সেনাপতি হলেন কৈবর্ত দিব্যক। দিব্যক ভুলে গেছে যে মহীপালের ধমনীতে মহান সম্রাট গোপাল এবং রাজচক্রবর্তী ধর্মপালের গরম রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তুমি ভেবোনা দূত, এ বিদ্রোহ আমি কঠোরভাবে দমন করব। ও হাঁ। দিব্যোকতো আমারই রাজকর্মচারী ছিল, তার কি অভিযোগ?

দূত। দিব্বোকের অভিযোগ হল আপনি যে কৃষি জমি, পুকুর বা ভদ্রাসন বিক্রি বা দান করছেন তা পাচ্ছে কেবল ব্রাহ্মণ এবং দেশজ ক্ষত্রিয়রা। কৈবর্ত এবং কোলদের সে জমি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সম্রাট।

মহীপাল। (মুখ বিকৃত করে, ভেংচে) অনধিকার চর্চা, আমার জমি আমি যাকে খুশী তাকে দেব, কার কি আছে বলবার? শুনেছেন মন্ত্রী প্রজাপতি নন্দী, এমন কথা কোন দিন কি শুনেছেন প্রজাদের মুখে?

প্রজাপতি। (অভিবাদন করে) সম্রাট আপনার মহান রাজবংশ একদিন প্রজারাই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রজাদের অকুণ্ঠ সমর্থনে পাল রাজবংশ একদিন শক্তিতে গৌরবে উত্তর ভারতে অদ্বিতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রজারাই গোপালকে রাজা নির্বাচন করেছিল একথা ভুলে যাবেন না সম্রাট

মহীপাল। মূর্খ মন্ত্রী—আপনি এতটা বুঝছেন, কিন্তু আসল সত্য বুঝতে পারেননি। গোপাল উপযুক্ত ছিল বলেইতো প্রজারা তাঁকে রাজা নির্বাচিত করেছিল। নইলে মাৎস্যন্যায়ের সময় কে তাদের রক্ষা করত, বলুন। আর নির্বাচন করেছিল বলেই কি তাদের অন্যায় আবদার সহ্য করতে হবে?

প্রজাপতি। অন্যায় আবদার তারা করেনি সম্রাট। প্রজারা চান সম্রাট তাদের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করবেন, দিঘী খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করবেন এবং বন্যার সময় বাঁধ বেঁধে তাদের ফসল রক্ষা করবেন। সম্রাট তারা বিপদে আপদে আপনাকে পিতার মতন পাশে চায়। তারা রাজা চায়না, চায় শুধু পেট ভরে দুটো খাবার মতন সংস্থান এবং নিরাপত্তা। তারা রাজভক্ত সম্রাট।

মহীপাল। (ব্যাঙ্গের স্বরে) রাজভক্ত! তাই বুঝি তোমার কবিপুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী আমার সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে জনসাধারণকে উত্তেজিত করছিল। এটাও কি রাজভক্তির নমুনা, মন্ত্রীমশাই?

প্রজাপতি। সম্রাট আপনার সৈন্যরা পাকিসকা মণ্ডলে প্রজা এবং নারীদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে তারই বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে। সে কবি তাই গান রচনা করে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হও তোমরা।

মহীপাল (ভেংচে) উদ্বুদ্ধ করে বলেছে সংঘবদ্ধ হও আর সেই পাষণ্ড কবি এখন কারাগারে বন্দী হয়ে কিন্তি মশার কামড় খাচ্ছে। আজ তার বিচার হবে এই সভায়। হাঃ হাঃ হাঃ

[প্রজাপতি নন্দী আর্তনাদ করে মুখ দুহাতে ঢেকে বসে পড়ল

দূত। সম্রাট, আমার বর্তমান কর্তব্য সম্পর্কে আদেশ করুন।

মহীপাল। হ্যাঁ, তুমি যাও দূত। সংবাদ সংগ্রহের, সন্ধ্যাকর বন্দী হবার পর প্রজাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। কৈবর্ত সেনাপতি দিব্বক এখন কি উপায় অবলম্বন করতে চায়?

দূত। যথা আজ্ঞা মহারাজ। মাহিনগর জয়স্কন্ধাবারের চারদিকে এখন কৈবর্ত প্রজারা সমবেত হচ্ছে. ঐ দিকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দরকার। (দূতের প্রস্থান)

মহীপাল। হ্যাঁ যা বলছিলাম মন্ত্রীমশাই, আপনার পুত্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এখন বন্দী। কি হোল এ খবর শুনে আপনি বসে পড়লেন যে, এখনও অনেক বাকী আছে উঠে দাড়ান। (প্রজাপতি নন্দী চোখের জল চাদর দিয়ে মুছে উঠে দাড়ান)

প্রজাপতি। সন্ধ্যাকর বন্দী সম্রাট? আর আমি মন্ত্রী হয়ে আপনার সভায় পরম আনন্দে দিন কাটাচ্ছি। ধিক আমার এই জীবন, ধিক এই মন্ত্রীত্ব। আমায় ছুটি দিন সম্রাট।

মহীপাল ছুটি? হাঃ হাঃ। হ্যাঁ ছুটি দেব বইকি আপনাকে। দেব, দেব আপনাকে ছুটি দেব মন্ত্রী। তার আগে নিজের ছেলের বিচারটা একবার দেখুন। কোথায় সেনাপতি ধীমান? (সেনাপতি ধীমান প্রবেশ করলেন। মাথা নত করে তরবারি অর্ধেক নিষ্কাশিত করে অভিবাদন জানালেন সম্রাটকে)

ধীমান সম্রাট আদেশ করুন।

মহীপাল। দেখুন সেনাপতি আমি খবর পেয়েছি, মাহিনগরের চারদিকে চাষাগুলো একত্রে জমায়েৎ হচ্ছে। আপনি একদল সৈন্য নিয়ে ওদিকে যাত্রা করুন। যত বিদ্রোহী চাষী, জেলে, কোলদের পাবেন সবাইকে হত্যা করবেন। কেউ যেন রেহাই না পায়। বুঝেছেন তো?

ধীমান। কিন্তু সম্রাট আমার সঙ্গে খুব অল্প সৈন্যই আছে। এই অবস্থায়?

মহীপাল। আরে বেশী সৈন্য লাগবে কেন? নিরস্ত্র একদল ভেড়ার পালকে— ঐ অল্প সৈন্যই যথেষ্ট। বিদ্রোহীদের ঘর বাড়ী সব জালিয়ে ছাই করে দিয়ে আসবেন। আর সেই আগুনে ওদের স্ত্রী সন্তান সন্ততিদের মৃতদেহগুলি পুড়িয়ে আসবেন। আর সেনাপতি?

ধীমান। সম্রাট

মহীপাল। এটা হোল ভাদ্র মাস, আশ্বিনের প্রথম পক্ষের মধ্যেই কিন্তু আপনি কাজ শেষ করে ফিরে আসবেন। আগুন জালুন, আগুন জেলে দিন—আর সেই আগুনে কৈবর্ত প্রজাদের পুড়িয়ে

যাকন সেনাপতি। [অভিবাদন করে সেনাপতি চলে গেল]
এইবার প্রজাদের দম্ভ ধূলায় মিশে যাবে। তারা আমার কাছে এসে যদি নাকখৎ দিয়ে ক্ষমা চায় তাও আমি ক্ষমা করব না।
[বাইরে অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল। ক্লান্ত শুকনো চেহারায় যুবরাজ রামপাল প্রবেশ করলেন]

রামপাল। নমস্কার সম্রাট।

মহীপাল। নমস্কার ভাই রামপাল। (চেহারা দেখে) এ কি তুমি কি অসুস্থ ? কি হয়েছে তোমার বল, বল।

রামপাল। (কপালের ঘাম মুছে) খবর অতীব ভয়াবহ সম্রাট। সত্যিই আজ আমি নিজেকে অসুস্থ মনে করছি। আমি বড় ভীত সম্রাট।

মহীপাল। ভাই রামপাল, তোমাকে কি কৈবর্তরা অপমান করেছে ? একবার তুমি বল, তাহলে আমি তাদের স্ববংশে নিধন করব। মহাভারতের রাজা জন্মেজয় সর্পমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, আর আমি করব কৈবর্ত-মেধ যজ্ঞ।

রামপাল। উত্তেজিত হবেন না সম্রাট। কেউ আমাকে অপমান করেনি। কিন্তু গোটা বরেন্দ্রভূমি জুড়ে যা ঘটছে তাতে মানুষ সুস্থ হয়ে থাকতে পারছে না। তাই বলছিলাম আমি অসুস্থ।

মহীপাল। (ব্যস্ত হয়ে) কি ঘটছে ভাই, তুমি বল। আমি এর একটা প্রতিবিধান করতে চাই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

রামপাল। সত্যিই যদি আপনি প্রতিবিধান করতে চান দাদা, তাহলে আবার পাল-বংশের সেই স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে। তবে তাই করুণ। আপনি আপনার দোষী সৈন্য এবং রাজকর্মচারীদের শাস্তি বিধান করুন। আর প্রজাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করুণ দাদা— তাদের চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়ে দিন সম্রাট।

প্রজাপতি। সাধু সাধু যুবরাজ রামপাল। একথা বিগ্রহপালের পুত্রের উপযুক্তই বটে। প্রজার সুখেইতো রাজার সমৃদ্ধি। প্রজা অত্যাচারিত হলে রাজা আর ক'দিন থাকে।

রামপাল। পালবংশের পরমহিতৈষী প্রজাপতি নন্দীর চোখেও আজ জল। মহারাজ বরেন্দ্রভূমির যে সমস্ত বিষয়ে আমি ঘুরেছি, দেখেছি প্রজাদের ম্লানমুখ আর চোখের জল। শস্যহীন ক্ষেতের শূন্যতা

নর-নারীর শীর্ণ ক্ষুধার্ত দেহ দেখে আমি কেঁপে উঠেছি। আমাকে দেখে প্রজারা ভয়ে বনে পালিয়ে গেছে। আমি তাদের বলেছি…

মহীপাল। (কঠিন স্বরে) কি বলেছ?

রামপাল। আমি বলেছি ভয় নেই বন্ধুগণ। আমার দাদা পালবংশের মহান সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহপালের সন্তান। তিনি নিশ্চয় এসব জানেন না। অসাধু সব রাজকর্মচারীদের প্রাণদণ্ড হবে। প্রজারা একথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেছে। (মিনতির স্বরে) এই দুঃস্থ প্রজাদের জন্য আপনি কিছু করুন সম্রাট।

মহীপাল। (বিকৃত স্বরে) আমি আর কি করব। আমার কোন কিছুর করার অপেক্ষায় তো তারা বসে নেই। হ্যাঁ তারপর?

রামপাল। তারপর ফেরার সময় আত্রেয়ীর তীরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে বিশাল একদল সশস্ত্র সৈন্যদল আমার গতিপথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। চোখে তাদের প্রতিহিংসার আগুন। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কৈবর্ত দিব্বক এবং তার ভাই রুদ্রক, রুদ্রকের পুত্র ভীম এবং আরও অনেকে।

মহীপাল। (উত্তেজিত হয়ে) আর তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে; তোমার সঙ্গে সৈন্য ছিল না?

রামপাল। (শান্ত হয়ে) ছিল সম্রাট, কিন্তু আমাদের সেই অল্প কয়েকজন সৈন্য প্রজাদের বিশাল বাহিনীর কাছে হাওয়ার মুখে বসন্তকালের শুকনো পাতার মতন উড়ে যেত। আমাদের যখন জীবনের কোনই আশা নেই, তখনই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

মহীপাল। আশ্চর্য ঘটনা?

রামপাল। হঠাৎ কোথা থেকে এক তরুণ সৌম্য কিশোর এসে জানাল সকলকে নিবৃত্ত হতে। সেই যুবক বলল, গৌড়বঙ্গে আর অত্যাচার হবে না। এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুবরাজ রামপাল।

• বিষয়: সে যুগের জেলার মতন আয়তনকে বিষয় বলা হত। কতগুলি বিষয় নিয়ে হত ভুক্তি। আবার কতগুলি মণ্ডল নিয়ে তৈরী হত একটি বিষয় বা জেলা।

মহীপাল। তারপর।

রামপাল। নিমেষে হাজার কৃপাণ আর বাঁশের লাঠি অবনত হল। প্রজাদের সৈন্যদল আমাদের নিরাপদে নদী পার করে পৌঁছে দিয়ে গেল সম্রাট।

মহীপাল। চমৎকার, সে যুবকের নাম ?

রামপাল। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী।

মহীপাল। শোন ভাই তুমি যা পারনি আমি তাই করেছি। সেই যুবককে আলাপ আলোচনার নাম করে এনে বন্দী করেছি। হাঃ হাঃ··· হাঃ। সে এই মুখ্যমন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র। হাঃ হাঃ··· ।

রামপাল। (বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে) সন্ধ্যাকরকে আপনি বন্দী করেছেন সম্রাট একি কাজ করলেন আপনি ? পালরাজবংশ রক্ষার শেষ আশাটুকু আপনি নষ্ট করে দিলেন !

(দুহাত উপরে তুলে প্রার্থনার সুরে) হে আমার পিতা পিতামহ এবং পূর্বপুরুষগণ আপনারা শুনুন। পালবংশকে আপনারা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। দাদাকে সুবুদ্ধি দিন। হে অমিতাভ বুদ্ধ তুমি তোমার করুণারশ্মি পালবংশের উপর বর্ষণ কর। (মাথা অবনত করল।

মহীপাল। কি সব বকছ রামপাল। আসলে তুমি কাপুরুষ, নিজের জীবন বাচানর জন্য প্রজাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছ।

রামপাল। আমি কাপুরুষ দাদা ? আপনার কি মনে নেই কামরূপের রাজা যখন করতোয়া নদী তীরে হঠাৎ এসে মহাস্থানগড় দুর্গ আক্রমণ করে তখন কে তাকে পরাজিত করেছিল ? সেদিন আপনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিলেন এবং এই কোটিবর্ষ দুর্গে লুকিয়ে ছিলেন। সেদিন আমি আর মধ্যম কুমার শূরপাল না থাকলে কোথায় থাকত আপনার আজকের এই আস্ফালন ? আর আজ আমি কাপুরুষ ? চমৎকার দাদা, চমৎকার আপনার ব্যবহার।

মহীপাল। তবুও বলব তুমি কাপুরুষ।

রামপাল। (শান্তভাবে) হ্যাঁ আমি কাপুরুষ। যখন দেখি বাংলার পর্ণকুটিরের স্নিগ্ধ শান্ত ছায়ায় নরনারী সুখে ঘর সংসার করছে; ভাই ভাই-এর গলা ধরে উদার শ্যামল মাঠে আনন্দের গান গাইতে গাইতে

চলে যাচ্ছে। মা তার ক্লান্ত কৃষক সন্তানের ঘাম আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে তালপাতা দিয়ে বাতাস করছে, সেখানে আমি বীর রামপাল নই। এদের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি ইচ্ছে করে আপন হাতে এদের সংসারকে আর একটু সুন্দর করে দিয়ে যাই। এই ভালবাসার ক্ষেত্রে আমি কাপুরুষ দাদা।

মহীপাল। (ক্ষিপ্ত হয়ে) থাম। আমি তোমাকে বন্দী করে শূলে চড়াব। নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ। আমি বুঝতে পেরেছি—হ্যাঁ তুমি আর শূরপাল দুজনে মিলে আমার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করেছ। নইলে বিদ্রোহী প্রজাদের জন্য এত দরদ। কে কে আছ? রামপালকে বন্দী কর।

[প্রহরী এসে রামপালের হাতে শিকল পরিয়ে দিল]

রামপাল। (অবাক হয়ে) তাহলে আমি বন্দী দাদা?

মহীপাল। হ্যাঁ বন্দী, তুমি বন্দী। (বাহু আস্ফালন করে) এবারে রাজা আর প্রজার কঠিন সংগ্রাম। এক লহমাকালের মধ্যে বরেন্দ্রভূমির মাটিতে প্রতিবাদ করার মত কেউ বেঁচে থাকবে না। এখনও আর একজন আছে সে হল ভাই শূরপাল। তাকেও বন্দী করতে হবে। না তার আগে সন্ধ্যাকর নন্দীর বিচার করব। কোথায় কে আছ, বন্দী সন্ধ্যাকরকে এখানে নিয়ে এস।

[প্রহরী শৃঙ্খলা বদ্ধ সোমনাথ কিশোরকে নিয়ে এল]

প্রজাপতি। (আর্তস্বরে) সন্ধ্যাকর তুমি কেন ধরা দিলে?

রামপাল। এইতো সেই কিশোর কবি সন্ধ্যাকর।

সন্ধ্যাকর। বাবা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। সম্রাট মিথ্যা আলোচনার নাম করে ছলনার সাহায্যে আমাকে বন্দী করেছেন।

মহীপাল। (ব্যঙ্গস্বরে) ছলনা? ছলনাও একটা রাজনীতি বুঝেছ? তুমি রাজদ্রোহী আমার প্রজাদের তুমি ক্ষেপিয়ে তুলেছ। জান এর শাস্তি কি ভীষণ?

সন্ধ্যাকর। আপনি প্রজা পীড়ন করছেন মহারাজ। বরেন্দ্রভূমির ঘরে ঘরে আজ অত্যাচারীতের কান্না। মাঠে শস্য নেই, ফসল আপনার সৈন্যরা কেটে নিয়ে গেছে। যুবতী স্ত্রীদের সম্ভ্রম সৈন্যরা নষ্ট করছে। আর প্রতিবাদ করেছি বলে আপনি বলছেন আমি রাজদ্রোহী। আমার শাস্তি হবে, চমৎকার আপনার বিচার সম্রাট।

মহীপাল	তুমি সম্রাটের কাজের সমালোচনা করছ ? এ অধিকার তোমায় কে দিয়েছে সন্ধ্যাকর ?

সন্ধ্যাকর	অধিকারের কথা বলছেন ? মানুষ যখন কর্তব্যচ্যুত হয়, তখন বিধাতাই তার সমালোচনার অধিকার বিচারের অধিকার অন্য মানুষের মধ্যে এনে দেয়।

মহীপাল।	(ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) বটে !

সন্ধ্যাকর।	আপনি কি জানেন না সম্রাট মাৎস্যন্যায়ের সময় কে প্রজাদের রাজা নির্বাচন করবার অধিকার দিয়েছিল ? তিনি আর কেউ নন্ স্বয়ং বিধাতা।

মহীপাল।	বেশ তোমার বিধাতাকেই তুমি ডাক সন্ধ্যাকর। দেখি কি করে সে তোমায় রক্ষা করে আমার হাত থেকে। আমি তোমায় মৃত্যু-দণ্ড দিলাম সন্ধ্যাকর নন্দী।

প্রজাপতি।	না, না সম্রাট—আপনি ওকে ক্ষমা করুণ, ও বালক।

রামপাল।	সম্রাট এমন ভুল আপনি করবেন না ওর তেমন কোন অপরাধ নেই। ওকে ছেড়ে দিন সম্রাট।

মহীপাল।	অপরাধ নেই ! অতটুকু ছেলে গান বেঁধে, উৎসাহ দিয়ে দুর্বল প্রজাদের হাতে শক্তি এনে দিয়েছে। আজ তাই তারা সংঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমাকে দংশন করতে আসছে। আমি ওকে ছেড়ে দেব ?

প্রজাপতি।	(অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে হাত জোড় করে) মহারাজ দয়া করুণ।

মহীপাল।	দয়া ? সে তো মনের দুর্বলতা। দুবলতা আমি দেখাতে পারব না। সন্ধ্যাকরের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। হাাঁ শূলে মৃত্যু।

প্রজাপতি।	(ভয়ে) শূলে মৃত্যু ?

মহীপাল।	হ্যাঁ শূলে মৃত্যু। আগামী অমাবস্যায় মশানের সবচেয়ে বড় শূলে ওর প্রাণ যাবে। যে শূলের কথা শুনলে লোকে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। হাঃ হাঃ···কি হল কাঁদছ বালক কাঁদ।

সন্ধ্যাকর	(ধীরে) না সম্রাট ভয় আমি পাচ্ছি না।

মহীপাল	(বিস্মিত হয়ে) ভয় পাচ্ছ না ?

সন্ধ্যাকর	না সম্রাট। আমার মৃত্যুই যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়, তবে সে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তিনি এমনি এক বিপ্লবের বান আনবেন যার প্লাবনে আপনি আপনার রাজ সিংহাসন সব ভেসে যাবে। হয়ত এই বিধাতার ইচ্ছা।

রামপাল   চমৎকার সন্ধ্যাকর। তোমার সাহস আর ঈশ্বর ভক্তি দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

মহীপাল। চুপ্। প্রহরী যাও সন্ধ্যাকরকে কারাগারে নিয়ে যাও। আজ থেকে দুদিন পরে অমাবস্যার তৃতীয় প্রহরে এর শূলে মৃত্যু হবে। এ দুদিন এর আহার পানীয় বন্ধ।

[প্রহরী সন্ধ্যাকরকে নিয়ে চলল]

প্রজাপতি। (কেঁদে) না, মহারাজ না। আপনি আপনার আদেশ ফিরিয়ে নিন্।

মহীপাল। প্রহরী যাও। এর প্রাণ দণ্ড হবে একে নিয়ে যাও।

[খোলা তরবারি হাতে বেগে দিব্বকের প্রবেশ]

দিব্বক। আমার প্রাণ থাকতে সন্ধ্যাকরকে কেউ প্রাণে মারতে পারবে না।

মহীপাল। (চমৎকৃত হয়ে) বাঃ এইতো তোমাকে আমার মুঠোর মধ্যে পেয়েছি দিব্বক। পাল বংশের নিমক খেয়ে তুমি তার চমৎকার প্রতিদান দিয়েছ। আজ আর সিংহের গুহা থেকে তোমাকে ফিরে যেতে হবে না দিব্বক।

দিব্বক (গর্বিতভাবে অথচ ব্যঙ্গের স্বরে) সিংহের গুহায় মেষ শাবকের প্রবেশ, কি বলেন সম্রাট। হাঁ, সিংহ আপনাকে বলতাম যদি ঐ কিশোরকে মিথ্যা ছলনার সাহায্যে বন্দী করে না আনতেন। পালবংশে সিংহ অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু আপনাকে সিংহ বলতে আমার বিবেকে বাধছে।

মহীপাল কেন ?

দিব্বক। তাতে সিংহের শৌর্যের অবমাননা করা হয়। সিংহ কখন ছলনার আশ্রয় নেয় না, সম্রাট।

মহীপাল সিংহের বংশে সিংহই জন্ম গ্রহণ করে দিব্বক। কৈবর্তের ঘরে কৈবর্তই জন্মাবে। তাই আমি করছি রাজ্য শাসন আর তুমি ফিরে গেছ তোমার চাষবাসের কাজে।

দিব্বক মহাভারতের কথা স্মরণ করুণ সম্রাট। দৈবয়াত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্। চাষা ও জেলে বলে আপনি যাদের ঘৃণা করছেন, তারা যদি সংঘবদ্ধ হয় এবং কাজকর্ম বন্ধ করে দেয় তাহলে আপনার সম্রাটের মহিমা মাটিতে মিশে যাবে।

মহীপাল। এতবড় স্পর্ধার কথা? তোমার ঐ জিভ আমি গরম সাঁড়াশী দিয়ে ছিঁড়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। এই কে আছ, এই কৈবর্তটাকে বন্দী কর।

[খোলা তরবারি নিয়ে দুদিক থেকে দুজন সৈনিক ঢুকল এবং দিব্যকের দিকে অগ্রসর হল।]

দিব্যক। (পিছিয়ে গিয়ে) আমায় বন্দী করা অত সহজ হবে না সম্রাট। আর শুনে রাখুন আমি যদি আজ মরি তাহলে বরেন্দ্রভূমির লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আপনাকে রেহাই দেবেনা। আমার ভাই রুদ্রক এবং তার পুত্র ভীমের অধীনে তারা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

মহীপাল। (কঠিন গলায়) বন্দী কর।

[দুজন সৈনিক অগ্রসর হল, দিব্যক তরবারি উঁচু করে ধরে থেকে রইল। ঠিক সেই সময় রাজমাতা যৌবনশ্রী প্রবেশ করলেন]

যৌবনশ্রী। থাম! মহীপাল এসব কি হচ্ছে?

মহীপাল। (অবাক হয়ে) মা আপনি এখানে কেন? এ যে রাজসভা।

যৌবনশ্রী। ভেবেছিলাম তার প্রয়োজন হবে না কিন্তু তুমি আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছ মহীপাল। রাজদরবারে এসব কি ঘটছে?

মহীপাল। সেনাপতি দিব্যোক বিদ্রোহী, তাই তাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছি মা।

যৌবনশ্রী। কেন বিদ্রোহী হল তোমার এই কৈবর্ত সেনাপতি, আর কেন ক্ষেপে গেল সাধারণ সব প্রজারা?

মহীপাল। মা।

যৌবনশ্রী। কেন বন্দী হল রাজভ্রাতা রামপাল, আর কিসের জন্য এই ছোট কিশোর বালক আজ শৃঙ্খলাবদ্ধ। পালবংশের পরমহিতৈষী প্রজাপতি নন্দী কেন লজ্জায় ভয়ে অপমানে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন?

মহীপাল। মা এরা সবাই ষড়যন্ত্রকারী, আমাদের শত্রু।

যৌবনশ্রী। সবাই যখন শত্রু তখন কি করে তুমি একা দেশ শাসন করবে? তোমার অত্যাচারে আর অবিচারে সমস্ত দেশ প্রজাদের কান্নায় ভরে গেল। তাদের চোখের জল আজ শুকিয়ে আগুনে পরিণত হয়েছে। তোমার কিন্তু কোন খেয়াল নেই। পালবংশে তোমার মত নির্বোধ রাজা আর কোনদিন জন্মগ্রহণ করে নি।

মহীপাল। (উদ্ধতভাবে) মা প্রকাশ্য সভায় আপনি আমায় অপমান করছেন।

যৌবনশ্রী। যাক অপমান জ্ঞান তাহলে হয়েছে। কিন্তু কর্মদোষে যে নিজের অপমান ডেকে এনেছ সে খেয়াল নেই। যাও মুক্ত কর রামপালকে, সন্ধ্যাকর নন্দী তুমিও মুক্ত।

[সৈনিকরা এগিয়ে এসে রামপাল ও সন্ধ্যাকর নন্দীকে মুক্ত করল]

দিব্বক [তরবারি কোষে রেখে] রাজমাতা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

যৌবনশ্রী। মনে পড়ে কলচুরিরাজ কর্ণের সঙ্গে বিগ্রহ পালের যুদ্ধ। সেদিন তোমার বীরত্বে মহাবীর কর্ণ পরাভূত হয়েছিলেন। তার বিপন্ন জীবনকে বিগ্রহ পাল রক্ষা করেছিলেন।

দিব্বক। (অভিভূতের মতন) রাঢ়বাংলার সে সংগ্রাম কি ভোলা যায়? সেদিনকার সন্ধির সর্ত অনুসারে কর্ণ তার কন্যা আমাদের রাজমাতাকে বিগ্রহপালের সঙ্গে বিবাহ দেন। উঃ সে কি আনন্দ সে কি উৎসব। কতদিন হয়ে গেলো সে ঘটনা, তবু মনে হয় সেদিনের কথা।

যৌবনশ্রী সেই বিবাহে পৌরহিত্য করেছিলেন মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর। তারপর তিনি তিব্বতে চলে যান, আর ফিরে আসেন নি। মনে পড়ে দিব্বক, সেদিন বিজয়োৎসবের ভোজে তুমি সকল সেনাপতির সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সুখে দুঃখে পাল রাজবংশের সঙ্গে তুমি চিরকাল থাকবে। কিন্তু আজ তুমি রাজদ্রোহী।

দিব্বক এতদিনের রাজভক্ত সেনাপতি আজ সত্যিই রাজদ্রোহী। কিন্তু কেন সে এমন হল না?

যৌবনশ্রী আমি জানি সেনাপতি, তার কারণ আমি জানি। রাজা নষ্ট হয় রাজার আচরণে, রাজার দোষে। কিন্তু তোমাদের কি উচিত ছিল না তরুণ এই সম্রাটকে বুঝিয়ে ঠিক পথে নিয়ে আসা?

দিব্বক সে চেষ্টা আমরা সবাই করেছি। ফলে আমি হয়েছি বিতাড়িত আর অন্য সবাই যারা সম্রাটকে সদুপদেশ দিতে চেয়েছিল তারা কেউ কারাগারে কেউ বা নির্বাসনে।

যৌবনশ্রী তবুও একবার ভেবে দেখ দিব্বক। এই বংশের অনেক অন্ন তুমি খেয়েছ। সে কথা তুমি ভুলে যেওনা। আচ্ছা যাও। রামপাল, তুমি প্রাসাদে ফিরে যাও। সন্ধ্যাকর নন্দী তুমি তোমার পিতার

সঙ্গে বাড়ী চলে যাও। আমি ঘোষণা করলাম সভা আজকের মতন শেষ হল। [সকলে অভিবাদন করে প্রস্থান করল]

মহীপাল। (হতাশ হয়ে) মা সকলকে মুক্ত করে দিলেন ?

যৌবনশ্রী। মহীপাল তুমি এখন রাজা। তোমাকে তবু একটা কথা বলে যাই। যদি সিংহাসন রাখতে চাও প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ কর। বাংলার প্রজাকুল নরম কিন্তু নির্বোধ নয়। আঘাত খেতে খেতে তারা একসময় রুখে দাঁড়াবে। তখন তারা তোমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অন্য আর একজনকে রাজা নির্বাচিত করবে।

মহীপাল। কিন্তু মা……।

যৌবনশ্রী। আজ আর কোন কিন্তু নেই পুত্র। বরেন্দ্রভূমির রাজনৈতিক আকাশে আজ কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তাতে অশুভ সঙ্কেত আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি। ঝড় উঠেছে মহীপাল, আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি। সে ঝড়ে সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। মেঘ থেকে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে।

মহীপাল। (অবাক হয়ে) ঝড় হচ্ছে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে, তুমি কি বলছ মা।

যৌবনশ্রী। হাঁ। সে ঝড় যখন থামবে, তখন পালরাজ সিংহাসন তুমি আমি কেউ থাকব না। তুমি কি কিছুই দেখতে বা শুনতে পাচ্ছ না মহীপাল ?

মহীপাল। কৈ নাতো। আমি তো কিছুই দেখতে বা শুনতে পাচ্ছি না।

যৌবনশ্রী। হায় মূর্খ। মরণকালে মানুষের বুদ্ধি, চোখ কান সবই তাকে প্রতারণা করে। যাবার আগে বলে যাই এখনও সাবধান হও মহীপাল। সাবধান, সাবধান।

[চলে গেল]

মহীপাল। মা চলে গেল।

[একজন সন্ন্যাসী গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করল]

(গান)

সাবধান, ওরে সাবধান,
আকাশের গায়ে উঠিয়াছে মেঘ, আঁধার হয়েছে চতুর্দিক
এখুনি আসিবে প্রচণ্ড ঝড়, ওরে মূঢ় তুই হ সন্বিত।

(গান)

ঐ দেখ ঐ মেঘের গায়েতে অশনি গর্জে ভয়ঙ্কর,

নামিবে বৃষ্টি মুষলধারায়, কাঁপিবে পৃথ্বি থরথর।

তোর অবিচার অত্যাচারের পালা বুঝি আজ হইবে শেষ,

আসে ভগবান ভাঙ্গনের রথে, তোর হাত হতে বাঁচাতে দেশ।

তোর খুনে ওরে অত্যাচারী, দেশের মাটিতে হইবে লাল,

নতুন সৃষ্টি গড়িব আমরা শুনহে শুনহে মহীপাল। সাবধান ওরে সাবধান

মহীপাল। (চোখ লাল করে) এ গান কোথা থেকে শিখেছ, বল। তোমাকে আমি মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

সন্ন্যাসী। (হাতজোড় করে) দোহাই মহারাজ ও কাজটী করবেন না। আজ্ঞে দেশের সবাইতো এই গান গাইছে, তাই শিখে ফেলেছি।

মহীপাল। (হাতের মুঠো পাকিয়ে) শিখে ফেলেছ, নিমকহারাম!

সন্ন্যাসী। আজ্ঞে হাঁ। প্রথম মহীপালের প্রশাসনে লোকে ধান ভানতেও মহীপালের গীত গাইতো। আর আজ সবাই ব্যঙ্গ করে এই গান গাইছে।

মহীপাল। (চোখ লাল করে) বটে।

[দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজ সর্বনাশ হয়েছে। সেনাপতি ধীমান প্রজাদের হাতে নিহত হয়েছেন। আমাদের একজন সৈন্যও বেঁচে নেই।

মহীপাল। [স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর] সেনাপতি ধীমান নেই। বিদ্রোহীরা এতদূর বেড়ে গেছে। এরপরও সকলে বলবে ক্ষমা করতে। বলবে প্রজারা ভদ্র ভাল।

(হঠাৎ চীৎকার করে) না, না। জীবনের বদলে জীবন চাই। রক্তের বদলে রক্ত চাই। কোথায় কে আছ?

[দামামায় ঘা দিল]

সন্ন্যাসী। (স্বগত) রাজাটা বেজায় খেপে গেছে। এই বেলা কেটে পড়ি।

[সন্ন্যাসী পালিয়ে গেল]

[রাজার দেহরক্ষী বীরভদ্রের প্রবেশ]

বীরভদ্র। আজ্ঞা করুণ সম্রাট।

মহীপাল। যুদ্ধ, যুদ্ধ ঘোষণা কর প্রজাদের বিরুদ্ধে। প্রধান সেনাপতিকে হস্তি

অশ্ব পদাতিক এবং নৌবাহিনী প্রস্তুত করতে বল। হাঁ, কালই যুদ্ধ যাত্রা করতে হবে! একজনও প্রজা যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ এ অভিযান শেষ হবে না। যাও, যাও রণদামামা বাজাও।

[প্রস্থান]

[নেপথ্যে রণদামামা, শিঙা বেজে উঠল]

— : দ্বিতীয় দৃশ্য : -

[নগর ঠাকুরপুর। সামন্তরাজ বাসুদেবের প্রাসাদের নিভৃত একটি ঘর। সময় রাত্রী প্রথম প্রহর। আকাশের গায়ে মেঘের ঘনঘটা। গুপ্ত সভায় মহাস্থানগড়, কোটিবর্ষ, ঠাকুরপুর, বৈরাট্টা, গৌড় দেশের সামন্তরাজারা উপস্থিত। সেই সঙ্গে উপস্থিত আছেন কৈবর্ত রুদ্রক এবং তৎপুত্র ভীম। সভায় বরেন্দ্রভূমির রাজনৈতিক আলোচনা চলছে।]

বাসুদেব। আশ্বিনের সংক্রান্তির দিনে একি প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হল। আকাশে মেঘের গর্জন, ঝড়ের হাওয়া বইছে। চতুর্দিকে অন্ধকার এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত চলেছে। বরেন্দ্রভূমির রাজনৈতিক আকাশের সঙ্গে দেখছি প্রকৃতিও তাল দিচ্ছে। মহাস্থানগড়ের রাজা বিশ্ববন্ধু কি বলেন।

বিশ্ববন্ধু। খুব খাটি কথা বলেছেন রাজা বাসুদেব। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীকে উদ্ধার করতে দিব্যক একা মহীপালের রাজসভায় চলে গেলেন এটা কি ঠিক হল? কোন খবরও তো নেই।

রুদ্রক। দাদা সন্ধ্যাকর নন্দীর হঠাৎ বন্দী হওয়ার রাগে দিশেহারা হয়ে মহীপালের রাজসভায় চলে যান। আর আমি ও ভীম একদল সৈন্য নিয়ে জঙ্গলে অপেক্ষা করছিলাম।

আমরা যখন দাদার সংবাদ না পেয়ে অগ্রসর হব ভাবছিলাম, তখন সেনাপতি ধীমান একদল সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা অবশ্য সবাই নিহত হয়েছে। কিন্তু দাদার কোন খবর পাইনি। বৈরাট্টার রাজা মিহির বর্মা কি বলেন।

মিহির বর্মা। তবে দিব্যক একজন কুশলী যোদ্ধা তারপর দীর্ঘদিন রাজসেনাপতি ছিলেন তাকে নিয়ে অত চিন্তা করবার কিছু নেই। গৌড়ের রাজা জয়চন্দ্র আপনার মত কি বলুন?

জয়চন্দ্র। হ্যাঁ, ভয় নেই আবার ভরসাই বা কোথায়।

বিশ্ববসু। বরেন্দ্রভূমির সামন্ত চক্রের প্রস্তুত বিদ্রোহের যে আহ্বান জানান হয়েছিল তার কি কোন উত্তর এসেছে ?

বাসুদেব। হাঁ। সকলের কাছ থেকেই সাঙ্কেতিক ভাষায় জবাব এসেছে, তারা সবাই মহীপালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। সংঘবদ্ধ আক্রমণে তারা প্রস্তুত। শুধু বর্মনরাজ জাতবর্মা এবং পদবন্ধুর রাজা সোমের এ বিদ্রোহে সমর্থন নেই বলে মনে হচ্ছে।

রুদ্রক। কিন্তু কেন ? তাদের মতলব কি ?

বিশ্ববসু। এদের কাছ থেকে কি কোন জবাব পাওয়া গেছে, রাজা বাসুদেব ?

বাসুদেব। হাঁ। পদবন্ধুর রাজা সোম লিখেছেন বরেন্দ্রভূমির সম্রাট মহীপালকে আমি কোনমতেই সমর্থন করি না, কারণ তিনি স্বৈরাচারী এবং অযোগ্য। তবে আমার মনোগত ইচ্ছা, মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপালকে সম্রাট করা। যদি আপনারা আমার এই প্রস্তাবে রাজি থাকেন, তবে আমি সসৈন্যে রাষ্ট্র বিপ্লবে যোগ দেব।

রুদ্রক। রাজা জাতবর্মা কি কিছু লিখেছেন ?

বাসুদেব। তিনি কোন পত্র দেন নি।

বিশ্ববসু। তাহলে রাজা জাতবর্মা নিরপেক্ষ থাকতে চান বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা পদবন্ধুর রাজার পত্রটি দেখানতো !

বাসুদেব। (উষ্ণীষে হাত দিয়ে) একি পত্রটি কোথায় গেল ? কোথাও কি পড়ে গেল না কি ? তাইতো, পত্রখানা·····

রুদ্রশিব। সে পত্র আবার কেউ চুরি করেনি তো ?

রুদ্রক। সে পত্র চুরি হলে মহীপালের গুপ্তচরই করবে। সেই সঙ্গে মহীপাল আমাদের ষড়যন্ত্রের কথাও টের পেয়ে যাবে।

রুদ্রশিব। তাহলেই সর্বনাশ।

ভীম। মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমে অত ভয় করলে চলে না। তবে পদবন্ধুর রাজার প্রস্তাবে রাজী হওয়া সমীচীন নয়। কারণ পালবংশের এক রাজাকে সরিয়ে অন্য একজনকে সিংহাসনে বসান চলে না।

বাসুদেব। ভীম ঠিকই বলেছে, এ প্রস্তাব হাস্যকর। আপনাদের অভিমত ? (সকলে একসঙ্গে) এ প্রস্তাবে রাজি হওয়া যায় না।

বিশ্বরূপ। তাহলে প্রতিবন্ধুর রাজার পত্রের কি জবাব দেওয়া যাবে?

রুদ্রক। জবাব না দেওয়াই ভাল। জবাব না পেলে তিনি বুঝবেন যে তার প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পারিনি।

বাসুদেব। উত্তম কথা। রাজা জাতবর্মা আর রাজা সোমের সাহায্য ছাড়াই এই রাষ্ট্রবিপ্লব আমরা সফল করে তুলব।

সকলে। হ্যাঁ আমরা সফল করে তুলব।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। নমস্কার রাজাধিরাজ বাসুদেব। নমস্কার সামন্তরাজগণ। আমি সম্রাট মহীপালের রাজসভায় গিয়েছিলাম। অতি কষ্টে প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি। উঃ রাজা মহীপালটা আস্ত গোঁয়ার, যাকে পাচ্ছে তাকেই শূলে চাপাতে চাচ্ছেন।

বাসুদেব। তোমাকে যে চাপাতে পারেনি সেটা তো বুঝতেই পারছি। এখন খবর কি বল।

দূত। সংবাদ খুব খারাপ রাজা বাসুদেব। সম্রাট মহীপাল ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ধ্যাকর, রামপাল এবং দিব্যোককে বন্দী করেছিলেন। তারপর তাদের শূলে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

সবাই। (চীৎকার করে) মৃত্যুদণ্ড!

বাসুদেব। এ্যাঁ, তারা মরে গেছে? তাহলে—?

দূত। না মরেনি। শেষ পর্যন্ত রাজমাতা যৌবনশ্রীর সহায়তায় সকলে মুক্তি পেয়েছে।

বাসুদেব। বাঁচালে দূত। প্রথম সংবাদেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল। দিব্যোক মরলে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব করবে কে?

রুদ্রক। তারপর দূত বল, তারা এখন কোথায়, কি অবস্থায় আছেন?

দূত। আজ্ঞে মুক্তি পেয়ে সন্ধ্যাকর ও তার পিতা তাদের গ্রাম বৃহদ্বটুনে চলে গেছেন। কিন্তু দিব্যোকের খবর আমি বলতে পারব না।

বিশ্বরূপ। দিব্যোকের জন্য চিন্তা নেই, তিনি ঠিক ফিরে আসবেন। কিন্তু মহীপাল! তার সৈন্যবাহিনী আমাদের হাতে পরাজিত হয়েছে এ খবরের পরে সে কি চুপ করে থাকবে?

দূত। সেনাপতি ধীমানের মৃত্যু সংবাদে তিনি উন্মাদের মতন রণসজ্জার আদেশ দিয়েছেন। হস্তি, অশ্ব, নৌ বাহিনী এবং পদাতিক সৈন্য

নিয়ে তিনি এই পুবের দিকেই যাত্রা করেছেন। তার প্রতিজ্ঞা—একজন কৈবর্ত প্রজা যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরবেন না।

রুদ্রশিব। তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়েই গেছে। এখন শুধু যুদ্ধ আর প্রতিরোধ।

মিহিরবর্ম। কৈবর্ত রুদ্রক এবং রাজা বাসুদেব আপনারা বলুন এখন আমাদের রণকৌশল কি হবে।

বাসুদেব। সব রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে গিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে কোটিবর্ষ দুর্গ প্রাকারে সমবেত হন। পুনর্ভবার তীরেই আমরা রাজা মহীপালের বাহিনীকে প্রতিরোধ করব।

রুদ্রশিব। তাহলে পুনর্ভবার নদীর সব কাঠের সেতু এখুনি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। যত নৌকা আছে সব জলে ডুবিয়ে দিতে হবে। মহীপাল যেন সসৈন্যে পুনর্ভবা নদী পার হতে না পারে।

দূত। উত্তম কথা, কিন্তু পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির দক্ষিণ অঞ্চল থেকে সম্রাটের বিশাল রণতরী বাহিনী ভাগীরথী পদ্মা দিয়ে অগ্রসর হবার আদেশ পেয়েছে। কাজেই নৌকা ডুবিয়ে কোন কাজ হবে না। আমাদের মিলিত সৈন্যদল নিয়ে দ্রুত সম্রাটের বাহিনীকে আক্রমণ করতে হবে, নইলে…।

বাসুদেব। নইলে?

দূত। নইলে জলে স্থলে সম্রাটের দুই বাহিনী একত্র হলে, আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

রুদ্রক। না, সম্রাটের রণতরী আত্রেয়ী পুনর্ভবা এবং করতোয়া নদীতে প্রবেশের আগেই এ যুদ্ধ শেষ করতে হবে। সকলে প্রস্তুত তো?

সকলে। প্রস্তুত।

রুদ্রক। তাহলে আমাদের বের হয়ে পড়তে হয়। হাঁ দূত তুমি যাও বিশ্রাম কর গিয়ে। রাজা বাসুদেব আপনি সামন্ত রাজাদের কাছে বার্তা পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। (দূতের প্রস্থান)

(একজন প্রতিহারী প্রবেশ করে নমস্কার করল।)

বাসুদেব। প্রতিহারী!

হ্যাঁ, তুমি মুহূর্তে সব সামন্ত রাজাদের কাছে গোপন বার্তা পাঠাতে। রাজারা এক সপ্তাহের মধ্যে কোটিবর্ষ বিষয়ের দুর্গে সমবেত হবেন। রাজা রুদ্রশিব তাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

বাসুদেব। তাহলে মন্ত্রনা সভা আজকের মতন ভঙ্গ হল। আমার এখানে নৈশ আহারের পরেই আপনাদের যাত্রা সুরু করুন মহামান্ত রাজাগণ।

বিশ্ববসু। আকাশটা বড় বেতাল ঠেকছে। আমি বলি রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালেই যাত্রা করব।

রুদ্রশিব। প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য বটে। নিশাকালে আকাশে কেমন মেঘ গর্জন করছে দেখছেন। এই সময় আত্রেয়ী নদী পার হওয়া দুরূহ ব্যাপার। ঐ দেখুন বজ্রপাত হল

(মেঘের গর্জন ও বজ্রপাত)

কল্লক। আজ আকাশে ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ দেখে যদি আপনারা অগ্রসর না হন, আগামী কালের দিনের আলোর সুবিধার জন্ত বসে থাকেন, ততক্ষণে দুষ্টরাজা মহীপাল আরও অগ্রসর হয়ে আসবে। আরও জনপদ ধ্বংস হবে, কত অগণিত ঘর সংসার সে জালিয়ে দেবে। সময় নেই— এই রাত্রিতেই অগ্রসর হতে হবে রাজাগণ

ভীম। অন্ধকার ঝড় বৃষ্টি কি দ্বিতীয় মহীপালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? মহাবীর সামন্তরাজগণ যখন সম্মুখ যুদ্ধে মহীপালকে পরাজিত করতে চলেছেন, তখন অন্ধকারকে কি তারা ভয় করবেন?

বাসুদেব। না অন্ধকারকে আমরা ভয় করবনা। যে আঁধার গৌড়বরেন্দ্র ভূমিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তার কাছে আজকের প্রকৃতির দুর্যোগ তুচ্ছ। আমরা আজই রাতের তৃতীয় প্রহরে ঝড় জল অশনিপাতের মধ্যে অগ্রসর হব

কল্লক। তবে তাই হোক মহামান্ত সামন্তরাজাগণ। কিন্তু দিব্বোক, দাদা, তার সন্ধান আমরা কি করে পাব?

বিশ্ববসু। তার জন্ত চিন্তা করবেন না। তিনি ঠিক সময় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। তিনি সাহসী এবং আমাদের সকলের চেয়ে কুশলী যোদ্ধা।

বাসুদেব। (হাত জোড় করে) তাহলে মহামান্ত রাজাগণ আপনারা আজ রাতে আমার গৃহে পোলাও এবং হরিণের মাংস দিয়ে যৎসামান্ত আহার গ্রহণ করুন। তাহলে সভাভঙ্গ হোক……।

[সকলে উঠে দাঁড়িয়ে যখন চলে যাবার জন্য প্রস্তুত, ঠিক সেই সময় মুখোসধারী এক সৈনিকের আবির্ভাব ঘটল।]

সৈনিক। পাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে আপনারা একবার চিন্তা করে দেখবেন এ যুদ্ধে আপনাদের কি স্বার্থ থাকতে পারে।

রুদ্রক। কে কে তুমি ? এ সব কি কথা তুমি বলছ ?

ভীম। (তরবারি অর্ধ খুলে) তোমার এই অবাচীনের মতন উক্তির জন্য তোমার মুণ্ড আমি কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দেব, সৈনিক।

সৈনিক। আহাহা, ভীম অত উত্তেজিত হয়োনা। যুদ্ধ করা আমারও পেশা। শোন জীবন যারা উৎসর্গ করতে চলেছে, তারা কি ভেবে দেখেছে কেন কি স্বার্থে তারা জীবন দেবে ?

বাসুদেব। (দাড়িতে হাত বুলিয়ে) তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি না, সৈনিক। মরতে কি আমরা ভয় পাই ?

সৈনিক। ভয়ের কথা নয় রাজা বাসুদেব। পাল রাজত্বে চিরকালই এই সামন্ত রাজারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মনে করুন গোপালদেবের কথা এই সামন্তচক্রই তাকে রাজা নির্বাচিত করেছিল। তারপর থেকে ধর্মপাল, দেবপাল আর প্রথম মহীপালই বলুন সব সম্রাটগণই আপনাদের সহযোগেই রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেছিল। কিন্তু তাতে আপনাদের কি লাভ হয়েছে ? এখন ......।

বিশ্ববসু। বাস্ আর কথা নয়। এখন শুধু সংক্ষেপে বলে ফেল দেখি তোমার মতলবটা কি ?

রুদ্রশিব। অনাবশ্যক কথাবার্তা।

সৈনিক। আমার বক্তব্য হল মহীপাল শুধুমাত্র কৈবর্তদের শত্রু বলে মনে করছেন। কিন্তু সামন্তরাজগণদের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। তাই... তাই...

ভীম। (হঠাৎ তরবারি খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল) তাই তোমার শিরচ্ছেদ হওয়া উচিত।

[কিন্তু ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সৈনিক পিছু হটে তরবারির সাহায্যে ভীমকে নিরস্ত্র করে ফেলল]

সৈনিক। ভীম তুমি এখনও ছেলে মানুষ। নাও তোমার তরবারি তুলে নাও। (মুখোশ খুলে ফেলে) সামন্তরাজগণ আমি আপনাদের

মনকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম। দেখলাম এই গুরুতর সঙ্কটের দিনে আপনারা কত একতাবদ্ধ। আপনাদের মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে কি না। আমার সে সন্দেহ দূর হয়েছে।

[সকলে এক সঙ্গে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কে দিব্বোক]

বিশ্ববসু। তাই ভাবছি এমন নিপুণ অস্ত্রবিদ্যা আর কার হতে পারে।

রুদ্রশিব। দিব্বোক আপনাকে ফিরে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আপনার নেতৃত্বে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিতে আমরা প্রস্তুত।

সকলে। জয় দিব্বোকের জয়।

রুদ্রক। দাদা আমার ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করুন।

ভীম। (হাঁটু গেড়ে পদপ্রান্তে বসে) আমি মার্জনার অযোগ্য, আমায় শাস্তি দিন।

দিব্বোক। (উঠিয়ে) ভীম তোমার তেজস্বিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। রাষ্ট্রবিপ্লবের মুখে যদি কেউ একতা, বিদ্রোহের কথা বলে, তবে তার শাস্তি মৃত্যুই হওয়া উচিত। আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম।

বাসুদেব। কি দেখলেন?

দিব্বোক। আমি পরখ করে দেখলাম যে সামন্ত শক্তি পাল রাজবংশ ধ্বংস করতে চায়, তাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য কতটা। আজ আমি নিশ্চিত উপলব্ধি করেছি যে মহীপালের পতন অনিবার্য।

বিশ্ববসু। তাহলে আজই এই রাতে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কি আমাদের রণকৌশল হবে?

দিব্বোক। মহীপাল মহানন্দা পার হয়েছে। আমাদের প্রথম ব্যূহ হবে বৈরাট্টা রাজার দেশের শ্রীমতী নদীর তীরে। দ্বিতীয় ব্যূহ হবে কোটিবর্ষ-গড়ের কাছে পুনর্ভবা তীরে। কিন্তু ঐ দুই স্থানে সামান্য যুদ্ধ দেখিয়ে পালানোর ভান করে আপনারা সরে আসবেন—আরও ভিতরে গোকলিকা মণ্ডলের আত্রেয়ীর তীরে ঘন জঙ্গলে। যেখানে মহিনগর জয়স্কন্ধাবারের কাছে আমরা শেষ আঘাত হানব দ্বিতীয় মহীপালকে।

মিহিরবর্মা। খুব চমৎকার পরিকল্পনা।

বাসুদেব। তাহলে আপনারা সবাই চলুন। হরিণের মাংস, পোলাও এবং গৌড়ীয় মধু প্রস্তুত।

ত্রিলোক। এও এক চমৎকার পরিকল্পনা।

(সকলে হেসে উঠল)

বাসুদেব। তাহলে সকলে মিলে চলুন পরিকল্পনাটা সফল করবেন। ভীম তুমি শুধু এই সভাগৃহ পাহারা দাও। আমি আমার বয়স্য ভূরিশ্রেষ্ঠকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ত্রিলোক। ঠিক, ভীম তুমি তাহলে অপেক্ষা কর, আমরা খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করতে চললুম।

[ভীম ছাড়া সকলে হাসতে হাসতে চলে গেল]

ভীম। আজ খুবই সুযোগ হয়েছে। কোথায় এ তল্লাটে আর কাউকে তো দেখছিনা।

[ভূরিশ্রেষ্ঠর প্রবেশ]

ভূরিশ্রেষ্ঠ। এইতো আমি রয়েছি ভীম। আসুন আমরা দুজনে এই নিরালায় বসে প্রেমালাপ করি। আপনি যা যা জানতে চাইবেন, এমনি মধুর মিষ্টি করে জবাব দেব যে আপনার প্রাণমন বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হে বীর আসুন এই নির্জন কক্ষে দুজনে দুজনের সঙ্গসুখ উপভোগ করি।

ভীম। (হেসে) তা বেশ শুনে খুসী হলাম। আপনার নাম কি?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে) ভূরিশ্রেষ্ঠ।

ভীম। ভূরিশ্রেষ্ঠ? না শ্রেষ্ঠভূরি। তা আপনার আহারের পরিমাণটা কি জানতে পারি?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। হেঃ হেঃ আমার আহারের পরিমাণটা বুঝলেন কিনা, সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু বেশী। তবে রোজ জোটাতে পারি না।

ভীম। পরিমাণটা বলুন না শুনি।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। যেমন ধরুন সকালে পাচ সের চিড়ে, সের পাঁচেক দই এবং সেই পরিমাণে গুড়। কলা বত্রিশটা এভাবে একটা মাঝারি কাঁঠাল বা গোটা পঞ্চাশেক আম, অথবা…।

ভীম। অথবায় কাজ নেই। দুপুরে?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। দুপুরে দশ সের চালের ভাত, এক সের মৌরলা মাছের ঝোল, রোহিত হলে আরও ভাল, সের পাঁচেক কুমড়া, ঝিঙে, বেগুনের তরকারি—আর পাঁচ সের ঘন দুধ গুড়…। আর রাত্রেরটা বলি…।

ভীম। থাক্ থাক্, আর রাতের হিসেবে কাজ নেই। আজ রাতে কি আহার্য্য হয়েছে বলুনতো।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। আজ রাতে আপনাদের জন্য রান্না হয়েছে গব্যঘৃতের পোলাও, হরিণের মাংসের কালিয়া। ক্ষীর, মিষ্টান্ন আরও কত কি! এই দেখুন জিভে সুরুৎ করে জল এসে গেছে।

ভীম। তা আপনি খাবেন না?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। আজ্ঞে না। আপনারা হলেন রাজ অতিথি, ঐ খাবার কি আমাদের জন্য হতে পারে, আমাদের জন্য আছে রোটিকা ও তরকারি। একটা অনুরোধ করব? রাগবেন না তো?

ভীম। না, না রাগ করব কেন? বলুননা, সম্ভব হলে রাখব।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। আপনাকে—যখন খেতে ডাকবে, তখন , না আমার লজ্জা করছে বলব না।

ভীম। লজ্জা কি, বলে ফেলুন।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। তখন বলবেন ভূরিশ্রেষ্ঠ আমার প্রাণের বন্ধু ওকে ছাড়া আমি জলগ্রহণ করব না। অনেক দিন ভালমন্দ কিছু খাইনিতো , বুঝলেন কিনা। [জিভের জল টানল]

ভীম। তথাস্তু ভোজনবীর। আজ থেকে আমার প্রাণের বন্ধু হলেন, কেমন রাজি তো? [করমর্দন করল]

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (লাফিয়ে উঠে) রাজি মানে? হাজারবার রাজি নইলে আমি পাজি। (হেঃ হেঃ)

[একজন অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী এসে ঢুকল]

ভীম। [আপনমনে] হাঃ…হাঃ…হাঃ

ভূরিশ্রেষ্ঠ। [ঢোক গিলে] এই সেরেছে রাজপুত্রী ধরিত্রী দেবী যে! (চুপিচুপি) প্রাণের বন্ধু মনে থাকে যেন। [প্রকাশ্যে] নমস্কার মহামহিমান্বিতা, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, সদয়া, নানাগুণা বিভূষিতা, সর্ব অলঙ্কার ভূষিতা; শান্ত স্বভাবা,

ধরিত্রী। থাক ভূরিশ্রেষ্ঠ আর বিশেষণে কাজ নেই। ওসব তুমি বাবার কাছে বলবে। রাজপুত্র চলুন আহার্য্য প্রস্তুত। রাজারা সকলে আহার শেষে বিশ্রাম করছেন।

ভীম। (মুগ্ধ হয়ে আপন মনে) বাঃ কি সুন্দর দেখতে রাজকন্যা। (প্রকাশ্যে)

নমস্কার মানে আমি আমার প্রাণের বন্ধু ভূরিশ্রেষ্ঠকে না নিয়ে জল স্পর্শ করব না।

ধরিত্রী। ভূরিশ্রেষ্ঠ আপনার আবার প্রাণের বন্ধু কবে হল ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। একটু আগেই হয়েছি। রাজপুত্র আমায় কর্ণমর্দন করেছেন।

ধরিত্রী। (অবাক হয়ে) কর্ণমর্দন করেছেন ?

ভীম। আহা…কর্ণমর্দন নয়—করমর্দন।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। ওহো করমর্দন করেছেন। ঐ একই হল।

[ভীম ধরিত্রীদেবী হাসতে লাগলেন]

ধরিত্রী। বেশতো ভূরিশ্রেষ্ঠও আপনার সঙ্গে আহার করবেন।

ভীম। (খুসী হয়ে) বেশ চলুন। (যেতে যেতে থমকে দাঁড়ান।)

ধরিত্রী। একি থামলেন যে ?

ভীম। সব ভোজনের পরিমাণটা একটু হয়ে কিনা। কম পড়বে না তো ?

ধরিত্রী। না হবে না। চলুন। তাছাড়া ভূরিশ্রেষ্ঠতো এ বাড়ীতে নতুন নয়

ভীম। তাহলে প্রাণের বন্ধু চলুন একসঙ্গে আহার করা যাক। কেমন খুসী তো ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। [হে-হে-হে] খুসী নয় আবার। গরম ভাত আর মৌরলা মাছের ঝোল হলেই আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি। আজতো রাজভোগ—পোলাউ—হরিণের মাংস।

ভীম। (গম্ভীর হয়ে) আজ্ঞে—একটা কথা ভাবছি

ধরিত্রী। কি কথা ?

ভীম। আমার প্রাণের বন্ধু ভূরিশ্রেষ্ঠর আহারের পরিমানটা একটু বেশী। মানে হয়ে কিনা।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। মানে অনেক খাই কিনা।

ধরিত্রী। (হাসতে হাসতে) কোন চিন্তা নেই এখন চলে আসুনতো।

ভীম। (মুখের হাসি হেসে) তাহলে প্রাণের বন্ধু চলুন আহার করা যাক। আজ এই বর্ষার দিনে গরম পোলাও আর হরিণের মাংস দারুণ জমবে। কেমন খুসী তো ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (সবকটি দাঁত বার করে হেসে) খুসী নয় আবার গরম ভাত আর নালতে শাক হলেই আমরা নিজেদের পুণ্যবান মনে করি। আজ

[বীর ও ধরিত্রী দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর দুজনেই উচ্চস্বরে হেসে উঠল]

—•—

। তৃতীয় দৃশ্য ।

[স্থান। আত্রেয়ী নদীর পাড়ে গোবর্ধিক মণ্ডলের মাহিনগর। মহীপালের শিবির এবং সম্মুখে বিশাল প্রাঙ্গণ। সূর্য অস্তগামী। দূরে দূরে গ্রামে আগুন দেখা যাচ্ছে এবং আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। দুজন সৈনিক পুরুষ একজন যুবতী মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ঢুকল]

যুবতী। ওগো তোমরা আমায় আর মেরনা। আমাকে ছেড়ে দাও।

১ম সৈনিক। মারবনা আবার, তুই না কৈবর্তের মেয়ে। খুব রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলি, এখন কেমন লাগছে বল। [আবার মারতে সুরু করল]

যুবতী। ও বাবাগো ও মা। [যন্ত্রণায় আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল]

২য় সৈনিক। এই তরবারি দেখছিস। এটা তোর স্বামীর বুকে ফচ করে বসিয়ে দিয়েছি। হাঃ হাঃ ..

বেটা মরবার সময়ও আমাকে চোখ পাকিয়ে শাসিয়ে গেছে। তোদের বাড়ী-ঘর সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি। এখন কেমন লাগছে বল

যুবতী। [হাঁফাতে হাঁফাতে] ওরে মহীপালের কুকুর, তোরা আমার স্বামীকে মেরেছিস, ছেলেগুলোকে খুন করেছিস। আমার সোনার সংসার ছাই করে দিয়েছিস। মা কালী তোদের ধ্বংস করবে। তোরা মরবি মরবি, মরবি দুর্বৃত্তের বংশ।

১ম সৈনিক। মাকালী তোকে বাঁচাতে পারবে না। আজ রাতে, বুঝলি কৈবর্ত-ছুঁড়ি, তোকে নিয়ে আমরা ফূর্তি মারব। হাঃ হাঃ হোঃ।

২য় সৈনিক। বৌটা দারুণ সুন্দরীরে ভাই। তুই ঠিক বলেছিস আজ দারুণ ফূর্তি হবে। সম্রাটের কোষাগার থেকে দু'বোতল বারুনী মদ জোগাড় করে আনতে হবে

যুবতী। [জ্বলে উঠল] কি বললি শয়তান? আমাকে নিয়ে ফূর্তি করবি? আমার সতীত্ব নষ্ট করবি? এত স্পর্ধা তোদের। লাথি মেরে তোদের মুখ আমি ভেঙে দেব। আয় আয় দেখি আমার সামনে

১ম সৈনিক। (হেসে) কৈবর্ত ছুঁড়িগুলির বেশ তেজ আছে দেখছি। (হঠাৎ তরবারির বিপরীত দিক দিয়ে আঘাত) কোথায় লাথি মার।

যুবতী। উঃ বাবাগো মরে গেলাম গো। তোরা আমায় এমনি করে না মেরে ঐ তরবারির এক কোপে শেষ করে দে। (কাঁদতে লাগল)

২য় সৈনিক। তোকে শেষ করলে ফূর্তি হবে কি করে? আজ রাত ভোর তোকে নিয়ে মজা লুটব। তারপর তোকে তোর স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেব।

১ম সৈনিক। চল চল এটাকে শিবিরে বেঁধে লুকিয়ে রাখগে।

২য় সৈনিক। চল, এমন সুযোগ আর মিলবে না। এই ছুঁড়ী চল।

(মেয়েটাকে টানতে লাগল

যুবতী। (আর্তনাদ করে) কে আছ বাঁচাও, বাঁচাও।

(সহসা রামপাল ও শূরপালের প্রবেশ)

রামপাল। এ আর্তনাদ কিসের! একি তোমরা এই অসহায় মেয়েটির উপর এমনি করে অত্যাচার করছ কেন।

শূরপাল। এর কপালে সিঁদুর আছে দেখছি। গৃহস্থের ঘরের বৌ।

১ম সৈনিক। আরে যুবরাজ যে, নমস্কার রাজকুমার শূরপাল, নমস্কার কুমার রামপাল।

২য় সৈনিক। নমস্কার।

রামপাল। এর উপর অত্যাচার করছ কেন?

১ম সৈনিক। সম্রাটের আদেশে এর স্বামীকে হত্যা করে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছি।

২য় সৈনিক। একে ধরে এনেছি আমাদের উপপত্নী করব বলে। কেমন মজা হবে যুবরাজ।

রামপাল। অসহ্য।

শূরপাল। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) এখুনি এই মেয়েটাকে ছেড়ে দাও। (মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে করুণা মাখা গলায়) আহা ভয়ে এর মুখ শুকিয়ে গেছে। তোমরা দুজন দেখছি মূর্তিমান পশু।

(মেয়েটি ছুটে এসে শূরপালের পিছনে লুকাল)

যুবতী। আমাকে বাঁচান।

১ম সৈনিক। (চোখ লাল করে) গালাগাল দেবেন না। এই এক শতকালের মধ্যে আমরা কত—হত্যা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। গ্রামে, মাঠে, ঘাটে যেখানে কৈবর্ত্তদের পেয়েছি, সেখানেই তাকে খুন করেছি। তাদের সন্তানদের হত্যা করেছি, স্ত্রীদের সম্মান হানি করেছি।

২য় সৈনিক। মাঝিকে তার নৌকায় মধ্যে কেটে ফেলেছি, কৃষকদের মাঠে বলি দিয়েছি। স্বামীকে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে তার সামনে উপভোগ করেছি। হাঃ হাঃ আমরা কি মানুষ আছি নাকি যুবরাজ! আমরা পশু হয়ে গেছি। হাঃ হাঃ...

১ম সৈনিক। সরে যান যুবরাজ—ঐ মেয়েটিকে আমরা চাই।

রামপাল। (কঠিনভাবে তাকিয়ে) চলে যাও, নইলে মরতে হবে বলছি।

২য় সৈনিক। (তরবারি খুলে) মার এত সহজ নয়। আসুন দেখি

১ম সৈনিক। (তরবারি খুলে ঘুরিয়ে) এই তলওয়াল আজ রাজরক্ত পান করবে।

শূরপাল। (হঠাৎ তলওয়াল খুলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ১ম সৈনিকের বুকে বসিয়ে দিল) তার আগে তুমি মর।

১ম সৈনিক। আঃ (বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল)

যুবতী। (প্রায় মৃত সৈনিককে দেখে আনন্দে চীৎকার করে) হাঃ হাঃ তাহলে বিচার আছে! বিচার মরে যায়নি। কেমন লাগছে এখন। এমনি করেই তোমরা আমার চোখের সামনে আমার স্বামীকে মেরেছিলে। হাঃ...হাঃ...।

রামপাল। (তলওয়াল খুলে এগিয়ে গেল) এটাই বা বেঁচে থাকে কেন?

২য় সৈনিক। আমি আর মরছি না। যাই পালাই সম্রাটকে গিয়ে খবর দিগে।

[বেগে পালিয়ে গেল]

রামপাল। তলওয়াল মুছে কেন দাদা। এ অনাচার আর সহ্য হচ্ছে না, পাল রাজবংশের কোন রাজার হাত এমনি করে প্রজার রক্তে কলঙ্কিত হয়েছিল বলতো?

শূরপাল। ভাই আমি কি ভাবছি জান? দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল খ্যাতিমান নরপতি ছিলেন। সেইজন্য আমাদের পিতার নামও রাখা হয়েছিল তৃতীয় বিগ্রহপাল। তার বড় আদরের প্রথম পুত্র হল দ্বিতীয় মহীপাল।

রামপাল। ঠিক বলেছ দাদা। সবার আশা ছিল প্রথম মহীপালের মতন আমাদের দাদা দ্বিতীয় মহীপাল আবার বংশের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু…।

শূরপাল। (ম্লান হেসে) কিন্তু দ্বিতীয় মহীপাল বংশ মর্যাদা গৌরব সব ডুবিয়ে দিতে বসেছেন। (মেয়েটির দিকে ফিরে) তুমি যাও মা। তুমি মুক্ত।

বৃদ্ধা। (সহসা কেঁদে ভেঙ্গে পড়ে) আমি আর কোথায় যাব বাবা। আমার সব আশা ভরসা শেষ করে দিয়েছে এই পাষণ্ডরা। এখন তোমরা আমাকে এক আঘাতে শেষ করে দাও।

রামপাল। মা জননীর এই চোখের জল কি বিফলে যাবে দাদা। রাজার সিংহাসনের ভিত যে টলে উঠল দাদা। অমিতাভ বুদ্ধ কি এই হিংসা ক্ষমা করবেন। অসহ্য লাগছে, দাদা।

শূরপাল। ধৈর্য তো ধরতেই হবে ভাই। (মেয়েটিকে প্রবোধ দিয়ে) মা তুমি এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাও মা। নিজের জীবন মান রক্ষা কর।

বৃদ্ধা। (কাঁদতে কাঁদতে) তোমাদের মঙ্গল হোক। বুঝতে পারি না কেন মা কালী কাউকে দয়ার অবতার করেন, আবার কাউকে পশু করে পৃথিবীতে পাঠান। যাই বাবা। চলে যাচ্ছি। যেখানেই থাকব মঙ্গল কামনা করব। মা কালী তোমাদের রাজা করুন বাবা।

[কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল]

শূরপাল। বলে গেল রাজা হও। কিন্তু রাজা হতে কি আমরা চাইনি ভাই। ভেবেছিলাম দাদার অধীনে থেকে পাল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনব। কিন্তু তা আর হল না। মনে হচ্ছে সম্রাট দ্বিতীয় মহীপালকে পিশাচে ভর করেছে। মানুষের রক্তে হোলি খেলা শুরু করেছেন

রামপাল। এর শেষ কোথায় দাদা? মহীপাল যত অধৈর্য হবেন, ধ্বংসের বন্যা ততই নেমে আসবে। তার চেয়ে চল দাদা আমরা গঙ্গা পার হয়ে মাতুল বংশের কাছে অঙ্গদেশে চলে যাই

শূরপাল। লোকে বলবে আমরা পালিয়ে গেছি। একি…কি দেখছি?

(চারজন সৈনিক পুরুষ একজন যুবককে মারতে মারতে প্রবেশ করল)

১ম সৈনিক। শালা একাই দশজন সৈন্যের মাথা কাটিয়ে দিয়ে। কিন্তু এখন তোর বাঁশের লাঠি কোথায় গেল? এ্যাঁ!

২য় সৈনিক। (তরবারি ঘুরিয়ে) তোকে এখন টুকরো টুকরো করে কাটব। আগে হাতদুটো কাটাব, পরে পা দুটো কাটাব। হাত পা গেলে তারপর মাথাটা কেটে ফেলে দেব। বাস্ আর থাকবেনা কোন কাচা। (সচকিত হয়ে) আরে একি দেখছি রাজার দুটো ভাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

৩য় সৈনিক। তাতে কি হয়েছে আর একটু নাচ।

৪র্থ সৈনিক। নাচবেনা তো কি? এক দিন তো শাক মদের ওপরই চলছে। শুধু মাথা ঘুরছে, আর পা নাচছে এবং হাত ঘুরছে! এই যা কুমারদের তো সম্মান করা হয়নি।

(চারজন সৈনিকই একসঙ্গে শূরপাল এবং রামপালকে প্রণাম জানাল।)

সৈনিকগণ। (একত্রে) বন্দে রাজকুমার, অপরাধ ক্ষমা করুন।

(শূরপাল ও রামপাল প্রতিনমস্কার জানালেন।)

শূরপাল। কি ব্যাপার সৈনিক পুরুষগণ? কেন তোমরা চারজন মিলে একটা লোককে মারছ?

রামপাল। কি এর অপরাধ?

১ম সৈনিক। হুজুর এই চাষার নাম গোপীনাথ। ভারি বদমাশ হুজুর।

২য় সৈনিক। সম্রাটের আদেশ অনুসারে চাষের ফসলের অধিকাংশ রাজকোষে জমা দেয়নি। তারপর...

৩য় সৈনিক। তারপর আবার লোক খেপাচ্ছে হুজুর। বলছে কি হুজুর এক ষষ্ঠাংশের বেশি কেউ জমা দিওনা।

৪র্থ সৈনিক। তাছাড়া ওদের রাজা দিব্য বর্মার কাছে এই বেটা খবরাখবর দিয়ে আসে।

চারজন সৈনিক একত্রে। (শূরপালের কাছে) হুজুর আজ্ঞা করুন এটাকে আমরা কচুকাটা করি।

শূরপাল। না।

চারজন সৈনিক। (রামপালের কাছে গিয়ে) ছোট রাজকুমার আপনি আদেশ করুন। বেটাকে আজ কুচি কুচি করে কেটে মাংসের কিমা করব।

রামপাল। (গম্ভীর হয়ে) না।

সৈনিকগণ। (হতাশ হয়ে) তাহলে কি করব?

শূরপাল। ওকে ছেড়ে দাও।

১ম সৈনিক। ও দারুণ লাঠিয়াল হুজুর। একাই আমাদের দশ জনের মাথা ফাটিয়েছে।

রামপাল। তবু ছেড়ে দাও। ওর বিচার হবে বিচার শালায়। তোমরা এসেছ দিব্বোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, প্রজা হত্যা করতে নয়।

২য় সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ হুজুর। আমাদের উপর আদেশ আছে কৈবর্ত পেলেই খুন করতে হবে। ওদের ছেড়ে দিলে যে আমাদের শাস্তি হবে। তবু ছেড়ে দেব?

শূরপাল। হাঁ ছেড়ে দেবে। প্রস্তুত থাক দিব্বোকের আক্রমণের জন্য। সে কুশলী বীর, যে কোন মুহূর্তে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন কি করবে?

১ম সৈনিক। তখন যা হবার হবে হুজুর, এখন তো মেরে কেটে হাতের সুখ করে নি। লুট করে অনেক টাকা কামিয়েছি, এখন আমরা গরম হয়ে গেছি হুজুর।

শূরপাল। চোপরাও!

[সৈনিকরা সঙ্কুচিত হয়ে গোপীনাথকে ছেড়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল]

রামপাল। গোপীনাথ।

গোপীনাথ। রাজকুমার। (কাঁদতে আরম্ভ করল।)

রামপাল। (হাতের দড়ি খুলে দিল) যাও তুমি মুক্ত। আর একমুহূর্ত এখানে থাকবে না। স্ত্রীপুত্র সবাইকে নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে চলে যাও, সেখানে রাজায় প্রজায় মিল আছে।

গোপীনাথ। পালাতে বলছেন রাজকুমার। আত্রেয়ী নদীর পাড়ে আমার দশ পুরুষের ভিটা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কত বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা। এদের ছেড়ে পালিয়ে যাব, নিজের এবং স্ত্রীপুত্রের প্রাণ বাঁচাতে? সবাই আমায় যে ভীতু কাপুরুষ বলবে হুজুর। নাঃ নাঃ, আমি তা পারব না।

শূরপাল। তোমার সাহস এবং কর্তব্যবোধকে আমি প্রশংসা করছি গোপীনাথ। কিন্তু এখন এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় তুমি তাহলে কি করবে?

গোপীনাথ। তাইতো আমি এখন কি করব বুঝতে পারছিনা রাজকুমার। গ্রামতো জনশূন্য এমনকি আমার স্ত্রীপুত্র কেউ বেঁচে নেই। কোথায় যাব…কি করব ? [কাঁদতে লাগল]

২য় সৈনিক। কাজটা খুব ভাল হচ্ছে না রাজকুমারগণ।

রামপাল। দাদা আমাদের কাজের সমালোচনা করছে। দেখেছ আস্পর্ধা।

শূরপাল। (সৈনিককে) তুমি এখান থেকে এখনই চলে যাও, নইলে ঐ মৃত সৈনিকের অবস্থাই তোমার হবে বুঝছ ?

[মৃত সৈনিককে দেখিয়ে দিল]

[মহীপালের প্রবেশ]

মহীপাল। নইলে এদের খুন করবে, কেমন শূরপাল ? চমৎকার তোমাদের ব্যবহার। পালবংশের রাজপুত্র হয়ে পাল সম্রাটেরই বিরুদ্ধাচারণ করছ।

শূরপাল। কি বিরুদ্ধাচরণ করেছি দাদা। গোপীনাথকে হত্যা করলে কি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। প্রজারা সব মরে গেলে আপনি কাদের নিয়ে রাজত্ব করবেন ?

মহীপাল। সে ভাবনা ভাবব আমি। বেয়ারা প্রজাদের শাস্তি না দিলে ওরা মাথায় চড়ে বসবে। দিব্বোককে সেদিন ছেড়ে না দিলে আজ যে এত প্রবল হয়ে উঠত না।

রামপাল। আপনার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভুল দাদা। সম্রাট হয়েছেন বলেই যা খুসী তাই করা যায় না হঠাৎ আপনি রাজস্ব বাড়িয়ে তাদের বিপদে ফেলে দিলেন। নদীর বাঁধ তৈরী করা বন্ধ করলেন, পুকুর খনন বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। পারঘাটের শুল্ক দ্বিগুণ করে দিলেন। প্রজারা এই সব কারণেই ক্ষেপে উঠল, আর সেই সুযোগ নিল সামন্ত রাজারা। তারপর…।

মহীপাল। তারপর কি ?

রামপাল তারপর প্রজারা যখন আপনার কাছে এসেছে প্রতিবিধানের আশায়, আপনি তাদের শাস্তি দিলেন। যারা আপনাকে সৎ পরামর্শ দিল তাদের দিলেন নির্বাসন।

শূরপাল। ঠিক কথা সম্রাট। এ অশান্তি আপনি নিজে ডেকে এনেছেন।

মহীপাল। (গর্জন করে) কি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ। তোমরা আমার খেয়ে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করছ। তোমরা ষড়যন্ত্রকারী।

শূরপাল। ভুল বুঝবেন না দাদা। আমরা যদি ষড়যন্ত্রকারী হব, তা'হলে এই রণক্ষেত্রে আপনার পাশে ছুটে আসব কেন ?

রামপাল। ঠিক কথা। দাদা পালবংশকে ধ্বংসের পথে টেনে নেবেন না।

মহীপাল। বুঝেছি। সৈনিকগণ শোন। তোমরা এই গোপীনাথকে বন্দী করে রাখ। আগামীকাল সকালে একে হাতির পায়ের নীচে ফেলে থেৎলে বধ করবে। তারপর ওর মৃতদেহ চৌরাস্তায় টাঙিয়ে রাখবে। হাঃ হাঃ···

গোপীনাথ। (আর্তনাদ করে) সম্রাট আপনি আদেশ ফিরিয়ে নিন। আমি আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলাম।

মহীপাল। সৈনিক, গোপীনাথ কি রকম আত্মরক্ষা করেছিল ?

১ম সৈনিক। আজ্ঞে একাই আমাদের দশজনের মাথা ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছে।

মহীপাল। এই হোল তোমার আত্মরক্ষা। তুমি দেখছি একজন বিপদজনক ব্যক্তি। তোমার স্বভাব হল সাপের মতন। আমি যোগ্য বিচারই করেছি কি বল···হাঃ হাঃ হাতির পায়ের নীচে ফেলে থেৎলে তোমাকে মারা হবে। ওঃ হো হো···

গোপী। (হাত জোড় করে বসে পড়ে) সম্রাট দয়া করুণ। (কাঁদতে লাগল।)

মহীপাল। সৈনিকগণ, যাও একে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখ।

[সৈনিকগণ এসে গোপীনাথকে বেঁধে ফেলল, তারপর হিঁচড়ে নিয়ে চলল]

সৈনিকগণ। (তরওয়ালের গুতো দিয়ে) চল চল আজ তোর ভবলীলা সাঙ্গ হবে। ভগবানকে ডাক যেন আর কৈবর্ত্ত হয়ে জন্মাতে না হয়।

[সৈনিকগণ গোপীনাথকে মারতে মারতে নিয়ে গেল। রামপাল এবং শূরপাল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মহীপাল ঘাবড়ে যেও না ভাইয়েরা। রাজ্য চালাতে গেলে দুর্বল হলে চলে না। রাজধর্মের কাছে স্নেহমায়া দয়া কোন কিছুর ঠাঁই নেই। রাজধর্ম নির্মম, ইন্দ্রের হাতের বজ্রের মতন, সবসময় উদ্যত হয়ে রয়েছে বিদ্রোহীর মাথায় পড়বার জন্য।

রামপাল। এই যদি দাদা আপনার রাজধর্ম হয়, তাহলে আমাদের বিদায় দিন। আমরা মাতুলালয়ে চলে যাই।

শূরপাল। হ্যাঁ এ সব আর ভাল লাগছেনা। আমরা আজই চলে যাব অঙ্গদেশে। তারপর আপনি বরেন্দ্রভূমিকে শ্মশান করে দিয়ে তার উপর যুধিষ্ঠিরের মতন রাজত্ব করুন।

রামপাল। আমরা চললাম, বিদায়।

শূরপাল। বিদায় দাদা। [দুজনে চলে যাবার উপক্রম করল]

মহীপাল। (গম্ভীর কণ্ঠে) দাঁড়াও। যাব বললেই যাওয়া চলে না।

[দুই ভাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল]

ভাবছ আমাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গিয়ে দিব্বোক এবং সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যোগ দেবে। তাই নয়?

শূরপাল। আমরা দেব দিব্বোকের সৈন্যবাহিনীতে যোগ। কি বলছেন দাদা।

মহীপাল ঠিকই বলেছি শূরপাল। তোমরা পদে পদে আমায় শত্রুদের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছ। তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দিচ্ছ। আর আমি এ সত্যটা বুঝতে পারব না। কেমন?

রামপাল (ম্লান হেসে) আমরা দুভাই ষড়যন্ত্র করলে আপনি এই সিংহাসনে এতক্ষণ বসে থাকতে পারতেন না। তবুও বংশের গৌরবের কথা ভেবে বলছি দাদা থামুন, আমরা ষড়যন্ত্র করিনি।

মহীপাল ষড়যন্ত্র করোনি? চেয়ে দেখতো এই পত্রখানি চিনতে পার কি না। [চিঠিখানা বার করে দেখাল।] পারছ না? তাতো পারবেই না। আমি বলছি, মোহরাঙ্কিত এই পত্রে পদবন্ধুর রাজা সোম লিখেছে ঠাকুরপুরার বুড়ো রাজাকে। এতে সে লিখছে যে রামপালকে রাজা করলে সোম এ বিদ্রোহে যোগ দিতে প্রস্তুত।

রামপাল। (তীব্র স্বরে) মিথ্যা পত্র। ঐ পত্রের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

শূরপাল। শত্রুরা ঐ পত্র দিয়ে আমাদের মধ্যে ভেদ বিধি প্রয়োগ করছে। ঐ পত্রে আপনি বিশ্বাস করবেন না মহারাজ।

মহীপাল। (স্থিরভাবে তাকিয়ে) ঠাকুর পুরার সামন্ত রাজা বাসুদেবের কাছ থেকে আমার চর এ পত্র চুরি করে এনেছে। এ চিঠির অর্থ না বোঝার আমার কোনো কারণ নেই। যাক পিছনে শত্রু রেখে আমি অগ্রসর হতে চাই না। প্রহরি……

[দুজন সশস্ত্র প্রহরি এসে ঢুকল]

প্রহরী দুজন একত্রে। আদেশ করুন সম্রাট।

মহীপাল। এদের দুজনকে বন্দি ক'রে কারাগারে রাখ। যুদ্ধের পরে এদের বিচার হবে।

[প্রহরী দুজন জত রাজকুমারদের তরবারি কেড়ে নিয়ে হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিল]

শূরপাল। (রাগে উত্তেজিত হয়ে) আমরা তা'হলে বন্দি।

মহীপাল। আপাতত তাই।

রামপাল। বেশ, তা'হলে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। (দুঃখের সঙ্গে) আমরা কি করব নিয়তি আপনাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। [প্রহরী রাজকুমারদের নিয়ে চলে গেল]

মহীপাল। (নির্বোধের মতন হেসে) পিছনের শত্রু রায়েল এখন সামনের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই। কে আসছে·····

[সেনাপতি গৌড়জিতের প্রবেশ]

গৌড়জিত। আমি সেনাপতি গৌড়জিত। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট।

মহীপাল। সংবাদ বল সেনাপতি। এখনও কি কৈবর্তরা সব বেঁচে আছে? তাদের বাড়ীঘর কি এখনও সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি?

গৌড়জিত। এই গ্রামে শত শত কৈবর্ত ছিল। তাদের আমরা পশুর মতন বন্দি করেছি। বাকী সব পালিয়েছে। বাড়ীঘর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ গ্রামে এখন একটা শিয়াল কুকুরও খুঁজে পাবেন না।

মহীপাল। সাবাস সেনাপতি। এমনি করে অগ্রসর হতে থাক। তাহলে সব কৈবর্ত—শেষ হয়ে যাবে। (চিৎকার করে) সামন্ত রাজারা আসবে আসুক। ওদের আমি ভয় করি না।

গৌড়। এখন সন্ধ্যা। আজ রাতে এখানে সকলে বিশ্রাম করুক। ভোর হতে আমরা রওনা হব। নতুন মানুষেরা ঘুম থেকে উঠবার আগেই আমরা নেকড়ের মতন তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব।

মহীপাল। একেবারে নেকড়ের মতন, কেমন। হাঃ হাঃ যাও তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর।

সৌরজিৎ। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[সশস্ত্র নমস্কার করে চলে গেল।]

মহীপাল। (পায়চারি করতে করতে) একটি একটি করে দিন যাচ্ছে আর মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ আমি পথে প্রান্তরে ফেলে রাখব। সকলে ছিন্নভিন্ন গলিত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠবে। জয় আমার হবেই। (চীৎকার করে) কোথায় সামন্তরাজাগণ আসুন আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে। দ্বিতীয় মহীপাল তাতে ভয় পায় না। এবারের যুদ্ধে হয় আপনাদের ষড়যন্ত্রের মনোভাব চীরতরে ধ্বংস হবে, অথবা দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। হাঃ…হাঃ…না আর চিন্তা করা যাচ্ছে না। এখন একটু আমোদ ফূর্তি দরকার।
(হাততালি—)

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। (মাথা নীচু করে সম্ভ্রম দেখাল) সম্রাট।

মহীপাল। রাজনর্ত্তকী সুভদ্রাকে খবর দাও।

সৈনিক। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

মহীপাল। আর শোন একপাত্র "ইক্ষুরস মদিরা" আনতে বলবে।

সৈনিক। মহারাজের আদেশ এখুনি প্রতিপালিত হবে।

(চলে গেল)

মহীপাল। উঃ! যুদ্ধ যুদ্ধ আর নরহত্যা করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছি। নাচ গান করে মাথাটা পরিষ্কার করে নেয়া যাক।
(সুভদ্রা ঢুকল। সঙ্গে একজন পরিচারিকা তার হাতে রৌপ্যনির্মিত মদিরা পাত্র। সম্রাটের সামনে এসে সুভদ্রা প্রনিপাত করল, পরিচারিকা সুরাপাত্র সামনে রাখল; তারপর নমস্কার করে বিদায় নিল।)

সুভদ্রা। সম্রাট এতদিনে সুভদ্রাকে মনে পড়ল।

মহীপাল। আমি বড় ক্লান্তি বোধ করছি সুভদ্রা। তুমি তোমার সঙ্গীত সুধায় আমায় একটু সঞ্জীবিত করে তোল। দেখছ না চারদিক ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে ভরে গেছে। আশা নেই, আনন্দ নেই, বিশ্বাস নেই, আমার আত্মা যেন এক বিষাদ পাষানের নীচে চাপা পড়ে গেছে, তুমি তাকে উদ্ধার কর সুভদ্রা।

সুভদ্রা। (একপাত্র সুরা দিল) নিন্ সম্রাট একপাত্র ইক্ষুরস মদিরা পান করুন।

মহীপাল। (মদিরা পাত্র চুমুক দিয়ে পাত্র নামিয়ে রাখল) আঃ কি মধুর এই মদিরা। মনে হচ্ছে যেন শক্তি ফিরে পাচ্ছি। আর একপাত্র দাও।

সুভদ্রা রৌপ্য কলস হতে আর এক পাত্র দিল। মহীপাল এক চুমুকে শেষ করেন।

এইতো নিজেকে ফিরে পাচ্ছি। ধমনীর মধ্যে আগুন ছুটছে। রক্ত উল্লাসে হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সুরু কর সুন্দরী।

(সুভদ্রা হেসে মহীপালের দিকে কটাক্ষ করে চাইল। মহীপাল নির্বোধের মতন লোলুপ হাসি হেসে উঠল)

সুভদ্রা গান ধরল।

শুনগো রাজা মহাশয়,
আমি প্রেম করেছি তোমার সনে;
তুমি ভুলোনা যেন আমায়,
এই নিবেদন শ্রীচরণে।
আমার হৃদয় যৌবন,
তোমায় করেছি নিবেদন;
তুমি বাস যদি ভাল,
ধন্য হবে এ জীবন।

আমি স্বপ্ন দেখি এক স্বর্গ,
শুধু তুমি আমি গড়েছি।
সেথায় নিত্য কত আনন্দ
দুজনে মোরা কুড়িয়েছি।
সেথা তোমার ভালবাসায়,
হাজার ফুল ফুটেছে প্রাণে,
শুনগো রাজা মহাশয়,
আমি প্রেম করেছি তোমার সনে।

মহীপাল। (উল্লাসে) চমৎকার, চমৎকার সুভদ্রা। তোমার পুরস্কার এই রত্নহার। (গলা থেকে রত্নহার খুলে ছুঁড়ে দিল। সুভদ্রা নিয়ে গলায় পরল, তারপর লীলায়িত ভঙ্গীতে নমস্কার করল।)

সুভদ্রা। সম্রাট আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

মহীপাল। বল সুন্দরী। অকপটে তুমি তোমার জীবনের কাহিনী আমার কাছে ব্যক্ত করেছ। নিঃশেষে তোমার জীবন আমার কাছে সঁপে দিয়েছ। আমিও ভালবাসার স্বাদ তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

সুভদ্রা। মহারাজ আমরা আজ কি শিবির তুলে অগ্রসর হচ্ছি?

মহীপাল। হ্যাঁ সুভদ্রা।

সুভদ্রা। এই তো বেশ ছিলাম সম্রাট। আমি ছুটাছুটি করতে চাই না। আমি চাই আপনার স্নেহময় ব্যক্তিত্বের কাছে চিরদিন নির্ভয়ে কাটিয়ে যাব।

মহীপাল। উপায় নেই সুভদ্রা। এগিয়ে যেতে হবে, সামনের অনন্ত সামন্ত রাজের সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে। যদি বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি তবে তোমায় ভাগ্যে ফুলহারের বন্ধন। সে বন্ধন তুমি কোন দিনই কেটে পালাতে পারবে না।

সুভদ্রা। (চোখের জল মুছে) আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না সম্রাট। আপনাকে ভালবাসি বলেই বলছি, কেন এই অকারণ রক্তক্ষয়? কত ঘর বাড়ী জলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, কত সুখের সংসার আপনার সৈন্যদের হাতে ধ্বংস হল। কেন এমন করলেন সম্রাট? শুধুই কি রাজ খেয়ালে?

মহীপাল। (মাথা নেড়ে) না সুভদ্রা। সম্রাট যখন প্রজাদের শ্রদ্ধা ভালবাসা পায় তখন সম্রাট তাদের জন্য সবকিছু করতে পারে। সম্রাট তখন হয়ে ওঠে মহান। সে তখন প্রজাদের জন্য দিঘি খনন করে, বাঁধ বেঁধে দেয়, পান্থশালা নির্মান করে, রাস্তা তৈরী করে দেয়। সম্রাট তখন প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে কাজে মেতে ওঠে। প্রজার ভালবাসার আলোকে তখন সে মহিমায় সম্রাট। কিছু বুঝেছ?

সুভদ্রা বুঝেছি সম্রাট।

মহীপাল। কিন্তু প্রজারা যখন সে রাজকীয় মহিমাকে পদদলিত করতে চায়? তখন কি ঘটে সুভদ্রা?

সুভদ্রা। (দুহাতে মুখ ঢেকে) জানি না সম্রাট।

মহীপাল। তখন সম্রাট হয়ে ওঠে—পদাহত কেউটে সাপ। সবকিছু সে ছারখার করে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। রাজা যদি মহিমা ভ্রষ্ট হয়, তাহলে বলতে পার রমণী সে রাজ্য আর প্রজাদের দিয়ে কি করবে?

সুভদ্রা। আমি মেয়ে মানুষ সম্রাট। মান-অপমাণ মহিমার যুক্তিপূর্ণ কথা আমি বুঝি না। মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার। আমরা মানুষ

সৃষ্টি করি, বুকের দুধ খাইয়ে তাকে বড় করে তুলি। মান অপমানের চেয়ে মনুষ্যের জীবনকেই বড় বলে মনে করি।

মহীপাল। বলে যাও সুভদ্রা।

সুভদ্রা। আপনি এবারে নিবৃত্ত হন সম্রাট। [হাতজোড় করল]

মহীপাল। (শান্তস্বরে) কিন্তু এখন আর ফিরবার পথ নেই সুভদ্রা।

[বেগে হাঁফাতে হাঁফাতে একজন প্রহরী ঢুকল]

প্রহরী। সম্রাট সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের সৈন্যরা যখন শিবিরে খাবার আয়োজনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় বৈরাট্টার সামন্ত রাজা মিহিরবর্মা এবং কৈবর্ত সেনাপতি দিব্বোক একদল অশ্বারোহী নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মহীপাল। বাধা দাও। আমার মহেন্দ্রনামে যে হস্তী বাহিনী আছে, তাদের ঘুরে আক্রমণ করতে বল। যাও……

প্রহরী। মহেন্দ্র হস্তীবাহিনী এখন ভীম আর সামন্ত রাজাদের সঙ্গে লড়ছে। যতদূর দৃষ্টি যায়—দিকচক্রবাল পর্যন্ত শত্রু সৈন্য পরিপূর্ণ।

মহীপাল। আর সেনাপতি গৌড়জিত সে কোথায়?

প্রহরী। তিনি প্রাণপণে সৈন্যদের যুদ্ধে দাঁড়াতে সাহায্য করছেন, কিন্তু আমাদের সৈন্যদল অস্ত্র হাতে তুলে নেবার আগেই বিপক্ষের সৈন্যদের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

মহীপাল। তাহলে, তাহলে? আমি যুদ্ধে যাব। আমার ঘোড়া নিয়ে এসো প্রহরী। এই সময়ে দুইভাই রামপাল আর শূরপাল থাকলে হয়তো তারা—আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। মনে হচ্ছে ভুলই করেছি। যাও প্রহরী ঘোড়া নিয়ে এসো……

সুভদ্রা। (বাধাদিয়ে) না, না সম্রাট আপনি যুদ্ধ করবেন না। আপনি রামপাল আর শূরপালকে মুক্তির খবর দিন। বলুন আপনার জীবন বিপন্ন। তারা কিছুতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

প্রহরী। সম্রাট, আপনার দুই ভাই কারগার থেকে পালিয়ে অঙ্গদেশের দিকে চলে গেছে। আমি যাই আপনার ঘোড়া নিয়ে আসি।

[চলে গেল]

মহীপাল। সুভদ্রা মনে হচ্ছে হেরে যাচ্ছি। তবুও শেষ চেষ্টা একবার করব।

সুভদ্রা। সম্রাট চলুন পালিয়ে যাই। দীনহীনের ছদ্মবেশে কোন নিভৃত এক গ্রামে গিয়ে দুজনে বাসা বাঁধি। সেখানে কেউ আপনাকে অসম্মান করবে না, আপনি হবেন আমাদের সংসারের রাজাধিরাজ। চলুন চলুন সম্রাট।

[মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। সম্রাট, খবর এসেছে সেনাপতি গৌড়জিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন আমরা চারদিক থেকে শত্রুসৈন্য বেষ্টিত। পালান ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমি আপনার দেহরক্ষী বাহিনীকে আদেশ দিচ্ছি বায়ুকোণ দিয়ে আপনাকে নিয়ে তারা পালিয়ে যাবে। তৈরী হন্। [চলে গেল]

সুভদ্রা। [কেঁদে ফেলল] এখন কি হবে সম্রাট ?

মহীপাল। গৌড়জিৎ নিহত। তাহলে অনন্ত সামন্ত চক্রের আক্রমণে দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত। এখন দেহরক্ষী বাহিনী নিয়ে পলায়ন ? সুভদ্রা চল।

[বেগে অস্ত্রহাতে দিব্বোক ঢুকল]

দিব্বোক। পালাবার পথ বন্ধ সম্রাট। আপনার দেহরক্ষী বাহিনী এবং মন্ত্রী সবাই মারা পড়েছে। এখন বাকী শুধু আপনি।

মহীপাল। এখন তাহলে মহীপাল বধ ? তাই নয় দিব্বোক ?

দিব্বোক। আমার সঙ্গে লড়াই করুন সম্রাট মহীপাল। আমার আক্রমণ প্রতিহত করুন।

[তরবারি হাতে মহীপাল এগিয়ে এল। দুজনে যুদ্ধ চলল। সহসা পিছন থেকে ভীম বর্শা হাতে ঢুকল]

সুভদ্রা। (চিৎকার করে) মহারাজ সাবধানে যুদ্ধ করুন।

[মহীপাল পিছনে তাকাতেই ভীমের বর্শা তাকে বিদ্ধ করে মাটিতে ফেলে দিল। তিনি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলেন।]

মহীপাল। সুভদ্রা আমি চললাম। আশা পূর্ণ হল না। জল...জল...উঃ উঃ...। রামপাল শূরপালকে বলবে দাদাকে ক্ষমা করতে। প্রতিশোধ নিতে। জল সুভদ্রা—জল।

[মৃত্যু]

সুজ্ঞা। (কাঁদতে কাঁদতে) কোথায় গেলে তুমি মহারাজ। এইতো তোমার দেয়া মালা। এখনইতো কথা বলছিলে।

(হটাৎ বিকৃতভাবে) হাঃ হাঃ ফুলের হার—হাঃ···হাঃ···প্রতিশোধ ···? হ্যাঁ প্রতিশোধ কৈবর্তের রক্তে প্রতিশোধ নিতে হবে। যাই—যাই আদেশ হয়েছে। মহারাজ আদেশ দিয়েছেন—পালন করতে হবে।

[উন্মাদিনীর মতন হাসতে হাসতে পালাল]

দিব্বোক। এই শোন, শোন। তুমি কে? একি স্বপ্ন না পাগল? ভীম আমাদের সম্মুখ যুদ্ধে তুমি কেন হস্তক্ষেপ করলে? এ রমনী কি বলে গেল প্রতিশোধ? ওকি মহীপালকে ভালবাসতো?

ভীম। তাই মনে হয়, তাত।

দিব্বোক। ওকে ধর, আটক কর যেন পালাতে না পারে।

ভীম। আপনি বৃথা একটা দুর্বল নারীকে ভয় করছেন। আমাদের মিলিত শক্তির কাছে যখন পালবংশ ধ্বংস হয়েছে তখন একজন মেয়ের কি ক্ষমতা আছে? ও যেখানে খুসী যাক্ যা ইচ্ছে করুক।

[সামন্ত রাজাগণ—বাসুদেব/বিশ্ববসু/রুদ্রশিব : মিহিরবর্মা / জয়চন্দ্র খোলা তরওয়াল হাতে ঢুকল]

রুদ্রশিব। দ্বিতীয় মহীপাল মারা গেছে। স্বৈরাচারী, প্রজাপীড়ক রাজা মহীপাল নিহত। পালবংশ আজ শেষ হল। আসুন আমরা দিব্বোককে বরেন্দ্রভূমির রাজা নির্বাচন ক'রে বিজয়োৎসব পালন করি।

বাসুদেব। সেটা কি ঠিক হবে? পরামর্শ না করে, সভা না ডেকে একজনকে রাজা ঘোষণা করা ঠিক হবে না।

মিহিরবর্মা। রুদ্রশিবের প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। শৌর্যে, বীর্যে, জ্ঞানে বিচক্ষণতায় দিব্বোকই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আসুন আমরা সকলে মিলে দিব্বোককে বরেন্দ্রভূমির রাজা বলে ঘোষণা করি। সুরু হোক্ বরেন্দ্র ভূমিতে কৈবর্ত শাসন।

সকলে। জয় বরেন্দ্রভূমির সম্রাট দিব্বোকের জয়।

[সকলে দিব্বোককে অভিবাদন জানাল]

। চতুর্থ দৃশ্য ।

[মহাস্থানগড় রাজপ্রাসাদ। বিজয় উৎসব চলেছে নগরে এবং বরেন্দ্রভূমির সর্বত্র মানুষ উল্লাসে আত্মহারা। প্রাসাদে কৈবর্তরাজ দিব্বোক এবং রুদোক কথা বলছেন]

দিব্বোক। ভাই রুদোক আমি যে আদেশগুলি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য দিয়েছি সেগুলি পালিত হয়েছে তো? প্রত্যেকটি জনপদে আমার আদেশ পৌঁছেছেতো?

রুদক। আজ্ঞে আপনার আদেশ আমি পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু আদেশ কার্য্যকরী হওয়া এখন একটু কঠিন হয়ে পড়েছে।

দিব্বোক। কারণ?

রুদোক। কারণ, প্রজাদের এখন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এই একমাস ধরে তারা বিজয়োৎসব করেই চলেছে। প্রজারা এমনি ক্রমাগত মদ খেয়ে চলেছে যে যকৃৎ ফেটেই দশজন লোক এই নগরেই মারা পড়েছে।

দিব্বোক। আনন্দ করতে গিয়ে মৃত্যু এক জিনিষ। কিন্তু মহীপালের হাতে যারা বুনো শুয়োরের মতন নিহত হয়েছে তাদের কথা একবার ভাব রুদক।

রুদোক। কত সৈন্য এবং প্রজা মহীপালের আক্রমণে মারা পড়ল। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বহু লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।
স্বাধীনতার সুখ এরা জানলনা সম্রাট। এদের জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে।

দিব্বোক। এই তো নিয়ম রুদোক। তুমি কি দেখনি যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মস্তমস্ত দিঘি খনন করে, তারা আর সেই দিঘির শীতল জল পান করতে আসেনা। যে শ্রমিক দল উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রাস্তা তৈরী করে দেয়, তারা আর সেই পথে হাটতে আসেনা। কোথায় তারা হারিয়ে যায়।

রুদক। সত্যি দাদা।

দিব্বোক। আজকের স্বাধীনতার স্বর্ণ তোরণ যারা আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে খুলে দিয়ে গেল, তারা আর কোন দিনই ফিরে আসবে না রুদক। এসো আমরা তাদের জন্য শঙ্কর মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি।

[দুই ভাই—প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে, হাত জোড় করে কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল]

দুজনে একত্রে। জয় শিব শঙ্কর। হর-মহাদেব।

দিব্বোক। কোন কোন ঘোষণাগুলি তুমি জারি করেছ বল ভাই রুদক।

রুদক। রাজস্ব কমিয়ে এক ষষ্ঠাংশ করে দিয়েছি। তারপর গত দুবছরের বকেয়া রাজস্ব ছেড়ে দিয়েছি। প্রজারা আনন্দে সম্রাটের… …

দিব্বোক। প্রশংসার কথা থাক ভাই। আর কি করেছ।

রুদক। যে সকল গ্রাম মহীপালের সৈন্যরা পুড়িয়ে দিয়েছে সেগুলি পুনর্গঠন আরম্ভ করে দিয়েছি। যে পরিবারে পুরুষরা নিহত হয়েছে সেখানে বার্ষিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। যথেষ্ট সাহায্য করা হচ্ছে দাদা,

দিব্বোক। এই দেখ, তুমি দেখছি পাল রাজাদের মতনই কথা বলছ রুদক। যে দীর্ঘক্ষত এই কবছরে বরেন্দ্রভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে তা মুছে ফেলা কি অত সহজ!

রুদক। ক্ষমা করুন দাদা। আপনি আদেশ করুণ।

দিব্বোক কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। তুমি চাষীদের জন্য বিনামূল্যে বীজধানের ব্যবস্থা কর।

রুদক। তাই করব দাদা।

দিব্বোক আর একটা কথা, মহীপালের ধনসম্ভারের কতটুকু আমরা পেয়েছি?

রুদক। যুদ্ধযাত্রার আগে মহীপাল এক বিশাল সিন্দুর মধ্যে তার ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও তার হদিস আমরা পাইনি দাদা।

দিব্বোক। আর মহীপালের সঙ্গে যে ঐশ্বর্য্য ছিল তার পরিমাণ কত?

রুদক। দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, আশীলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা এবং কয়েকশত পেটিকা স্বর্ণ অলঙ্কার আমরা পেয়েছি। সে সমস্তই রাজকোষে—জমা হয়েছে।

দিব্বোক। (চিন্তা করে) এই অর্থ দিয়ে কৃষির একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে। বেশী করে দিঘিকা খনন, বাঁধ তৈরী এবং চাষের হাল বলদ সংগ্রহ ঐ অর্থে অনেকটা হয়ে যাবে।

কনক। দাদা আপনি সম্রাট। প্রজাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কথাও আপনাকে ভাবতে হবে। আমার অনুরোধ এই অলঙ্কার এবং স্বর্ণমুদ্রা গুলি অন্তত আমাদের জন্য থাক্।

দিব্বোক। [ব্যঙ্গের সুরে] তোমাকে দেখছি মেয়েদের মতন সোনার গয়নার লোভে পেয়ে বসেছে। [কর্তৃত্বের সুরে]।
কনক শোন কৈবর্তরাজ দিব্বোক ধনরত্ন সংগ্রহ করার জন্য রাজত্ব করবেনা। সে সমস্ত সংগৃহীত অর্থ প্রজাদের হাতে তুলে দেবে, আর সেই অর্থ দিয়ে প্রজারা মাঠে সোনার বরণ ঐশ্বর্য তৈরী করবে। কোনটা শ্রেয় ভাই কনক ?

কনক। (অবাক হয়ে) দাদা সত্যিই আপনি অতুলনীয়। আপনার মতন মহৎ ভাই পেয়ে আমি গর্বিত।

দিব্বোক। শোন ভাই কনক রাজ্যের প্রকৃত মালিক হল প্রজারা। প্রকৃত সম্পদ হল শস্যক্ষেত্র, বনসম্পদ, জলসম্পদ, নদী, দিঘি, ইত্যাদি। —রাজা হলেন প্রজাদের রক্ষক মাত্র। হাঁ শোন একটা জরুরী কাজ আগে শেষ কর।

কনক। বলুন সম্রাট।

দিব্বোক। জমি পরিমাপ অধ্যক্ষকে জানাবে আমি জানতে চেয়েছি বরেন্দ্রভূমিতে শস্যপূর্ণ জমির পরিমাণ কত।
সেই সঙ্গে পতিত জমির—একটা হিসাব প্রয়োজন। এই জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করতে হবে।

কনক। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

দিব্বোক। পালরাজাদের শাসন কাঠামোকে কাজে লাগাবে। সৎ কর্মচারীদের সম্মান দেখাবে। অসৎ কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করবে। কোন কাজে খাম খেয়ালী করবে না ভাই কনক। বিচার করবে ন্যায্য বিচার। বিচারের সময় আপন পর চিন্তা করবেনা। এ কথা মনে রেখে চল। আচ্ছা এসো।
[কনক চলে গেল। সেই সঙ্গে বিপরীত দিকে দিয়ে রাজা-বাসুদেব প্রবেশ করলেন]

বাসুদেব। [হাত জোড় করে অভিবাদন] বরেন্দ্রভূমির মহান সম্রাট মহাবীর দিব্বোক, আমায় অভিবাদন গ্রহণ করুন।

দিব্বোক। আরে শামন্তরাজা বাসুদেব। সব খবর ভালো তো? প্রজাদের বর্তমান মনোভাব আমাদের অনুকূলেতো?

বাসুদেব। সম্পূর্ণ অনুকূলে। তবে পালরাজাদের জ্ঞাত ভাই কিছু দেশজ ক্ষত্রিয়—দক্ষিণ বঙ্গে সমুদ্রাঞ্চলে চলে গেছে। সেখানে তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে।

দিব্বোক। যারা গেছে তারা যাক। যারা রইল তাদের উপর যেন অত্যাচার না হয়।

বাসুদেব। বিলক্ষণ নয়। (গদ গদ হয়ে) সম্রাট আমার একটা নিবেদন আছে।

দিব্বোক। নিবেদন কেন? বলুন অনুরোধ, আদেশ।

বাসুদেব। ইয়ে বলছিলাম কি আমার একটী রূপবতী কন্যা আছে আমার ইচ্ছে আপনি তাকে বিবাহ করুন।

দিব্বোক। [প্রাণ খোলা হাসি হেসে নিল] হাঃ হাঃ পঞ্চোশার্ধে বিবাহ? এ বয়সেতো লোকে বনে যায়। লোকে ঠাট্টা করে বলবে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

বাসুদেব। (গোঁফ চুমরিয়ে একটু চিন্তা করে) দেখুন সম্রাট সত্যিকারের কথা কি জানেন? রাজাদের একটি মাত্র স্ত্রীতে ঠিক মানায় না। তারপর আপনার আবার পুত্র-কন্যা নেই। তাছাড়া—

দিবোক। হেসে তাছাড়া কি?

বাসুদেব। তাছাড়া আমি অনেক ধনরত্ন দেব। দশটি কামরূপের হাতি, পঞ্চাশটি পঞ্চনদের অশ্ব যৌতুক দেব।

দিব্বোক। (একটু ভেবে) তাহলে তো এ বিয়ে করতেই হয়। আর একটা জিনিসের উপর লোভ আছে। আপনি যদি শ্রী নদীর জলের উপর—খাস অধিকার ছেড়ে দেন তাহলে সুবিধে হয়।

বাসুদেব। [উল্লাসে ফেটে পড়ল] উত্তম উত্তম সম্রাট। জমি নদী, সবইতো সম্রাটের। আমি শ্রী নদীর খাস কর্তৃত্বও আপনাকে বিবাহের সঙ্গে যৌতুক দেব।

দিব্বোক। তাহলে ব্যবস্থা করুন। আপনার কন্যাই হবে বরেন্দ্রভূমির মহারাণী।

বাসুদেব। আমি ধন্য হলাম সম্রাট। আগামী শুক্ল কালের মধ্যে বিবাহ হবে ধরে নিতে পারি, কি বলেন?

দিব্বোক। নিশ্চয়। কিন্তু আপনার কন্যার অমত হবে না তো?

বাসুদেব। বলছেন কি সম্রাট। আমার কন্যার পক্ষে কতবড় সম্মান। আমি আজই ঠাকুর পুরী ফিরে যাচ্ছি। [চলে গেল]

দিব্বোক। (পায়চারী করতে করতে) কি আশ্চর্য্য এই সংসার। মানুষ দেখছি কারুর ভিতরের গুণকে মূল্য দেয়না। খাতির করে তার পদমর্য্যাদাকে। যখন সেনাপতির পদে ছিলাম তখন মানুষ বড় একটা কাছে ঘেসতনা। কিন্তু রাজা হবার পরে দেখছি— মানুষ আমাকে বড্ড ভালবাসে। কেউ—হিতৈষী সেজে আসছে, কেউ আবার মেয়ে বিয়ে দিতে চাইছে। বিচিত্র এই সংসার, বিচিত্রতর হল মানুষ। ও আবার কে আসছে? পেটমোটা, মুখ না দেখলে হাসি পায়। লোকটা কে?

[ভুরিশ্রেষ্ঠর প্রবেশ]

ভুরিশ্রেষ্ঠ। বাব্বা এযে দেখছি পালোয়ান বুড়ো চাষী রাজদরবারে ঘুরছে। কৈবর্ত্তরা রাজা হবার পরে কি কাণ্ড বাধিয়েছে। যাকগে মরুকগে। এখন নিজের কাজ করা যাক। ওহে, বলতে পার, কুমার ভীম কোথায় থাকে জান?

দিব্বোক। (আপাদমস্তক দেখে) ভীমকে খুঁজছ? তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

ভুরিশ্রেষ্ঠ। আমার নাম হল ভুরিশ্রেষ্ঠ। আমার নিবাস ঠাকুরপুরায়। আমি হলাম ঐ রাজ্যের সেরা খাইয়ে।

দিব্বোক। (কান এগিয়ে দিয়ে) কি বললে? সেরা খাইয়ে? হাঃ হাঃ। তা ভোজনের পরিমানটা শুনতে পারি কি?

ভুরিশ্রেষ্ঠ। আরে দূর তুমি শুনে কি করবে। জোগাড় করতে পারবে?

দিব্বোক। নাইবা পারলাম, তবু একটু শুনে রাখি।

ভুরিশ্রেষ্ঠ। দৈনিক একমন।

দিব্বোক। বলছকি? রোজ একমন? তা এত খাবার তুমি পাও কোথা থেকে ভূতশ্রেষ্ঠ?

ভুরি। ধোৎ কি বলছ? আমার নাম হল ভুরিশ্রেষ্ঠ, ভূতশ্রেষ্ঠ নয়।

ঠাকুরপুরার রাজার বয়স্য আমি। তিনিই ব্যবস্থা করে দেন। রাজার মন ভাল না থাকলে অনাহারে থাকতে হয়। জেলেদের মেয়েরা ভাল খাদ্য চোখেই দেখতে পায় না। ভাবছ কি ?

দিব্যোক। ভাবছি তোমার মতন কয়েকশত লোক দিয়ে একটা বাহিনী তৈরী করে বিপক্ষ রাজাকে উপহার দিলে কেমন হয়। তোমরা শুধু খেয়েই তাকে কায়েল করে দেবে। হাঃ হাঃ ··

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (রেগে রেগে) সাবধান হে কেবট মশাই। আমি কে জান ? জাননা ? আমি হলাম রাজার বয়স্য। থাকগে তোমার সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে লাভ নেই। ভীমের হদিস বলবে ?

দিব্যোক। (সন্দেহের চোখে দেখে) ভীমকে তুমি কেন খুঁজছ ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। [কোমর থেকে একটা চিঠিবার করল] রাজকন্যা ধরিত্রী দেবীর একটা চিঠি আছে।

দিব্যোক। (অবাক হয়ে) রাজকন্যা ধরিত্রী দেবী চিঠি দিয়েছেন ভীমকে ? কৈ দেখি।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। সাবধান কেবট, রাজা রাজরার ব্যাপারের মধ্যে যেকোনো বলছি। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার।

দিব্যোক। তাহলে তুমি কেন রাজকন্যার এই পত্রখানা নিয়ে এসেছ হে ?

ভূরি। (থতমত খেয়ে) উদরের জন্য বন্ধু। রাজকন্যা আমাকে পোলাও মাংস খাইয়েছে। আর বলেছে ভীমকে পত্র পৌছে দিতে পারলে আমার স্ত্রীকে একখানা ময়ূরকণ্ঠী রঙের বাহারী শাড়ী দেবেন। সেইজন্যই এসেছি।

দিব্যোক। ও সেই জন্য এসেছ ? এতক্ষণে বুঝলাম। কিন্তু দেখ ভূরিশ্রেষ্ঠ এই চিঠির মধ্যে রাজকন্যা আবার তোমাকে খুন করার কথা লিখে দেয়নিতো ? রাজা রাজরার ব্যাপার তো ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (ঘাড়ে হাত দিয়ে) এঁ্যা ? কি বলছ সব ?

দিব্যোক। (মিষ্টি করে) তাহলে চিঠিটা দাও পড়ে দেখি।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (রেগে) না তোমাকে এ চিঠি দেব না।

দিব্যোক। বেশ ভীমকেই দিও। কিন্তু যেই তুমি ভীমকে এই চিঠি খানা দিলে অমনি ভীম চোখ লাল করে, তরওয়ালের এক কোপে মাথাটা কেটে ফেলল।

ভুরি। (ভয় পেয়ে) ওরে বাবারে। কেন এখানে মরতে এসেছিলাম।

দিব্বোক। (মিষ্টি করে) তাহলে চিঠিটা দাও পড়ে দেখি।

ভুরি। দেখ—কেবট মশাই ; আমাদের রাজকন্যা খুব ভাল মানুষ। ভীমকে তিনি খুব ভালোবাসেন। মনে হচ্ছে এটা ভালবাসার পত্র হবে।

দিব্বোক। খুব ভালবাসে বুঝি ? তা তুমি কি করে বুঝলে ?

ভুরি। বাঃ আমার ঘরে বুঝি স্ত্রী নেই ? ভীমের একখানা পট আজ রাজকন্যার কাছে—সেটাকে নিয়ে না···(হঠাৎ রেগে উঠে) এই চাষী তুমি এসব কী করছ ? বড্ড বেড়ে গেছ। ভীম কোথায় বলবে ?

দিব্বোক। এই পত্র সন্দেহজনক। আগে পত্র দেখাও নইলে ভীমের দেখা পাবে না।

ভুরিশ্রেষ্ঠ। এই কেবট টা তো দেখছি দারুণ ঘুঘু। সরতো আমি ভিতরে যাব। [ভিতরে যাবার চেষ্টা করল]

দিব্বোক। এই কে আছ ? [কজন প্রহরী এসে ব্যস্ত হয়ে ঢুকল] শোন ঐ চিঠিখানা ওর কাছ থেকে কেড়ে নাও।

প্রহরী। চিঠিখানা দাও। [এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল]

ভুরি। দেব না। আমার গায়ে হাত দেবে না বলছি।

[রাজা রুদ্রশিবের প্রবেশ]

রুদ্রশিব। নমস্কার সম্রাট দিব্বোক। উৎসব শেষ হল। দেশে ফিরতে হবে। কর্তব্য বিষয়ে আদেশ করুন।

ভুরি। এই সেরেছে, এই কেবটটা দেখছি সম্রাট দিব্বোক। আজ আর রেহাই নেই। [হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ করল] উঃ বাবা স্বর্গ থেকে তুমি দেখ তোমার ভুরির আজ কি দশা।

দিব্বোক। এই এখানে কেঁদ না। প্রহরী একে বেঁধে ফেল।

রুদ্রশিব। সম্রাট এই লোকটা কে ?

দিব্বোক। আপনি উপবেশন করুণ কোটীবর্গের রাজা রুদ্রশিব। এ হল ঠাকুর পুরা রাজার বয়সা। পত্র গোপন করার জন্য এর প্রাণদণ্ড হবে। প্রহরী·····। [রুদ্রশিব একটা আসনে বসল]

ভুরিশ্রেষ্ঠ। [হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল] ও প্রাণদণ্ড, ওরে বাবারে গেছিরে। কেন এখানে মরতে এসেছিলাম। স্ত্রী আমাকে নিষেধ করেছিল, শুনলাম না তার কথা। উঃ মাথাটা দারুণ ঘুরছে·····

[টলতে টলতে রাজা রুদ্রশিবের কোলে বসে পড়ল এবং তার গলা জড়িয়ে ধরে রইল]

রুদ্রশিব। এই এই মুখ সরাও। তোমার মুখে দারুণ মদের গন্ধ। ওঠ—ওঠ…… । কি হচ্ছে… ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। আজ্ঞে আমি আপনার কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছি।

রুদ্র। (চটে উঠে) তার মানে ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। সরল কথাটা বুঝলেন না রাজা ? আমি আপনার ছেলে। আপনি এখন পিতার কর্তব্য পালন করুন।

দিব্বোক। (হেসে) তোমার প্রাণদণ্ড হবে, কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

ভূরি। (রুদ্রশিবকে দেখিয়ে) আজ্ঞে পিতা আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করবেন।

রুদ্রশিব। (রেগে উঠে) তোমার মতন অমন পেটুক ছেলের আমার দরকার নেই। যাও বিদেয় হও……। [ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল]

ভূরি। [মাটিতে পড়ে মাথা তুলে] হায় পিতঃ এই কি সন্তানের প্রতি আপনার উপযুক্ত ব্যবহার। পুত্রের প্রাণদণ্ড হবে আর আপনি মজা দেখবেন। [কাঁদতে লাগল]

রুদ্র। সম্রাট এই পেটমোটা ছুঁচোটাকে প্রাণে মেরে কি করবেন। তার চেয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে—রাজ্য থেকে বার করে দিন।

ভূরি। হ্যাঁ তাই দিন সম্রাট। তবে যেখানে নির্বাসন দেবেন দিন, সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি দেবেন।

দিব্বোক। (গম্ভীর হয়ে) ওঃ নির্বাসন দেব টাকাও দেব কিন্তু কেন ?

ভূরি। (রাজার মতন ফিক ফিক করে হেসে) নইলে খাব কি ?

দিব্বোক। প্রহরী এটাকে এখুনি প্রাসাদ থেকে বার করে দাও।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[প্রহরী ভূরিশ্রেষ্ঠকে ধরে তুলল এবং হাত ধরে নিয়ে চলল]

ভূরি। (প্রহরীকে) আমি নিজেই যাচ্ছি। উঃ কি ফ্যাসাদে পড়েছি। (রুদ্রশিবকে) পিতা নমস্কার নিন্। খুব বাঁচিয়েছেন। (হাঁক ছেড়ে) বাব্বাঃ বেঁচে থাকলে অনেক খেতে পারব।

[প্রহরীর সঙ্গে চলে গেল, কিন্তু চিঠিটা ফেলে গেল]

দিব্বোক। এই যে চিঠিখানা ফেলে গেছে। [কুড়িয়ে নিয়ে আমার কাঁধে রাখল] তারপর রাজা রুদ্রশিব আপনার খবর বলুন।

রুদ্রশিব। আমি এখন নিজ রাজ্যে যেতে চাই। আদেশ করুন সম্রাট।

দিব্বোক। আসুন। বরেন্দ্র ভূমিতে আজ চাষী, জেলে, তাঁতী, গরীবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের পালন করুন। তারা যেন বাঁচার উপকরণ সহজে পায়—এ লক্ষ্য রাখবেন।

রুদ্রশিব। তাই হবে সম্রাট।

দিব্বোক। ভূমিহীন চাষীদের সংখ্যা নিরূপণ করে, তাদের জমি দেবার ব্যবস্থা নিন। যে গ্রামে দিঘিকা নেই সেখানে দিঘিকা খনন করুন। প্রজাদের জন্য আপনি বেঁচে থাকুন রাজা রুদ্রশিব, তারাও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

রুদ্রশিব। (রুদ্ধ কণ্ঠে) তাই হবে সম্রাট। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি আমার রাজ্য কোটিবর্গে ফিরে চললাম। আদেশ করুন।

দিব্বোক। শঙ্কর মহাদেব আপনার মঙ্গল করুন। বিদায় রাজা।

[রুদ্রশিব অভিবাদন করে চলে গেলেন]

(পদচারণা করতে করতে) দীর্ঘ তিনশত বৎসরের পাল সূর্য আজ অস্তমিত। একদিন প্রজারাই গোপালকে রাজা করেছিল, আজ আবার প্রজারাই আরেক পাল রাজাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিল। বরেন্দ্রভূমির নায়ক এখন আর ক্ষত্রিয় নয়; নায়ক হল কৈবর্ত। আমার কর্তব্য হল কৈবর্তা আর নিম্নশ্রেণীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। তা যদি না করতে পারি, তবে এই সামন্তচক্র এবং প্রজারা সাপের মতন হিংস্র হয়ে আমাকে ছোবল মারবে। হে মহাদেব, হে শঙ্কর আমাকে শক্তি দাও।

[প্রহরির প্রবেশ]

প্রহরি। (অভিবাদন করে) প্রাসাদের বাইরে মন্ত্রী প্রজাপতি নন্দী এবং তার পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী অপেক্ষা করছেন।

দিব্বোক। (সচকিত হয়ে) যাও তাদের নিয়ে এসো।

[প্রহরির প্রস্থান এবং কিছু সময় পরে প্রজাপতি নন্দী এবং তার পুত্র প্রবেশ করিল]

প্রজাপতি। সম্রাট দিব্বোকের জয় হোক। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

দিব্বোক। নমস্কার মন্ত্রীবর। সন্ধ্যাকর নন্দী তুমি কুশল তো? কৈবর্ত বিদ্রোহে তুমি সঙ্গীত রচনা করে একত্রিত করেছিলে। খবর বলুন।

প্রজাপতি। পাল সাম্রাজ্য আজ অবলুপ্ত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চাষী-জেলে এবং প্রজাদের সাধারণ তন্ত্র। কি আনন্দ, কি আনন্দ মহারাজ। কিন্তু…

দিব্বোক। কিন্তু, কিন্তু কি?

প্রজাপতি। দুই রাজপুত্র রামপাল ও শূরপাল তো এখনও জীবিত। তারা চলে গেছে গঙ্গার পারে তাদের মাতুল সয়নের কাছে। এখন মহার্থ এবং অঙ্গদেশ থেকে তারা চেষ্টা করবে বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করতে। তাদের কথা কিছু ভেবেছেন সম্রাট?

দিব্বোক। ভাবিনি।

প্রজাপতি। আমি বলছি শত্রুর শেষ রাখতে নেই। আপনাকে গঙ্গা পার হয়ে পাল কুমারদের আক্রমণ করতে হবে। অতএব……

দিব্বোক। ভাল পরামর্শই আপনি দিয়েছেন। পালবংশের নুন খেয়ে শুধু আমিই বিরুদ্ধাচরণ করিনি আপনিও করছেন। তবে শুনুন বরেন্দ্রভূমির শাসন এখন প্রজাদের সদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ আক্রমণ করে কিছু করতে পারবে না।

প্রজাপতি। সম্রাট দীর্ঘদিন আমি পালবংশের মন্ত্রী ছিলাম। তাদের দুর্বলতা এবং গোপন খবর আমি জানি। মহীপাল আমার কথা শুনলে তার বিপদ ঘটত না। আপনি যদি আমাকে মহামাত্য নিযুক্ত করেন তবে আমি এই রাজ্যকে এক শক্তিশালী রাজত্বে পরিণত করতে পারব।

দিব্বোক। (তীব্র দৃষ্টিতে) এই কথা বলতেই কি আপনি এসেছেন প্রজাপতি নন্দী?

প্রজাপতি। ঠিক তাই। আপনার বাহুবলের সঙ্গে যদি আমার কূটবুদ্ধি যোগ হয় তাহলে কৈবর্ত রাজবংশ সমস্ত উত্তর ভারতে আধিপত্য করবে সম্রাট। আপনি আমায় মহামাত্য নিযুক্ত করুন।

দিব্বোক। তা আর হয় না।

প্রজাপতি। কেন সম্রাট আমি কি অযোগ্য?

দিব্বোক। অযোগ্য বলে নয়। এ রাজ্য এখন থেকে—প্রজারাই চালাবে। তাদের চিন্তা তারাই করবে।

সন্ধ্যাকর। বাবা তুমি পালবংশের মন্ত্রী ছিলে বলেই হয়ত সম্রাট তোমাকে মন্ত্রী করতে চাইছেন না।

দিব্বোক। কবি তুমি মানেটা সহজেই বুঝতে পেরেছ। তোমার বাবা পাল-বংশের মন্ত্রী ছিলেন তাই আর শত্রু পক্ষের মন্ত্রী হওয়াটা শোভা পায় না। তোমরা শান্তিতে গিয়ে দেশে বসবাস কর।

প্রজাপতি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করলেন না।

দিব্বোক। বিশ্বাস? ঐ কথাটার উপর নির্ভর করে মানুষ কত ভুলই না করে। বলুনতো বিশ্বাসের মর্যাদা কটা মানুষ রাখে। ওতো শুধু কথায় কায়দা মাত্র।

নাঃ আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। কাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি বিচার করি মানুষকে কাজ দিয়ে—দেখে শুনে বাজিয়ে, তারপর তাকে কার্যো নিয়োগ করি।

সন্ধ্যাকর। চলুন পিতা আমরা যাই।

দিব্বোক। সন্ধ্যাকর আমার শুভ ইচ্ছা রইল তোমার জন্য। বিদ্রোহে তুমি সুন্দর ভূমিকা নিয়েছিলে। তুমি লেখনী ধরবে দরিদ্র মানুষদের জন্য, তাহলে হয়ত তোমার লেখনীর মধ্য দিয়ে আমরা ভাবীকালের কাছে অমর হয়ে থাকব। তোমার লেখায় যেন সাধারণ মানুষ আত্ম বিশ্বাস ফিরে পায়।

সন্ধ্যাকর। কবির কলম সবসাধারণের জন্য নয় সম্রাট। সে কলম ধরবে বড়র জন্য। বাল্মিকী তাই বন্দনা গেয়েছেন রামচন্দ্রের জন্য, প্রজাদের জন্য নয়।

দিব্বোক। (ধমকে) কিন্তু কবি একটু চিন্তা করলে দেখতে পাবে, রামচন্দ্র তার জীবনের সর্বসুখ—শান্তি বিসর্জন দিয়েছিলেন প্রজাদের জন্য।

সন্ধ্যাকর। একি সত্য সম্রাট? রাজা হল মহৎ তার জন্য লিখব না তো আর কার জন্য লিখব?

দিব্বোক। তুমি ভুল করছ কবি। এসেছে নবীন যুগ এখন প্রজারাই রাজা আর রাজা তাদের প্রতিনিধি মাত্র। হয়ত সে যুগের সূচনা কৈবর্ত দিব্বোকই করল। জয় মহাদেব।

সন্ধ্যাকর। আপনার সাথে একমত হতে আমার মন সায় দিচ্ছেনা সম্রাট।

দিব্বোক। যুগ যুগান্তরের অন্ধ সংস্কার তুমি ত্যাগ কর সন্ধ্যাকর।

সন্ধ্যাকর। রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি সম্রাট।

দিব্বোক। বেশ তাই যদি হয় তবে ঈশ্বরের এই সুন্দর বাগানে প্রকৃত অধিকারী হল জনসাধারণ আর রাজা হলেন সেই বাগানের মালি মাত্র।

প্রজাপতি। চল সন্ধ্যাকর, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ নেই। চলি সম্রাট।

দিব্বোক। আসুন প্রজাপতি নন্দী, এসো কবি সন্ধ্যাকর নন্দী।

[দুজনে চলে গেল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাদের গমনের দিকে তাকিয়ে রইল]

প্রজাপতি নন্দী পালবংশের বিশ্বস্ত মন্ত্রী। আজ সে চাইছে রামপাল শূরপালের মৃত্যু। আমি যদি তাকে আমার মন্ত্রী করি তাহলে সেও যে একদিন আমার উপর, ভীমের উপর এ অত্যাচার করবে না, এ কথা কে বলতে পারে।

[ভূরিশ্রেষ্ঠ ঢুকল। ঢুকে পত্রখানা খুঁজতে লাগল]

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (হঠাৎ রাজাকে দেখে) হেঁই সম্রাট যে। পত্রখানা কি এখানে ফেলে গেছি।

দিব্বোক। কোন পত্র ?

ভূরি। সেই পত্র সম্রাট।

দিব্বোক। যেটা ঠাকুরপুরার রাজকন্যা ভীমকে লিখেছে ?

ভূরি। আজ্ঞে হাঁ সম্রাট।

দিব্বোক। (চিঠিখানা আমার ভাঁজ থেকে বার করে) এটাতো ? দাড়াও পড়ি।

ভূরি। (ব্যস্ত হয়ে) পড়বেন না, পড়বেন না সম্রাট।

দিব্বোক। (থমকে) কেন ?

ভূরি। তরুণকে লেখা একজন তরুণীর প্রেমপত্র। পড়তে পড়তে কখনও মনে হবে বাতুলের লেখা পত্র। কখনও কাঁদতে ইচ্ছে করবে। আপনি সম্রাট, কি প্রয়োজন এসব পড়ে।

দিব্বোক। তুমি তাহলে এই পত্র পড়েছ ?

ভূরি। আজ্ঞে হাঁ।

দিব্বোক। (চোখ পাকিয়ে) ভূরিশ্রেষ্ঠ।

ভুরি (ভয়ে) আজ্ঞে না, পড়িনি।

দিব্বোক। একবার বলছ হ্যাঁ, আর একবার বলছ না। কোনটা ঠিক?

ভুরি। আজ্ঞে দুটোই ঠিক।

দিব্বোক। তার মানে?

ভুরি। অবস্থা বুঝে বলতে হচ্ছে সম্রাট। (হাসি)

দিব্বোক। বুঝলাম না।

ভুরি। বুঝলেন না? যখন ভয় দেখাচ্ছেন তখন বলছি না পড়িনি। আসলে পড়েছি। সুন্দরী একটা রমনী আর এক তরুণকে চিঠি দিচ্ছে, পড়তে লোভ হয় না। আঃ কি মধুর সম্বোধন। প্রাণেশ্বর ভীম।

দিব্বোক। (ভয়ঙ্কর ভাবে চেঁচিয়ে উঠল) স্তব্ধ হও। তোমাকে আমি টুকরো টুকরো করে কেটে শেয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

ভুরি। (ঘাবড়ে গিয়ে) ধর্মাবতার বিশ্বাস করুন ও পত্র আমি পড়িনি। চিঠিটা আমাকে দিন ফিরে যাই। ধরিত্রী দেবীকে বলব, আমার মাংস পোলাও খাওয়া অন্যায় হয়েছে—শাড়ীর দরকার নেই। ঐ মারাত্মক রাজাটার কাছে আমায় আর পাঠাবেন না। উঃ সকাল থেকে যা যাচ্ছে।

দিব্বোক। প্রহরি প্রহরি।

ভুরি। (ভয় পেয়ে) আবার প্রহরি কেন সম্রাট?

[প্রহরি এসে ঢুকল]

দিব্বোক। প্রহরি তোমাকে মশানে নিয়ে শূলে চড়াবে।

ভুরি। [কেঁদে ফেলল] দোহাই সম্রাট ও আদেশ দেবেন না। আমার স্ত্রী আর নাবালক ছেলেমেয়েদের তিনকূলে কেউ নেই। আমার স্ত্রী আজ দুদিন উপোষ করে আছে। আমি মরে গেলে তারাও মরে যাবে। ছেড়ে দিন সম্রাট। আপনার পায়ে পড়ি। আমি আর কোন দিন রাজকন্যার চিঠি নিয়ে আসব না।

দিব্বোক। না। তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি একজন ধুরন্ধর লোক। প্রহরি একে বাঁধ। [প্রহরি এগিয়ে এসে ভুরিশ্রেষ্ঠর দুহাত করে বাঁধল]

ভুরি। (কাঁদতে কাঁদতে) আমায় ছেড়ে দিন সম্রাট। আমি আর কোনদিন ঠাকুরপুরায় যাবনা

দিব্বোক। প্রহরি একে নিয়ে যাও, [প্রহরি ভুরিশ্রেষ্ঠকে বেঁধে নিয়ে চলল]

ভুরি। (মিনতি করে) মহারাজ ছেড়ে দিন, মহারাজ!

দিব্বোক। প্রহরি শোন। এই মধ্যাহ্নে একে অতিথিশালায় নিয়ে যাও। আধমন চিনিশর্করা চালের ভাত, আস্ত রোহিত মাছের ঝোল, আধমন দই, দশসের ক্ষীর, চুলের মিঠি এবং বিন্ধী কদলি দিয়ে একে আহার করাবে। দেখবে যেন একটুও পাতে পড়ে না থাকে।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

দিব্বোক। আর শোন আহারের পরে মাতিসন্তোষ মণ্ডলে একে উপযুক্ত বাসগৃহ এবং কৃষিজমি পুকুর বাগানসহ দান করবে। তাম্রশাসন লিখবার আদেশ দাও। মহামাত্যকে আমার কথা গিয়ে বল। বুঝতে পারছ না? তাকিয়ে আছ কেন।

প্রহরী। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য।

ভুরি। (চোখে জল মুখে হাসি) সম্রাট এত মহৎ, এত দয়ালু। (নতজানু হয়ে বসল) কোথায় আমার প্রাণদণ্ড হবে, না দয়াজ আহার এবং ভূসম্পত্তি দান করে আমাকে, আমার পরিবারকে রক্ষা করলেন। জয় কৈবর্ত সম্রাটের জয়। আমাকে তাহলে আর ভাঁড়ামী করে আহার যোগাড় করতে হবে না।

দিব্বোক। ভাঁড়ামি নয় বন্ধু। সহজ সরল নির্দোষ পরিহাস করা তোমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই রসধারা যাতে শুকিয়ে না যায় সেজন্য তোমার অন্নের ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার মন প্রাণ যখন রাজকার্যে শুকিয়ে উঠবে, তখন তুমি আমাকে সরস হাসির ফোয়ারা ধরিয়ে পরিতৃপ্ত কোর। এখানে তোমার অবারিত দরজা রইল।

ভুরি। মহারাজ আমার চিঠি?

দিব্বোক। এই নাও তোমার চিঠি বন্ধু। তুমি এ চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দাও। আমি চললাম। (প্রস্থান)

ভুরি। (আনন্দে লাফ দিয়ে) কোথায় আমার প্রাণদণ্ড হবে না তার পরিবর্তে জুটছে রাজভোগ এবং ভূসম্পত্তি। ভাগ্যদেবী দেখছি রাজা রাজড়ার চেয়ে বেশী খামখেয়ালী।

(হঠাৎ চিৎকার করে) এই ভাগ্যদেবী শুনছ? আর যেন আমার সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলতে এসোনা। তোমার খেলায় আমি ক্লান্ত। যেটুকু আজ পেলাম সেটুকু যেন আবার কেড়ে নিও না। তুমি দেখতে পাওনা আমায়, স্ত্রী ছেলে মেয়েরা কত দুঃখী, অসহায়। তোমার কষ্ট হয় না? (কেঁদে ফেলল)

প্রহরি। তুমি কি বলছ বলত?

ভূরি। আরে এসব আমি কি বকছি। প্রহরি হাতের বাধন খোল, (টান দিয়ে নিজেই বাধন খুলে ফেলল)
তাহলে এখন আমি কি করব? (সুর করে ভূরি দুলিয়ে) এখন আমি খেতে যাব, আধ মণ চালের ভাত পাব। রুই মাছের মুড়ো খাব, গরুর দুধের দই খাব, তারপর ক্ষীর খাব। মনের সুখে ভূড়ি নাচাব, ভূড়ি নাচাব……। (নাচতে নাচতে চলে গেল)।

—: পঞ্চম দৃশ্য :—

[ঠাকুরপুরার সামন্তরাজার প্রাসাদ। প্রাসাদের সংলগ্ন একটি ঘরে রাজকন্যা ধরিত্রী দেবী এবং সখি কল্যাণী আলোচনা করছিল। তখন সূর্য অস্তগামী।]

ধরিত্রী। সখি ভূরিশ্রেষ্ঠকে দিয়ে যে পত্র পাঠিয়েছিলাম, তার উত্তরতো আজও এলোনা। এদিকে…

কল্যাণী। এদিকে রাজা বাসুদেব তো বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেছেন। লোকটাকেও বলিহারি যাই, দিব্বি মাংস পোলাউ খেয়ে চিঠি নিয়ে গেছি, আর এদিকে আসার নাম নেই। লোকটা ভাল নয় সখি।

ধরিত্রী। নাঃ ভূরিশ্রেষ্ঠ লোক খারাপ নয়। তবে কেউ যদি খেতে বসিয়ে দেয় তাহলেই বিপদ।

কল্যাণী। তাই হয়েছে। কেউ খেতে বসিয়ে দিয়ে নিশ্চয় চিঠিটা সরিয়ে ফেলেছে।

ধরিত্রী। (চিন্তিত হয়ে) সর্বনাশ। তাহলে সবকিছু পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে এবং উনি বিপদে পড়বে। আর আমাকে…

কল্যাণী। সেই বুড়ো রাজাটাকে বিয়ে করতে হবে। তা একদিকে ভালই হবে সেই বুড়োরাজাটাকে কান ধরে ওঠবোস করাতে পারবে। তখন বরেন্দ্রভূমির রানীই হবে সর্বময় কর্ত্রী।

ধরিত্রী। আর মাত্র চারদিন পরে বিবাহ, আগামী পরশু রাজা বিলোক সঙ্গেকে বিবাহ করতে আসছেন। আজ রাত তৃতীয় প্রহরে ভীমের সঙ্গে পালানোর কথা। আমি অর্থ দিয়ে প্রাসাদের দরজা খোলার ব্যবস্থা করেছি।...(ব্যাকুল হয়ে) এখন কি হবে বলতো; ভীম যদি না আসে? ভীম বন্দী হয়নিতো সখি?

কল্যাণী। (হেসে ফেলল) তোমার মাথা দেখছি একদম খারাপ হয়ে গেছে। ভয় নেই ভীম ঠিক আসবে। আরে ঐ যে দূরে—দিগন্তে একজন অশ্বারোহী যেন আসছে। ভীম নয় তো?

ধরিত্রী। (জানলার কাছে এসে) তাইতো। ঘোড়সোয়ারই তো, চারদিকে ধুলো উড়ছে! দেখ দেখ ঐতো ভীম আসছে—অস্তগামী সূর্যের লাল আলোকে কুমারকে—কি অপরূপ দেখাচ্ছে।

কল্যাণী। (ঠাট্টা করে) তোমার কাছে তো ভীমের সবই অপরূপ। আমার কিন্তু ভাই ভীমকে একটুও ভাল লাগে না। কেমন কঠিন চেহারা দূর দূর তার চেয়ে...

ধরিত্রী। (অবাক হয়ে) তার চেয়ে কি...কাকে তোর ভাল লাগে।

কল্যাণী। তার চেয়ে ঐ ভূরিশ্রেষ্ঠ বরং ভাল। ওর বৌ হলে মনের সুখে পেটভরে খেয়ে বাঁচা যাবে।

[দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল]

ধরিত্রী। ভীমতো এসে গেল ভাই। ঐতো গুপ্ত পথে বাগানে প্রবেশ করছে, পিছনে ওটা কে ভূরিশ্রেষ্ঠইতো। যাও কল্যাণী তুমি শীঘ্র গিয়ে দরজা খুলে কুমারকে এখানে নিয়ে এসো।

কল্যাণী। (হেসে) আমি যাচ্ছি।

(দ্রুত চলে গেল)

ধরিত্রী। (ব্যস্ত হয়ে) ভীম আসছে, আমি কবরী ঠিক করিনি। দর্পণ কোথায়? (দর্পণে মুখ দেখে) মুখে চিন্তার রেখা পড়েছে। শাড়ী বদলে নিলে হত, কতক্ষণ পড়ে আছি। কল্যাণীতো মনে করিয়ে দিতে পারতো।

ভীম কি মনে করবে। আমাকে আবার অপছন্দ হবে না তো? কান্না আসছে।

দূর দূর আমি এসব কি ভাবছি পাগলের মতন। আমাদের ভালবাসাতো রূপসর্বস্ব নয়। ঐ তো ভীম এসে গেল।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। সব কুশলতো রাজকুমারী ?

ধরিত্রী। (এগিয়ে এসে) কুশল আর কোথায় কুমার। আমার বাবাতো আমাকে তোমার জ্যাঠামশাইর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন। তোমার জ্যাঠামশাই বর সেজে শীঘ্র আসছেন। এখন উপায় কি কুমার? এমন সমস্যায় তো জীবনে পড়িনি। তুমি আমার চিঠিখানা পাওনি ?

ভীম। ভূরিশ্রেষ্ঠ তোমার পত্র আমাকে ঠিকই পৌছে দিয়েছে। তবে সে বলেছে যে আর পত্র বাহকের কাজ করতে পারবে না। এদিকে জ্যাঠামশাই আবার এক তাম্রপত্র বার করে তাকে জমিজমা পুকুর দান করেছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না ধরিত্রী।

ধরিত্রী। ভূরিশ্রেষ্ঠ তোমার সঙ্গে এসেছে দেখলাম। সে কোথায় ?

ভীম। ভূরিশ্রেষ্ঠকে বাগানে রেখে এসেছি অশ্বপাহারায়।

ধরিত্রী। যাক সে কথা কিন্তু এখন কি করা যায় বলতো? আমার মন প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। এদিকে বিবাহের সব আয়োজনতো ঠিক হয়েছে। (হেসে) এমনকি সানাই পর্য্যন্ত বসে গেছে, শুনতে পাচ্ছ ?

(সানাইয়ের সুর শোনা যেতে লাগল)

ভীম তুমি যে প্রস্তাব দিয়েছো সেটা মন্দ নয়। আজ রাত্রের তৃতীয় প্রহরে পালিয়ে চলে চল বঙ্গদেশে। সেখানে হরির কাছে আশ্রয় মিলবে। আমি গোপন বার্তা দিয়ে হরির কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

ধরিত্রী। আজ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রী তৃতীয় প্রহরে চাঁদ উঠবে। আধ আলো আধ ছায়ায় বনপথে তুমি অশ্ব চালাতে পারবে তো ?

ভীম। সে জন্য চিন্তা করবে না রাজকুমারী, তাছাড়া আমি যুদ্ধব্যবসায়ী।

ধরিত্রী। তাছাড়া অশ্বপৃষ্ঠে থাকব আমি, তোমার অশ্ব দুজনের ভার বহন করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারবেতো কুমার ?

ভীম। আমি বলশালী পঞ্চনদের অশ্ব নিয়েছি।

ধরিত্রী। সঙ্গে মুদ্রা এনেছো তো ?

ভীম। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমার সঙ্গে যাচ্ছে, অল্পপরে আরও দশসহস্র মুদ্রা প্রেরণ করার ব্যবস্থা করে এসেছি।

ধরিত্রী। সাবাস, কুমার। কিন্তু সকালে যখন আমাদের পলায়নের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন ক্রুদ্ধ পিতা আমাদের ধরে আনার জন্য অশ্বারোহী পাঠাবে।

ভীম। প্রভাতের মধ্যে আমরা বহুযোজন পথ অতিক্রম করে যাব। তোমার পিতা আমাদের ধরে ফেলার আগেই আমরা বঙ্গরাজ্যে বন্ধু হরির কাছে প্রবেশ করব। কি হল, কি ভাবছ ?

ধরিত্রী। ভাবছি তুমি আমার মতন একটা সামান্য মেয়ের জন্য আত্মীয় বন্ধু পিতা সকলকে ছাড়ছ। এমনকি বরেন্দ্রভূমির রাজ ঐশ্বর্য্য পর্যন্ত ত্যাগ করে যাচ্ছ। কিন্তু কেন কুমার ?

ভীম। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে হয়তো তোমার কথাই ঠিক ধরিত্রী। কিন্তু মন বলছে তোমাকে না পেলে আমার জীবনই বৃথা হয়ে যাবে।

ধরিত্রী। কেন এমন হল ভীম ?

ভীম। হয়তো এটাই প্রকৃতির নিয়ম ধরিত্রী। তোমাকে দেখার পরে বাবা, মা, জ্যেঠা সকলের ভালবাসা তুচ্ছ হয়ে গেছে। অবাক হয়ে মনকে প্রশ্ন করেছি, ওরে অকৃতজ্ঞ মন কে তোকে এতদিন লালন পালন করেছে ? যাদের জন্য তোর বিদ্যাশিক্ষা, বীরত্ব খ্যাতি সবাইকে ভুলে গেলি ? যে অপরিচিত সেই তোর এত আপন হল ?

ধরিত্রী। মন কি উত্তর দিয়েছে ভীম ?

ভীম। মন বলেছে—এই নিয়ম, দুঃখ কর না। আচ্ছা ধরিত্রী তোমার কি মনে হয় ?

ধরিত্রী। আমার নিজের বলতে আর কিছু নেই। সামনে ঘোর অন্ধকার। জানি না ভবিষ্যতে কি আছে। তবুও চিন্তা করার অবসর নেই। তোমার ভালবাসার ঢেউ এসে আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না—রাজপ্রাসাদ আমার কাছে অসহ্য। চল ভাগ্যের পায়ে নির্ভর করে বেরিয়ে পড়ি।

ভীম। ভাগ্যকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি পুরুষাকারকে আর এই কৃপাণকে। ভবিষ্যৎ আমি নিজের অনুকূলে গড়ে নেবই ধরিত্রী।

ধরিত্রী এইতো পুরুষ যাকে চীরযুগ ধরে নারীরা ভালবেসে এসেছে। আমি আর ভয় করছি না ভীম।

ভীম। আচ্ছা ধরিত্রী যদি সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এবং জেঠামশাইর সঙ্গেই তোমার বিবাহ হয়ে যায়! তখন কি করবে?

ধরিত্রী। (জলে উঠে) তাহলে এই রমণীর আর এক হিংস্ররূপ তুমি দেখবে। সে তুলনা তুমি খুঁজে পাবে আহত সাপিনীর উত্তপ্ত ফোঁসফোঁস—সঙ্গে। আমার ভালবাসা যদি সার্থক না হয় কুমার, তাহলে সব আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দেব।

ভীম। (চমকে) কি করে?

ধরিত্রী। (কোমর থেকে ছুরি বার করে) চেয়ে দেখ এই উজ্জ্বল ইস্পাতের ছুরির দিকে। প্রথমে বাসর ঘরে এই শাণিত ছুরির আঘাতে সম্রাট দিব্বোক প্রাণ হারাবে। তারপর একে একে···।

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। তারপর একে একে কি করবে জানি না রাজকুমারী কিন্তু রাজা বাসুদেব এবং রানী হামু এইদিকে আসছেন।

ভীম। তাহলে আমি আত্মগোপন করছি ধরিত্রী। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তুমি বাগানে পলাশ বৃক্ষের নীচে অশ্ব বাধা দেখবে। সেখানে থাকব আমি এবং ভূরিশ্রেষ্ঠ।

ধরিত্রী। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো কল্যাণী?

কল্যাণী। সব ঠিক আছে রাজকন্যা। তবে তৃতীয় প্রহরের আগেই হয় তো বন্দোবস্ত হতে পারে। আপনি যান কুমার।

ভীম। বিদায় রাজকন্যা। [ভীম চলে গেল]

ধরিত্রী। আমার কেমন ভয় করছে কল্যাণী। আবার সব কিছু ছেড়ে যেতে কেমন মমতাও হচ্ছে। কি যে হবে ভগবানই জানেন।

[রাজা বাসুদেব এবং রানী হামুর প্রবেশ]

বাসুদেব। এই যে আমাদের কন্যা এখানে উপস্থিত।

ধরিত্রী। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুণ।

হামুরাণী। তোমাকে এত উত্তেজিত দেখছি—কেন মা। মুখ লাল, চোখ

দিয়ে যেন কি এক দৃঢ় ইচ্ছা ঠিকরে বের হচ্ছে। কি হয়েছে মা তোমার।

ধরিত্রী। (নিজেকে সামলে) না, কৈ কিছু নয়তো মা।

বাসুদেব। আর এই কটা দিন মাত্র বাকী বিয়ের, ধরিত্রী নতুন এক জীবনে পদার্পণ করতে চলেছে। এ সময়ে একটু উত্তেজনা খুব স্বাভাবিক।

কল্যাণী। সখীর শরীরটা আজ সময়ে খুব ভাল যাচ্ছে না। তারপর বিয়ের উত্তেজনাতো আছেই। ও কিছু নয়। আমি তাহলে এখন যাই ; ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে।

[কল্যাণী ব্যস্ত হয়ে চলে গেল]

হায়ুরানী এ সময়ে শরীর খারাপ তো ভাল কথা নয় মা। সামনে শুভ কাজ, সম্রাট দিব্বোক শীঘ্র এসে পৌছাচ্ছেন। তোমার আর রাত্রী জেগে কাজ নেই মা. যাও শীঘ্র শুয়ে পড় গিয়ে।

ধরিত্রী। (ইতস্ততঃ করে) বিয়েতে আমার মত নেই মা।

বাসুদেব। [চমকে উঠে] মত নেই ? কেন সম্রাট দিব্বোকের সঙ্গে বিয়ে, তুমি বরেন্দ্রভূমির মহারানী হবে। আমাদেরও অনেক সুবিধে হবে। দিব্বোকের চেয়ে যোগ্যতম পাত্র আমরা আর কোথায় পাবো ?

হায়ু। (হেসে) বিয়ের আগে সব মেয়েই ঐ কথা বলে থাকে, বুঝলে রাজা। বিয়ে হয়ে গেলে তখন দেখবে তোমার পিতৃগৃহ আর ভাল লাগছেনা, যাও মা বৃথা দুশ্চিন্তা না করে বিশ্রাম কর গিয়ে।

বাসুদেব। (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ রানী। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের অনেক কাজ আছে। হ্যাঁ দিব্বোক শ্রীনদীর খাস অধিকার যৌতুক চেয়েছে, সেটা নিয়েও রানীর সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। তুমি যাও মা বিশ্রাম কর গিয়ে।

[ধরিত্রীর প্রস্থান]

হায়ু। সম্রাট দিব্বোকের দাবী কিছুটা অযৌক্তিক মনে হচ্ছে না ? নদী যৌতুক নিয়ে সে কি করবে ? আবার দাস ব্যবসা সুরু করবে না তো ?

বাসুদেব। (হেসে ফেলল) সে সময় তার কোথায়, তিনি এখন সম্রাট।

ছুটো কারণ আমার আমার মাথায় আসছে। প্রথম হল শ্রীনদীর বন্যা থেকে বাঁধ বেঁধে প্রজাদের রক্ষা করা, দ্বিতীয় হল শ্রীনদীর সঙ্গে পদ্মার যোগ আছে। ঐ নদী দিয়ে বঙ্গদেশের সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করা।

হামু। দিব্বোকের দেখছি বিয়ে করতে এসেও রাজ্যরক্ষার চিন্তা। প্রজা প্রজা করে ক্ষেপে উঠেছে দেখছি।

বাসুদেব। ঠিক বলেছ। তবে কি জান রানী, আমরা হলাম সামন্ত রাজা কিন্তু সে হল সম্রাট। রাজ্য রক্ষার তারতো সম্রাটের। চতুর্দিকে শত্রু, যে কোন মুহূর্তে বরেন্দ্রভূমি আক্রান্ত হতে পারে। তাই তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেই হবে রানী।

[হটাৎ বাইরে প্রবল চিৎকার, রাজকুমারীকে নিয়ে চোর পালিয়ে যাচ্ছে, কে আছ, অনুসরণ কর। তূর্য এবং শিঙা বেজে উঠল। বেগে একজন প্রহরী প্রবেশ করল]

প্রহরী। মহারাজ সর্বনাশ ঘটেছে। প্রহরী পরিবর্তনের সময় একজন যুবক অশ্ব পৃষ্ঠে রাজকন্যাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। প্রহরী তাকে বাধা দিতে গেলে, যুবক তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে।

বাসুদেব। যুবক? কে সে যুবক যার এত স্পর্দ্ধা? কি করে প্রবেশ করল?

হামু। (কাঁদ কাঁদ হয়ে) মেয়ের নিশ্চয় এতে সমর্থন আছে। এখন, এখন কি হবে রাজা?

বাসুদেব। তোমরা কি করছিলে? সকলের চোখের সামনে দিয়ে কি করে সেই অশ্বারোহী পালিয়ে যেতে পারল?

প্রহরি। আমরা ছুটে যাবার আগেই যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে একজন পাকা অশ্বারোহী বটে।

বাসুদেব। [রেগে চিৎকার করে উঠল] বটে? আবার পাকা অশ্বারোহী বলে প্রশংসা করা হচ্ছে। শীঘ্র সৈন্য নিয়ে তাড়া করো। তারা কোন দিকে গেছে?

প্রহরি। আজ্ঞে মনে হচ্ছে পূর্বদিকে বঙ্গদেশ সীমান্তে।

বাসুদেব। তবে সেইদিকে সৈন্য পাঠাও—দ্রুতগামী অশ্বারোহী যাবে। হ্যাঁ

আর শোন সীমান্তের সবগুলি সৈন্যবাসে খবর দাও সতর্ক থাকবার জন্য। আর প্রহরি…

প্রহরি। আজ্ঞা করুণ।

বাসুদেব একজন দ্রুতগামী দূত পাঠাও মহারাজ দিব্যোকের কাছে। তাকে জানাবে আমার কন্যাকে একজন দস্যু এসে হরণ করে নিয়ে পূবদিকে গেছে। যাও। দেরি করবেনা।

[প্রহরি নমস্কার করে চলে গেল]

হারু। (বিবর্ণমুখে) রাজা বাসুদেব, মেয়েকে যদি আর না পাওয়া যায়।' মেয়ের পেটে পেটে এত দুষ্টুবুদ্ধি তা আগে কে জানতো। সম্রাট দিব্যোক এসে এখন রাগে এই ঠাকুরপুরা রাজ্য ধ্বংস না করে দিয়ে যায়।

বাসুদেব। উঃ তোমার মেয়েকে হাতে পেলে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে শ্রীনদের জলে ভাসিয়ে দেব।

[ভূরিশ্রেষ্ঠ ঢুকল, হাত পা চুলকাতে চুলকাতে]

ভূরিশ্রেষ্ঠ। আজ্ঞে এখন আর হাতেও পাবেন না, আর কেটে জলেও ভাসাতে পারবেন না। আপনার মেয়ে এতক্ষণে পগার পার।

বাসুদেব। (রেগে) দেখ ভূরিশ্রেষ্ঠ এসময় রসিকতা ভাল লাগেনা। আমি অপমানে জ্বলে পুড়ে মরছি আর তুমি মজা দেখছ ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। আজ্ঞে আমিও জ্বলছি ; (হেসে) তবে মশার কামড়ে।

বাসুদেব। [রেগে চেঁচিয়ে উঠল] আমার এই ক্ষতির সময় তুমি রসিকতা করছ ?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। মহারাজ ক্ষতি আমারও হয়েছে। সব ভুলে গিয়ে হাসুন হাসুন দেখবেন সব দুঃখ ভুলে যাবেন।

বাসুদেব। তোমার আবার ক্ষতি হল কিসে ?

ভূরি। (মাথা চুলকে) আজ্ঞে এমন নিমন্ত্রণের ভোজটা ফস্কে গেল, তা তা ক্ষতি হল না ?

হারু। লোকটা দেখছি সারাজীবন খ ই খাই করেই গেল। এর চৈতন্য বলে কিছু নেই। ভাঁড়টাকে দূর করে তাড়িয়ে দাও রাজা বাসুদেব।

ভূরি। তাড়িয়ে দেবেন দিন, তাহলে আপনারাও হাসতে ভুলে যাবেন বলে রাখছি।

বাসুদেব। ঘাট মানছি ভূরিশ্রেষ্ঠ। তুমি এবার প্রস্থান কর। তোমার রসিকতায় আমাদের মনের জ্বালা একটুও কমছে না। তুমি যাও, চলে যাও।

ভূরি। আজ্ঞে এ পৃথিবীতে সবাইকেই জ্বলতে হবে। আপনি জ্বলছেন মেয়ের জন্য, আমি জ্বলছি মশার কামড়ে। উঃ, কি কামড়টাই না কামড়েছে।

বাসুদেব। মশার কামড়ে? মশা তুমি কোথা পেলে?

ভূরি। আজ্ঞে এতক্ষণ বাগানে ভীমের ঘোড়া পাহারা দিলাম না! তবে তো আপনার মেয়ে পালাতে পারল। ঐ বাগানটায় কি মশা! উঃ......(হাত পিঠ চুলকাতে লাগল)।

বাসুদেব। কে ভীম? ভীমের এই কাণ্ড।

হাসু। (চিৎকার করে) ওঃ, তুমিই তাহলে এ সবের মূলে রয়েছ। বাঃ, আমাদেরই খাবে আর আমাদেরই সর্বনাশ করবে। রাজা, কত বলেছি এই ভাড়টাকে তাড়িয়ে দাও। কথা শুনলে না, এখন বোঝ।

ভূরি। কই রাণীমা, এখন তো আর আপনাদের খাইনা—সম্রাট দিব্বোক জমি জায়গা দিয়েছে। আর আপনার এখানে থাকব না।

বাসুদেব। চুপ কর নির্বোধ ভাড়। তোমার শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। এই কে আছ? (একজন প্রহরি এসে প্রবেশ করল) একে বন্দী করে কারাগারে রেখে দাও।

[প্রহরি হাত দুখানি বেঁধে ফেলল]

ভূরি। এই দেখ রাজা একি হোল। আপনার মেয়ে পালল ভীমের সঙ্গে আর দোষ হল আমার? ছেড়ে দিন রাজা বড্ড লাগছে।

বাসুদেব। শোন প্রহরি, এর আহার দেবে দুবেলা দুমুঠো যবের ছাতু আর জল। যাও নিয়ে যাও, এই পেট-মোটা শয়তানটাকে।

ভূরি। মরে যাব রাজা, মরে যাব। ছেড়ে দিন না হলে আহারের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিন।

প্রহরী। চল্ চল্ বেটা নাত-জামাই। ইস্, আহরের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে, মজা পেয়েছিস্।

[ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলে গেল]

হাম্‌। (চিন্তাকরে) দেখ রাজা বাসুদেব, ভীম যখন আমাদের কন্যাকে নিয়ে পালিয়েছে তখন উপায় একটা হবে বলে মনে হচ্ছে।

বাসুদেব। হাঁ। ঠিকই বলেছ রাণী। রাজা দিব্যোক যখন জানতে পারবেন যে তাঁর বিবাহের পাত্রী অপহরণ করেছে তাঁরই গুণধর ভাইপো। তখন কৈবর্তরাজা ক্ষেপে ভীমকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। সেই শোকে মরবে ভীমের বুড়ো বাপ ঐ রুদোক।

হাম্‌। রুদোক মরবে ?

বাসুদেব। আহা মরবেনা ? পুত্রশোক কি সুখের কথা রাণী ? তখন রাজ্যের প্রকৃত মালিক হবে...

হাম্‌। ধর্ষিত্রার পুত্র।

বাসুদেব। নাঃ নাঃ হিসেবে ভুল কোর না। তার আগে বৃদ্ধ রাজা পটল তুলবে। তখন এই শস্যশ্যামল দেশের প্রকৃত মালিক হব আমি, আর তুমি হবে···?

হাম্‌। (হেসে ফেলে) সম্রাজ্ঞী।

বাসুদেব। হাঃ হাঃ ঠিক ধরেছে, তুমি হবে সম্রাজ্ঞী। তাহলে মেয়ে আমাদের একদিক দিয়ে সাহায্যই করেছে, কি বল। হাঃ হাঃ। (দূরের দিকে তাকিয়ে) ভীম পালাও, যতদূর ইচ্ছে। তোমার পিছনে ছুটে চলেছে তোমার নিয়তি···মৃত্যু। হাঃ হাঃ। চল চল রাণী দেখি গিয়ে কি খবর আবার এল।

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[গঙ্গার পশ্চিম পাড়। অঙ্গদেশের রাজপ্রাসাদে মাতুল রাজা মথনের কাছে আশ্রয় পেয়েছেন শূরপাল এবং রামপাল। হতাশাগ্রস্ত রাজা মথনের সঙ্গে কথা বলছেন দুই রাজকুমার। অদূরে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।]

রামপাল। (অবসাদগ্রস্তভাবে) ঐ গঙ্গা দিয়ে কত জলই না প্রবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু আমরা শ্যামল বরেন্দ্রভূমিতে আর ফিরে যেতে পারলুম না মাতুল। হয় তো আর পারবও না। সেখানে এখন রাজত্ব করছে কুৎসিৎ ধীবর দিব্যোক। সে বাঘের মতন নিষ্ঠুর এবং দুর্যোধনের মত দুর্নীতিপরায়ণ।

(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায় সুন্দরী মা বরেন্দ্রভূমি জানিনা আর কোনদিন তোমাকে উদ্ধার করে তোমার কোলে ফিরে যেতে পারব কিনা ?

মথন। দেখ রামপাল তোমার এই হা-হুতাশ করাকে আমি একদম পছন্দ করি না। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এখন চলেছে—অরাজকতা। হাজার ক্ষুদ্ররাজ্যে দেশ বিচ্ছিন্ন। একে অপরকে গ্রাস করে চলেছে। অপরদিকে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে বার বার তুর্কি আক্রমণ ঘটছে। একবার দিল্লী দখল করতে পারলে গোটা ভারতবর্ষ সহজে তারা প্লাবিত করে ফেলবে।

রামপাল, এখন সকলের দৃষ্টি পূর্ব সীমান্তের বরেন্দ্রভূমির ওপর। সকলে আশা করে আছে গোপালের মতন তোমরা আবার উত্তর ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে ভারতবর্ষকে এক শক্তিশালী নেতৃত্ব দেবে। এই যুগসন্ধিক্ষণে তোমার কথা ক্লীবের মতন শোনাচ্ছে।

রামপাল। শক্তিশালী নেতৃত্ব ! তুমি হাসালে মাতুল। যাদের রাজ্য নেই, সৈন্য নেই, অর্থ নেই তারা দেবে নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে ?

কোথায় গেল গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল ? কোথায় মিলিয়ে গেল বিশাল পালসৈন্যবাহিনী, যাদের পদভারে উত্তর ভারত কেঁপে উঠত, শত্রু লুকিয়ে থাকত। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) আর আজ আমরা ? আমরা রাজ্যচ্যুত, অপরের আশ্রিত, স্ত্রীপুত্ররা দিব্বোকের হাতে বন্দী। তোমার অনুগ্রহে অন্নজল জুটছে মাতুল।

শূরপাল। (সস্নেহে) অতটা হতাশ হয়োনা রামপাল। আমরা আবার সৈন্য সংগ্রহ করে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করব।

মথন। এইতো বীরের মতন কথা শূরপাল। পাল সাম্রাজ্যের যে পতাকা তোমাদের দাদা দ্বিতীয় মহীপালের হাত থেকে খসে পড়েছে, তাকে আবার দুহাতে তুলে ধরে সজোরে মাটিতে প্রোথিত কর।

রামপাল। কিন্তু অর্থ কোথায় ? শক্তিশালী একটি চতুরঙ্গবাহিনী গড়তে প্রচুর অর্থ চাই, মাতুল।

মথন। অর্থ ? মানুষই অর্থ জোগাড় করে, অর্থ মানুষ তৈরী করে বলে কখনও শুনিনি। উঠে দাঁড়াও, মেরুদণ্ড সোজা কর রামপাল, অর্থ

আসবে। রাজ্য উদ্ধার হবে। তুমি না ধর্মপালের বংশধর।

রামপাল। মাতুল তোমার কথাগুলি সত্য এবং তীব্র কিন্তু আমার প্রাণ বিসর্জন দিলে যদি বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার হত আমি তাহলে এই মুহূর্তে প্রাণ সঁপে দিতাম। এখন বলুন অর্থ কোথায় পাব।

মথন। আচ্ছা শূরপাল, মহীপালের রাজকোষের বিপুল অর্থের কি গতি হয়েছে?

শূরপাল। যুদ্ধযাত্রার আগে দ্বিতীয় মহীপাল বিশাল এক দীঘির মধ্যে ধন রত্ন লুকিয়ে রেখেছিলেন। শুনেছি সে অর্থ কৈবর্তরাজ দিব্বোকও খোঁজ করে উদ্ধার করতে পারেনি।

মহীপালের বাকী অর্থ কৈবর্তদের হাতে পড়েছে।

[একজন গুপ্তচরের (বিষ্ণু) প্রবেশ]

গুপ্তচর (বিষ্ণু)। জয় হোক রাজা মথন, নমস্কার কুমার শূরপাল এবং রামপাল।

মথন। নমস্কার, নমস্কার—গুপ্তচর বিষ্ণু। বরেন্দ্রভূমির সংবাদ কি বল।

শূরপাল। তুমি বরেন্দ্রভূমি থেকে এসেছ? সেখানকার কি সংবাদ—গুপ্তচর বিষ্ণু?

বিষ্ণু। রাজ্যে অরাজকতা বর্তমানে তেমন নেই রাজা মথন। কৈবর্ত্ত এবং অন্যান্য প্রজাদের মধ্যে আপাততঃ কোন বিরোধ নেই। দিব্বোক কঠোর আদেশ জারি করে বলেছেন যেন ব্রাহ্মণ এবং দেশজ ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করা হয়।

ইতিমধ্যেই অনেক দীঘি খননের কাজ চলছে। বাঁধ বেঁধে বন্যা রোধের চেষ্টা চলছে। তাছাড়া একটা নতুন জিনিষ দেখলাম ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হচ্ছে। রাজস্ব কমিয়ে দেওয়ায় প্রজাদের মধ্যে খুসীর হাওয়া বয়ে চলেছে।

মথন। সাবাশ দিব্বোক! যদিও তুমি আমাদের শত্রু তাহলেও তোমার বিচক্ষণতার প্রশংসা না করে পারছি না। বরেন্দ্রভূমিতে নতুন জেলে চাষী নিয়ে যে অভিনব রাজত্ব তুমি প্রতিষ্ঠা করলে তার সূচনা ভালই করেছ।

রামপাল। গুপ্তচর বিষ্ণু, আর সংবাদ কি?

বিষ্ণু। শুধু তাই নয় কুমার, দরিদ্রচাষী এবং জেলেদের রাজকোষ থেকে বীজ, লাঙল ও জাল কেনার অর্থ জোগান দেওয়া হচ্ছে। প্রজারা

পালবংশের অবদানের কথা ভুলে গিয়ে কৈবর্তরাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে দেশজ ক্ষত্রিয় অনেকে দক্ষিণ বংগে চলে গেছে, সেখানে তাদের নতুন পরিচয় হয়েছে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

মথন। ভীমের এবং তার পিতা রুদকের কি সংবাদ, বিষ্ণু?

বিষ্ণু। রুদক মহাপ্রতিহার নিযুক্ত হয়েছেন। পাল সাম্রাজ্যের রাজকর্মচারী বিন্যাস কৈবর্তরাজ অটুট রেখেছেন।—দুই ভাই-এ পরিপূর্ণ সদ্ভাব কিন্তু—ঠাকুরপুরার যে রাজকন্যার সঙ্গে দিব্বোকের বিবাহ স্থির হয়েছিল তাকে নিয়ে ভীম পালিয়ে গেছে।

মথন। (উল্লাসে) বাঃ, চমৎকার সংবাদ দিয়েছো বিষ্ণু। শক্তি মানুষকে যখন অন্ধ করে, তখন সে ন্যায়-অন্যায়ে প্রভেদ ভুলে পাপের পথে পা বাড়ায়। ধ্বংসের বীজ এমনি করে প্রোথিত হয়ে রাজ্য-রাজত্ব সব ছারখার করে দেয়। যেমনি করে ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের চারা সকলের দৃষ্টির বাইরে মন্দিরের চূড়ায় বাড়তে থাকে। তারপর একদিন সেই গাছ শিকড় নামিয়ে মন্দিরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। আর দেখতে হবেনা শূরপাল। কৈবর্তদের ধ্বংস আসছে ঐ ছিদ্রপথে।

শূরপাল। ঝগড়া এবং কলহ যখন ভালভাবে পেকে উঠবে তখন আমরা বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করলে সহজেই জয়লাভ করব।

বিষ্ণু। আজ্ঞে আমি তাহলে…।

মথন। হাঁ, তুমি এসো বিষ্ণু। আরও সংবাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম আমি। [বিষ্ণুর প্রস্থান]

রামপাল। এতদিনে যেন অন্ধকারের মধ্যে একটু আলো দেখতে পাচ্ছি মাতুল।

মথন। পাবে পাবে, আরো দেখতে পাবে। ছোটলোকের পেটে ঘি কখনও সহ্য হয়? ছিলি জেলে, চাষী, শ্রমিক বেশ ধান চাষ করছিলি, মাছ ধরছিলি সহ্য হলনা। একেবারে রাজা হতে গেলি, এখন চোঁয়া ঢেকুর সামলাও।

রামপাল। মাতুল আমাদের এখন কিছু অর্থ প্রয়োজন, কে দেবে সেই অর্থ।

মথন। আমি দেব একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। আর আমার সৈন্যদল তোমাকে সাহায্য করবে। আমার পুত্র সুবর্ণদেব এবং কাহ্নদেবের সাহায্য

তুমি পাবে। তাছাড়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ একজন অদ্বিতীয় বীর তার সাহায্য মিলবে বলেই আমি মনে করি।

সুবর্ণদেব। পিতা, আমি এবং দাদা দুজনে দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পালসম্রাটদের বিপদের দিনে সাহায্য করব। আপনারা গ্রহণ করবেন তো?

শূরপাল। মহামাণ্ডলিক সুবর্ণদেব এবং কাহ্নদেব তোমাদের সাহায্য আমরা নিশ্চয় গ্রহণ করব। তোমরা বিপদে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ তা কোনদিনই আমরা বিস্মৃত হবনা।

রামপাল। মাতুল মথন।

মথন। বল রামপাল বল।

রামপাল। তুমি আমাদের একদিকে আত্মীয় অপরদিকে বন্ধু। তবুও এই যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করবে আমার দাদা শূরপাল। বরেন্দ্রভূমির সম্রাট। তুমি ক্ষুব্ধ হলেনা তো মাতুল।

মথন। ক্ষুব্ধ হব? বরং এই যুদ্ধে আমি আমার আত্মীয়-পরিজন সবাই মিলে শূরপালের নেতৃত্বে যুদ্ধ করব। আজ আমরা গঙ্গার পশ্চিমপারে পালবংশের অবশিষ্টাংশে শূরপালকে রাজা বলে ঘোষণা করছি।

রামপাল।
ও
সুবর্ণদেব। জয় সম্রাট শূরপালের জয়।

[শূরপালের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিল]

শূরপাল। আমি ধন্য হলুম মাতুল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমি থামবনা। তাহলে এখন চল আমরা গিয়ে আগামী যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করি। আগামী মাসে যাতে আমরা দিব্বোকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারি।

মথন। উত্তম। তবে হিরণ্যদেব তুমি আগে যাও, তোমার ভ্রাতা কাহ্নদেব, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজকে এবং আমার মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিকে সংবাদ দাও যে আজ গভীর রাতের তৃতীয় প্রহরে আমার প্রাসাদের গুপ্তকক্ষে এক সভা বসবে।

সুবর্ণদেব। আমি এখুনি যাচ্ছি বাবা।

[প্রস্থান]

রামপাল। আচ্ছা এক মর্মভেদী কান্না শুনতে পাচ্ছেন কি আপনারা?

[করুণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল]

মথন। তাইতো এমনি করে কে কাঁদছে? আমার মনে হচ্ছে কোন নারী তার স্বামীকে হারিয়ে কাঁদছে। আমি দেখছি কে কাঁদছে।

[প্রস্থান]

শূরপাল। একি কান্নার বিরাম নেই কেন? কে, কে তুমি কাঁদছ—এদিকে এস। আমরা তার প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করব।

(কাঁদতে কাঁদতে সুভদ্রার প্রবেশ)

রামপাল। তুমি কে? কে তুমি নারী?

সুভদ্রা। আমায় চিনতে পারছ না? আমি সুভদ্রা, মহীপালের রাজসভায় নর্তকী ছিলাম। অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি কেন জান?

রামপাল। কেন আবার, প্রাণভয়ে।

সুভদ্রা। প্রাণভয়ে? কক্ষণো নয়, আমি তোমাদের জানাতে এসেছি মহীপাল মৃত্যুর সময় কি বলেছিলেন।

শূরপাল। (সচকিত হয়ে) কি কি বলেছিল দাদা মৃত্যুর সময়ে?

সুভদ্রা। মহীপাল যখন দিব্বোকের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল তখন পাষণ্ড ভীম তাকে পিছন থেকে অতর্কিতে বর্শা বিদ্ধ করে। সে আহত হয়ে পড়ে যায়, মরার আগে বলে সুভদ্রা চললাম, রামপাল ও শূরপালকে বলো দাদাকে যেন ক্ষমা করে। কৈবর্ত্ত রক্তে যেন তারা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। তারপর সব শেষ…উঃহুঃ (কেঁদে উঠল)।

শূরপাল। (উত্তেজিত হয়ে উঠল। অসহ্য লাগছে রামপাল। এর প্রতিবিধান চাই।

রামপাল। হত্যার বদলে হত্যা। ভীম তুমি কোন দিন ক্ষমা পাবেনা। প্রতিশোধ নিতে আমি বদ্ধপরিকর।

সুভদ্রা। হ্যাঁ প্রতিশোধ। প্রতিরাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি মহীপাল বর্শা বিদীর্ণ রক্তাক্ত বক্ষে আমার কাছে এসে যন্ত্রণা কাতর মুখে বলছে—সুভদ্রা আমার হত্যার প্রতিশোধ নাও। আমি তাকে দেই

কিছু বলতে চাই অমনি সে মিলিয়ে যায়।

শূরপাল। বল বল সুভদ্রা বলে যাও। এইতো আমার ধমনিতে উষ্ণ রক্ত বইছে। বহুদিন পরে আমার আজ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিকট উল্লাস হচ্ছে। যা কিছু সম্মুখে পাব ধ্বংস করে এগিয়ে যাব ভীমের দিকে। তারপর বরেন্দ্রভূমির রৌদ্রজ্বল প্রান্তরে ভীমের মুখোমুখি হয়ে তাকে হত্যা করব বর্শা দিয়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে—

সুভদ্রা। হ্যাঁ, সেই রক্তে আমি তর্পণ করব। দ্বিতীয় মহীপালের তাহলে আত্মার মুক্তি ঘটবে। (কান্না)

রামপাল। সুভদ্রা একটা সংবাদ দিতে পারবে? আমাদের তিন ভাইর তিন মাতা, আমাদের পত্নী এবং কুমাররা কি বেঁচে আছে না কি দিব্বোক তাদের হত্যা করেছে?

সুভদ্রা। তোমাদের মায়েদের এবং স্ত্রীদের কোন অসম্মান দিব্বোক করেনি। তাদের মুক্ত করে দিয়েছে। তবে তারা কোথায় গেছে সে সংবাদ আমি জানিনা।

রামপাল। আর আমার পুত্রদের কথা কিছু জান সম্রাট।

সুভদ্রা। আপনার পুত্ররা বন্দী হয়নি। রাজ্যপাল, বিত্তপাল, কুমারপাল এবং মদনপাল বন্দী হবার আগেই নিরুদ্দেশ হয়েছে। তবে শুনেছি তাদের খোঁজে দিব্বোকে চতুর্দিকে চর পাঠিয়েছে।

রামপাল। মাতুল আমাদের মাতা এবং স্ত্রীগণ কোনদিন রৌদ্র কিরণে দগ্ধ হয়নি আর আজ কে জানে কোন্ পথে পথে তারা কুকুরের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাদা এ দুঃখ আমি কোথায় রাখব।

সুভদ্রা। আর আমার দুঃখ আমি কাকে বলব রামপাল? (বিকৃত হাসি হেসে) না না সে দুঃখ তোমরা বুঝবেনা রামপাল, তোমরা বুঝবেনা। আমার সমস্ত জীবন শুকিয়ে গেল। [প্রস্থান]

শূরপাল। এ নারী দাদা দ্বিতীয় মহীপালকে ভালবাসত। কিন্তু এখন একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

(মথনের প্রবেশ)

মথন। সুখবর আছে শূরপাল। পালবংশের রাজমাতা এবং বধূরা এই

মাত্র নৌকায় করে অঙ্গদেশে পৌছেছেন। আমার পুত্র হিরণ্যদেব এবং কাহ্নদেব তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

শূরপাল। (চমৎকৃত হয়ে) তারা ফিরে এসেছেন। এর চেয়ে সুখবর আর কি থাকতে পারে মাতুল।

রামপাল। তারা ভাল আছেনতো মাতুল।

মথন। শারীরিক কুশলেই আছেন কিন্তু তাদের অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। অনাহারে, চিন্তায় তারা মৃতপ্রায়।

শূরপাল। আমাদের বড়মা যৌবনশ্রী কেমন আছেন? তিনি পুত্র হারিয়ে নিশ্চয় উন্মাদের মতন হয়ে আছেন।

মথন। ঐ যে যৌবনশ্রী আসছেন। শুনছ তার আর্তনাদ? (পাগলের মতন)

(যৌবনশ্রীর প্রবেশ)

যৌবনশ্রী। কোথায় মহাপাল, কোথায় গেলিরে তুই বাবা আমার। আয় আয়, আর মায়ের উপর রাগ করে থাকিসনা বাপ।
একি তোমরা কারা? শূরপাল রামপাল? দাদাকে ছেড়ে তোমরা এখানে কি করছ? জান তোমাদের দাদা পালিয়ে আসতে পারেনি। তোমরা যাও, তাকে নিয়ে এসো।

শূরপাল। মা শান্ত হন আপনি। আপনি বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী সবই বুঝতে পারছেন। ঝড় যখন উঠল তখন দাদা কোন নিষেধ শুনলনা সে ঝড়ের দাপটে আমরা কেউ রেহাই পেলামনা। এখন কাঁদবেন না মা, হিসেব করুন ক্ষতি আরও কতদূর হতে পারে।

যৌবনশ্রী। পরে কাঁদব? মহী যখন ফিরে আসবেনা তখন কেঁদে কি লাভ, তাই না? বেশ কাঁদব না। (কেঁদে ভেঙ্গে পড়ল) কিন্তু শূরপাল, মায়ের মন, সেকি না কেঁদে পারে? ছেলে হয়ে তুমি তার কি বুঝবে?

রামপাল। (এগিয়ে এসে মায়ের কাছে দাঁড়াল) মা, নেই দাদা কিন্তু আমরা দুই ভাই তো আছি। আমাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখ মা পিতার সেই উষ্ণরক্ত এ দেহেও বইছে। এ রক্ত পরাজয় মানেনা, সে রক্ত ধমনীতে উন্মাদ বেগে গর্জন করে বলে—যাও যাও, অস্ত্র

হাতে অস্ত্র পৃষ্ঠে এগিয়ে গিয়ে হারানো রাজ্য উদ্ধার কর, ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও।

যৌবনশ্রী। (রামপালকে আবেগে জড়িয়ে ধরে) এমন ভাই অথচ মহীপাল তোমাকে চিনলনা। চিনলে এমন বিপদ কখনও ঘটতোনা। হায় ভগবান কি বিচিত্র তোমার সৃষ্টি। একই পিতার সন্তান একই ভাবে লালিত-পালিত কিন্তু কত পৃথক তাদের অন্তর। রামপাল ...।

রামপাল। এই তো আমি মা, আজ্ঞা করুন।

যৌবনশ্রী। শূরপাল এখানে এসো।

শূরপাল। (এগিয়ে এসে) বলুন মা, ছেলে প্রস্তুত আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য।

যৌবনশ্রী। (দুজনের কাঁধে হাত রেখে) শূরপাল, রামপাল তোমরা পাল বংশের দুই যোগ্য সন্তান। মহীপাল গেছে তার জন্য দুঃখ করবনা। তাকে সাবধান করেছিলাম কিন্তু সে নির্বোধ নিষেধ শোনেনি। শাস্তি সে পেয়েছে। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে আমারই সন্তানের জন্য পালবংশ-রবি অস্ত গেল।

(সহসা সোজা হয়ে) তোমরা পারবে সে গৌরব সূর্যকে আবার ফিরিয়ে আনতে?

শূরপাল ও রামপাল (একসঙ্গে) নিশ্চয় পারব মা।

যৌবনশ্রী। শুনে সুখী হলাম কিন্তু মনে রেখ ভয়ানক শত্রু সেই দিব্বোক এবং ভীম। তাদের সঙ্গে আছে বরেন্দ্রভূমির সমস্ত রাজাগণ। তোমাদের সঙ্গে কে আছে? কেউ নেই, তোমাদের কূটমন্ত্রী নেই, অর্থ নেই, মিত্রও নেই। কি করে তোমরা জয়লাভ করবে? বল, বল ...।

শূরপাল। অর্থ আমাদের না থাকতে পারে মা, কিন্তু আমাদের পরম বন্ধু আছে মাতুল মথন। আর আছে তার দুই পুত্র এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই সঙ্গে আমাদের দুর্জয় করবে আপনার আশীর্বাদ।

রামপাল। আমরা দাদা শূরপালকে সম্রাট ঘোষণা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি মা।

যৌবনশ্রী। (বিস্মিত আবেগে) কে, শূরপাল! পালবংশের রাজা নির্বাচিত হয়েছে? তাইতো তোমার শিরে রাজমুকুট। পালবংশের রাজা তাহলে শেষ হয়ে যায় নি?

মথন। না, রাজমাতা শেষ হয়নি। এই রাজাকে নিয়ে আমরা যুদ্ধ করব বরেন্দ্রভূমিকে উদ্ধার করব। বলুন, জয় সম্রাট শূরপালের জয়।

সকলে। সম্রাট শূরপালের জয়।

রামপাল। (তরবারি খুলে দাদার পায়ের কাছে রাখল) পালবংশের মহান সম্রাট আমার আনুগত্য গ্রহণ করুন

শূরপাল। আমি রাজমুকুট মাথায় নিয়ে শপথ করছি মা, হয় পালবংশের হারিয়ে যাওয়া মহিমা উদ্ধার করব অথবা মরণ মহা-উৎসবে জীবন সঁপে দেব। ওকি! অশ্ব পদধ্বনি কিসের?

মথন। বাইরে সানাই, রাম শিঙা কেন বেজে উঠল?

[বাইরে অশ্ব পদধ্বনি এবং সানাই রামশিঙার শব্দ সেই সঙ্গে আনন্দ কোলাহল শোনা গেল]।

যৌবনশ্রী। পাঁচজন অশ্বারোহী এগিয়ে এগিয়ে আসছে। চতুর্দিকে জনতা উল্লাস করছে। ওরা কারা রাজা মথন?

মথন। দেখি কে আসছে? ঐ তো রামপালের ছেলেরা আসছে বিত্তপাল, রাজ্যপাল, কুমার পাল এবং মদন পাল তাদের পিছনে আমার পুত্র কাহ্নদেব আসছে।

শূরপাল। জয়ধ্বনি কর রামপাল আজ আমাদের শুভদিন। কুমাররা নিরাপদে এবারে এসে পৌঁছেছে।

মথন। শূরপাল আর ভয়ের কোন কারণ নেই। রামপালের ছেলেরা প্রত্যেকে বড় বড় বীর, তারা আসাতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হল।

শূরপাল। চল মা, চল ভাই রামপাল, চলুন মাতুল মথন আমরা এগিয়ে যাই। পুত্রদের অভ্যর্থনা করি প্রাসাদের প্রধান তোরণে গিয়ে।

যৌবনশ্রী। চল চল শূরপাল তোরণে গিয়ে ওদের বুকে করে নিয়ে আসি। ওরে কে আছিস জয়ঢাক, সানাই, শঙ্খ বাজা, আজ যে বড় আনন্দের দিন। এগিয়ে চল এগিয়ে চল আমার বংশধররা নিরাপদে এসে পৌঁছেছে। চল চল।

[সবাই এগিয়ে চলল প্রাসাদের তোরণের দিকে। সানাই, জয়-

ঢাক শঙ্খ আনন্দবিধান করে বেজে উঠল।]

। সপ্তম দৃশ্য ।

[নগর ঠাকুরপুরার রাজপথ। একজন কৈবর্তা চাষী পথ হাটছিল, এমন সময়—]

শার্দুল। পা রাখবারই জায়গা ছিল না, সম্রাট দিব্বোকের দয়ায় এখন অনেক জমির মালিক হয়েছি। আর কি চাই। এখন আমার বাড়ীঘর হয়েছে, চাষের জমি হয়েছে, পুকুর হয়েছে। ক্ষেতে যে ধান হয় সারা বছর আমাদের চলে যায়। আজকাল কারো স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে উপোষ দিতে হয় না। ভগবান শঙ্কর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

(একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। কে রে শার্দুল না ? আমার ধানের জমিগুলি যে এবার চষে দিলি না, অনেক জমি পতিত পড়ে রইল। বড্ড বেড়ে গেছিস তাই না।

শার্দুল। ব্রাহ্মণ মশাই, আমার নিজের জমি চাষ করেই সময় পাই না, তা তোমার জমি চাষ করব কোন্ সময় ? কৈবর্ত রাজের দয়ায় আমরা এখন ভালই আছি।

ব্রাহ্মণ। ঐ কৈবর্ত রাজাটাই তোদের মাথাটা খেয়েছে। ছিলি জেলে আর এখন হয়েছিস রাজার জাত। দেমাক হয়েছে, এখন আর জমি চাষ করবি কেন, যা দশ বিশটে বিয়ে করগে যা।

শার্দুল। আজ্ঞে দশটা বিশটে বিয়ে করাটা আমাদের পৈতৃক পেশা নয় ওটা বামুনদেরই ব্যাপার। আমরা রাজা হলে কি হবে জমি চাষ, মাছধরা সবই আমরা করছি। আর তোমরা হেঃ হেঃ··· (হাসতে লাগল)।

ব্রাহ্মণ। দাঁত বার করে হাসছিস যে ? আমরা কি, বল ব্যাটা বল।

শার্দুল। তোমরা কবে রাজার মন্ত্রী ছিলে এখনও তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছ। ভালভাবে পূজা আচ্চা করবে, তাও করোনা। পুঁথি শাস্তর-গুলিতে মুনিদের লেখা মন্তর কেটে দিয়ে লিখলে কিনা—ব্রাহ্মণ অসভ্য নমঃ নমঃ।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অসভ্য নয়—ব্রাহ্মণভ্যঃ নমো নমঃ। ব্যাটারা অনার্য, জিহ্বায় ঐ উচ্চারণ আসবে কি করে। তা তুইই বল না ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জাত কি না?

শার্দুল। কি করে শেরষ্ঠ হলে বল। জমি চষতে জাননা—নৌকা বাইতে জাননা, কাঠ কাড়া তাও জাননা। তারপর এই ধর মাদুর বুনতে জাননা, ধান কাটতে জাননা, যুদ্ধও করতে জাননা, শুধু জান অং বং চং বলে আতপ চাল ছিটোতে। আর জান লোকের মাথায়…

ব্রাহ্মণ। (রেগে) লোকের মাথায় কি করি বল। বলে ফ্যাল বরাহনন্দন।

শার্দুল। (বেপরোয়া হয়ে)—লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাজ। তবে তোমাদের দিন চলে গেছে, বামুনমশাই লোকে বুঝতে শিখছে। হেঃ হেঃ…

ব্রাহ্মণ। আমাদের দিন চলে গেছে তাই না? দেব এমন এক মন্ত্র ঝেড়ে, সব উল্টেপাল্টে যাবে। তোর কৈবর্তরাজা পর্যন্ত চিৎপটাং হয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে তুইও পপাত ধরণী তলে হবি।

শার্দুল। পড়বার আগে আমি কি আর একা পড়ব পুরোতঠাকুর। তোমাকেও এমনি করে জড়িয়ে নিয়ে পড়ব। (জড়িয়ে ধরল)

ব্রাহ্মণ। এই কি হচ্ছে হতচ্ছাড়া কৈবর্ত। ছাড় ছাড় পড়ে যাব যে, সাত সকালে গায়ে হাত দিচ্ছিস স্নান করতে হবে না। শঠং বাচালম, অনড্ডান, কুষ্মাণ্ড নরকং গচ্ছ।

শার্দুল। আমিও তবে ধর্বিত কচ্ছ। (ব্রাহ্মণের কাছা ধরে দাঁড়িয়ে রইল)। এখন কচ্ছ নিয়ে নরকং গচ্ছ।

ব্রাহ্মণ। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) মুক্ত কচ্ছ করলি ব্যাটা? কোথায় যাব?

শার্দুল। তল্পি তল্পা নিয়ে গঙ্গার ওপারে যাও। সেখানে শূরপাল আর রামপাল তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে গিয়ে প্রাণ খুলে শাস্ত্রের বিধান দাও গে।

ব্রাহ্মণ। এ অনাচার আর সহ্য হয় না। এখানে ব্রাহ্মণদের সম্মান নেই। মহাদেবের ভূতপ্রেতগুলির শুধু পোয়া বারো। (হঠাৎ চিৎকার করে) চলে যাব, যাবার আগে পৈতে ছিঁড়ে তোদের অভিশাপ দিয়ে যাব। কৈবর্ত রাজ্য গোল্লায় যাক্।

(হঠাৎ তূর্য বেজে উঠল, পরম পরাক্রান্ত ঠাকুরপুররাজ রাজা বাসুদেব জয়োস্তু। একজন সৈনিক প্রবেশ করল)

সৈনিক। এই তোরা এখানে কি করছিস? যা পালা। রাজা বাসুদেব ও রাণী এই পথে আসছেন।

ব্রাহ্মণ। (ধাতস্থে উঠে) এই মরেছে এদিকেও রাজা। এ বেটা আবার নিজের মেয়ের সঙ্গে দিব্যোকের বিয়ে দিতে চায়। ওদিকে মেয়েতো পিটটান। কি দরকার পরের কথায় – পালিয়ে যাই। বামুন দেখলেই হয়তো টিকি কেটে নেবে। এই ব্যাটা কাছা ছাড়। [কাছা ছাড়িয়ে পালাল]

সৈনিক। এই তুমি যাচ্ছ না কেন? যাও নইলে বন্দী হবে।

শার্দুল। বন্দী হব কেন? আমাদের আতভাই এখন রাজা হয়েছে জান?

সৈনিক। আরে ব্যাটা আতভাই রাজা হয়েছে দেখে কি তোকে চুমু খাবে? এখন সরবি কি না বল, নইলে এই তরবারি দেখেছিস? মুণ্ডু উড়িয়ে দেব। (তরবারি খুলল)

শার্দুল। রক্ষে কর বাবা সৈনিক। এই আমি চললুম। রাজা রাজরার ব্যাপার দেখছি খুব গোলমেলে। খালি কচাং আর ঘচাং। পালিয়ে বাঁচি। [চলে গেল]

সৈনিক। কৈবর্ত আর ব্রাহ্মণ দুটোই বিদেয় হয়েছে। যাই দেখি গিয়ে ঐদিকের কি অবস্থা, রাজা আসছেন আমি চলি।

(সৈনিক চলে গেল। বিপরীত দিক দিয়ে রাজা বাসুদেব এবং রাণী হাসুর প্রবেশ।)

বাসুদেব। নাটকটা ভালই জমেছে বুঝলে রাণী।

হাসু। ভাল বুঝলাম না রাজা—একটু বুঝিয়ে বলতো রাজা।

বাসুদেব। হাঃ হাঃ বলব বলব রাণী। একেই বলে রাজবুদ্ধি, দাঁড়াও আগে প্রাণভরে হেসেনি। হোঃ হোঃ…।

হাসু। কি হোল মাথা খারাপ হয়েছে নাকি। কি হয়েছে বলবেতো? না হেসেই খুন। আবার হাসছে।

বাসুদেব। হোঃ হোঃ, এখন ভীম গেল রসাতল, আমার মেয়ের বয়েস্রভূমির মহারাণী হতে আর বেশী বাকি নেই।

হাম্‌। ভীম আর ধরিত্রী কি ধরা পড়বে? এক সপ্তাহতো পার হয়ে গেছে।

বাসুদেব। পড়বে মানে? পড়েছে। একটু আগে খবর পেলাম করতোয়া অভিমুখে অগ্রসরমান ভীম এবং ধরিত্রী বন্দী হয়েছে সম্রাট দিব্বোকের সৈন্যবাহিনীর হাতে। এখন বুঝতে পারছ কি ঘটবে।

হাম্‌। আমার ঐ অপদার্থ মেয়েটাকে কি বুড়ো রাজাটা আর বিয়ে করবে?

বাসুদেব। করবেনা মানে আলবাৎ করবে। আমরা আগে থাকতেই এমনি গাইব যাতে রাজা বুঝতে পারে—আমার মেয়ের কোন দোষ নেই, সব দোষ হ্যাঁ ঐ ভীমের।

হাম্‌। ঠিকই তো মেয়ের কোন দোষ নেইই তো। আমার কচি মেয়েটা কি বোঝে বলতো?

বাসুদেব। (জিভ কেটে) নাঃ ছি কিচ্ছু বোঝে না, ভাজা মাছ উল্টেও খেতে জানে না, তাই না রাণী?

হাম্‌রাণী। (হেসে) ঠিক তাই। এখন বল সম্ভাব্য কি ঘটতে যাচ্ছে।

বাসুদেব। হ্যাঁ, যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে ভীম যখন বন্দী তখন তার মৃত্যু হবে শূলে। ছেলের শোকে মারা যাবে তার পিতা রুদক। একদিক সাফ। বাকী রইল বুড়ো রাজা দিব্বোক এবং কন্যা ধরিত্রী।

হাম্‌। আচ্ছা, তারপর।

বাসুদেব। বুড়ো রাজা দিব্বোককে বিয়ে করে সুখী হবেনা আমাদের মেয়ে ধরিত্রী। অসুখী মেয়েকে মন্ত্রণা দিয়ে আস্তে আস্তে বিষিয়ে তুলব। তারপর হঠাৎ যদি দিব্বোক মারা যায় কেউ কি সন্দেহ করবে রাণী?

হাম্‌। (সচকিত হয়ে) না, না তা কেউ করবেনা। কিন্তু···

বাসুদেব। তখন রাজা দিব্বোকের মৃতদেহের সাথে সাথে ধরিত্রীকে সহমরণে যেতে হবেতো কি বল? সেটাইতো পতিব্রতা রমণীর একমাত্র কাজ। তারপর—? আমি হব বরেন্দ্রভূমির সম্রাট আর তুমি···।

হাম্‌। (আনন্দিত হয়ে) মহারাণী। হ্যাঁ দেখ রাজা বাসুদেব এই রাণী

রাণী ডাকটা শুনতে শুনতে কান একদম পচে গেছে। লোকে মহারাণী না বললে মনটা তেমন খুশী হয়না।

বাসুদেব। আমিও তাই বলি মহারাণী? তোমার মহারাণী হতে আর আর বেশী বাকি নেই। যদি ···।

হামু। (রাগত ভাবে) দেখ রাগিওনা, মহারাণী আমাকে হতেই হবে।

বাসুদেব। হ্যা তুমিই হবে বরেন্দ্রভূমির একমাত্র মহারাণী। কিন্তু পরিকল্পনাটা সফল করতে আমাকে সাহায্য করবেতো?

হামু। (আগ্রহের সঙ্গে) কি সাহায্য করতে হবে বলনা রাজা।

বাসুদেব। নারী সহজাত—অভিনয় ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়. সেই অভিনয় ক্ষমতা দিয়ে তুমি প্রথমে দিব্বোকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাও যে তোমার কন্যার কোন দোষ নেই। যত দোষ ঐ ভীমের। বুঝেছ?

হামু। খুব বুঝেছি।

বাসুদেব। তারপর দিব্বোক যাবে ক্ষেপে এবং হুকুম হবে ভীমের প্রাণদণ্ড। এর পরের ধাপগুলি বুঝতেই পারছ রাণী।

হামু। (রাগ করে) আবার রাণী বলছ?

বাসুদেব। ও: মহারাণী।

হামু। (খুশীহয়ে) হ্যা আর তুমি হলে মহারাজা। এস আমরা দুজনে দুজনকে ডেকে এই সম্বোধনটা ঝালিয়ে নি। মহারাজ···

বাসুদেব। মহারাণী।

হামু। মহারাজ।

বাসুদেব। মহারাণী···।

[দুজনে কয়েকবার ডাকাডাকি করল। এমনি সময় তূর্য শোনা গেল সেই সঙ্গে চারণ কণ্ঠ, মানে মহাপ্রভাবশালী মহারাজ দিব্বোকের জয় হোক।

হামু। (ব্যস্ত হয়ে) সম্রাট হয়তো এসে গেছেন।

বাসুদেব। রাণী যা বলেছি সেই রকম অভিনয় করবে।

(দিব্বোকের প্রবেশ)

দিব্বোক। এই যে সামন্তরাজ বাসুদেব এবং রাণী হামু! আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বাসুদেব এবং হামু। বরেন্দ্রভূমির মহান সম্রাট দিব্বোক আপনি আমাদের

নমস্কার গ্রহণ করুন। ঠাকুরপুরা রাজ্যে আপনার আগমনকে আমরা সুস্বাগতম করছি সম্রাট।

দিব্বোক। ধন্যবাদ রাজা বাসুদেব, কিন্তু আপনাদের মুখ বিমর্ষ কেন? চিন্তা করবেন না, আপনাদের কন্যা নিরাপদেই আছেন।

হামু। আমরা আশ্বস্ত হলাম সম্রাট কিন্তু আমরা এর বিচার চাই।

বাসুদেব। হ্যাঁ সম্রাট, আপনাকে এই অনাচারের বিচার করতে হবে।

দিব্বোক। বিচার? কিসের বিচার? কার বিচারের কথা আপনারা বলছেন?

হামু। (কেঁদে উঠল) বিনা অপরাধে যে বিশ্বাসহন্তা জননীর অশ্রু ঝরিয়েছে তার বিচার সম্রাট আপনার রাজকীয় মহিমার সুযোগ নিয়ে সে আমাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, তাকে আমরা অভ্যর্থনাও করেছি। কিন্তু ঘৃণ্য তস্করের মতন আমার কন্যাকে বিভ্রান্ত করে সে তাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল।

বাসুদেব। তারপর সে কন্যা সম্রাটেরই বাগদত্তা। ছিঃ ছিঃ এর প্রতিবিধান চাই সম্রাট। আপনি ধর্মরাজ।

দিব্বোক। আপনারা কি ভীমের কথা বলছেন রাজা বাসুদেব?

বাসুদেব। হ্যাঁ সম্রাট দিব্বোক। আমি জানি যে সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মহাপ্রতিহারের একমাত্র সন্তান। কিন্তু সে যেমন অন্যায় করেছে তখন সে অপরাধী সাজা পাবার যোগ্য। তার বিচার চাই সম্রাট।

হামু আর আপনার বিচার দেখবার জন্য সমগ্র বরেন্দ্রভূমি সাগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। আপনি আপনার বিচারসভা এইখানেই বসান সম্রাট।

দিব্বোক। তাহলে আপনারা বিচার চান এইতো?

দুজনে। (একত্রে) হ্যাঁ সম্রাট।

দিব্বোক। বেশ বিচার আমি করব। এই কে আছ ভীম এবং ধরিত্রীকে এখানে নিয়ে এসো।

(একজন প্রহরী ভীম এবং ধরিত্রীকে হাত-বাঁধা অবস্থায় নিয়ে এল)

ধরিত্রী। মা-বাবা আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

হামু। তোমার প্রণাম নিতে আমাদের লজ্জা করছে ধরিত্রী।

ধরিত্রী। কেন মা ?

হাবু। কেন ? তুমি একবার বাবা মার কথা, তোমার বংশ মর্যাদার কথা ভেবে দেখলে না। বাবা তোমাকে পরম স্নেহে লালন-পালন করেছে, বরেন্দ্রভূমির ভাবী সম্রাজ্ঞী হিসেবে তৈরী করেছে তাদের স্নেহবন্ধন কেটে, তাদের মুখে চুণ-কালি দিয়ে তুমি চলে গেলে এক অর্বাচীন যুবকের সঙ্গে !

ধরিত্রী। ভীম অর্বাচীন যুবক নয় মা, সে বরেন্দ্রভূমির মহান সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র।

বাসুদেব (রেগে উঠল) চুপ কর, সংযত হও। ভীম রীতিমত অন্যায় করেছে, সে অপরাধী। আজ তোমার সঙ্গে দিব্বোকের বিবাহ হবে, কত আনন্দ, কত উৎসব করব এই ইচ্ছা আমাদের ছিল, কিন্তু সব কিছু পণ্ড করার জন্য ভীম তোমাকে চুরি করে বঙ্গদেশের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানে তোমরা বড় আরামে থাকতে, কি বল ?

দিব্বোক। (গোঁফ মুচড়ে) রাজা বাসুদেব, আমি বিচার করব, আপনার অভিযোগ আপনি ব্যক্ত করুন।

বাসুদেব। মহারাজ, আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আমার কন্যাকে বিবাহ করতে। পরিবর্তে আপনি শ্রীনদীর খাসদখল চেয়েছিলেন। একথা কি সত্য নয় সম্রাট ?

দিব্বোক সত্য, রাজা বাসুদেব।

বাসুদেব মহারাজ বিবাহ যখন আসন্ন, ঠাকুরপুরা যখন আনন্দে মুখর ঠিক সেই সময় আর এক কাপুরুষ তারই পিতৃঅগ্রজের জন্য নির্দিষ্ট কন্যাকে গ্রাস করার জন্য রাতের অন্ধকারে হরণ করে নিয়ে চলে গেল, একি অপরাধ নয় সম্রাট ?

দিব্বোক। ভীম কি করে সে সুযোগ পেল ?

হাবু। মহারাজ ভীমকে আমরা সরল বিশ্বাসে অভ্যর্থনা করেছি এবং ধরিত্রীর সঙ্গে মিশতে দিয়েছি। তাছাড়া ভীম আমাদেরই প্রাসাদে এক বন্ধু আবিষ্কার করেছে। বলতে লজ্জা হয় সে আমাদেরই অন্নে পালিত এক ভাঁড়। সেই ভাঁড় ভুবিশ্রেষ্ঠই—ভীম এবং আমাদের কন্যার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়েছে। বিবাহ না

হয় সেই ভাঁড়কে ডাকছি।

দিব্বোক। ডাকুন।

বাসুদেব। প্রতিহারী ভূরিশ্রেষ্ঠকে এখানে নিয়ে এসো।

দিব্বোক। হ্যাঁ এই যে ভীম, তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ?

ভীম। (মাথা নীচু করে) আমায় শাস্তি দিন সম্রাট।

দিব্বোক। ষড়যন্ত্র, ভীষণ এক ষড়যন্ত্র তুমি করেছ আমার বিরুদ্ধে। অপরাধ প্রমাণিত হলে তুমি অবশ্যই শাস্তি পাবে। আর রাজকন্যা।

ধরিত্রী। বলুন সম্রাট।

দিব্বোক। একথা কি সত্য ভীম তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে নিয়ে পালিয়েছিল?

ধরিত্রী। (মাথা নীচু করে) আমি স্বেচ্ছায় ভীমের সঙ্গে গিয়েছিলাম, ভীমকে আমি ভালবাসি।

হামু। মিথ্যে কথা। ভালবাসার ও বোঝে কি? মহারাজ আমার কন্যা বালিকামাত্র। ওর কথার কি মূল্য আছে। ঐ ভীমই ওর মন বিষিয়ে তুলেছে।

বাসুদেব। আপনি ঠিকই বলেছেন সম্রাট, ভীম আপনার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র করেছে। সে শাস্তির যোগ্য।

হামু। বঙ্গদেশে একবার ভীম পৌঁছতে পারলে সেখানে হরিকে নিয়ে শুরু করতো চক্রান্ত। তারপর করতো আপনারই বিরুদ্ধে অভিযান। আমরা তা হতে দিতে পারিনা সম্রাট। ওকে শাস্তি দিন। হ্যাঁ চরম শাস্তি দিয়ে নিষ্কণ্টক হন।

দিবেব্বাক। যথার্থই বলেছেন আপনারা।

(ভূরিশ্রেষ্ঠকে নিয়ে একজন রক্ষীর প্রবেশ)

এই যে ভূরিশ্রেষ্ঠ এসেছে। (ভালকরে দেখে) ভূরিশ্রেষ্ঠ তোমার শরীর এত শীর্ণ কেন?

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (কেঁদে উঠল, মহারাজা রাজা বাসুদেব আমাকে কারাগারে আটকে রেখেছেন। ভাল করে খেতে পর্যন্ত দেন নি। বলছেন আমি নাকি…

বাসুদেব। চুপ কর নির্বোধ ভাঁড়। তোমাকে কারাগারে না রেখে পূজার আসনে বসাতে হবে, তাই না?

ভৃমি। আজ্ঞে ··

বাসুদেব। তুমি আমাদের খেয়ে আমাদেরই সর্বনাশ করেছ। তোমার উচিত শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।

ভৃমি। মৃত্যুদণ্ড কেন দেবেন রাজা বাসুদেব? আমি এমন কি করেছি।

বাসুদেব। এতক্ষণ কি বললাম। তুমি আমার মেয়েকে রাজার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছ। ভীমের চরের কাজ করেছ, পত্র নেয়া দেয়া করেছ। এ যে দারুণ অপরাধ, এ সত্য তোমার মগজে ঢুকছে, পেটুকরাম?

ভৃমি। রাজা বাসুদেব, যারা বেশি খায় তারা যে সবসময় কম বোঝে তা যেন ভাববেন না। যে সম্রাট আমাকে জমি পুকুর দিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন, তাঁর সর্বনাশের কথা আমি ভাবতেই পারি না।

বাসুদেব। হাঁ, তুমি তাই করেছ লোভে পড়ে।

ভৃমি। দেখুন আমি ধনী নই যে আমার ধন আকাঙ্খা থাকবে, রাজাও নই যে সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখব।

হাম্বু। চুপ কর বাতুল।

দিব্যোক। ভৃমিশ্রেষ্ঠ আমার দিকে তাকাও। তুমি যে ঘটনাটি করতে গেলে তুমি কি জানতে না যে রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে?

ভৃমি। (হাতজোড় করে) মহারাজ যদি অভয় দেন তো বলি। ভীম এবং ধরিত্রীর মধ্যে ভালবাসা একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এটা বসন্তকাল ফাল্গুন মাস। গাছে গাছে দেখুন নতুন কিশলয়, নতুন রং-বেরং-এর ফুল। দেখুন কত প্রজাপতি গাছের ফুলে পাতায় বসেছে। গাছ-পাতা-ফুল ওদের অভ্যর্থনা করছে। প্রকৃতিও কেমন সহর্ষ। এদের ভালবাসাও দুটি তরুণ হৃদয়ের মধ্যে খুব স্বাভাবিক আকর্ষণে ঘটেছে। আমি পত্রবাহকের কাজ না করলেও এদের ভালবাসায় দূতালি করার লোকের অভাব হত না সম্রাট। আপনি এদের ক্ষমা করুন।

বাসুদেব। বাঃ বাঃ, ভাঁড় যে আজ যে দেখছি—পণ্ডিতের মতন কথা বলছে। এতদিন এমনি কথা কোথায় ছিল ভৃমিশ্রেষ্ঠ?

ভৃমি। সব জানি রাজা কিন্তু অভাবের জন্য যাকে অন্যের মনোরঞ্জন করে

চলতে হয়, ভাঁড় সাজতে হয় তার মুখে এসব কথা কি করে শুনবেন ?

আপনারা ভাঁড়ের কি দুঃখ কোনদিন খোঁজখবর করে দেখেছেন ? সেটা দেখেছেন এই সম্রাট দিব্বোক। আর দেখেছে এই ভীম এবং ধরিত্রী দেবী।

আমায় বধ করতে চান করুন কিন্তু এই দুইজনকে মুক্তি দিন।

বাসুদেব। না কখনো না।

দিব্বোক। (চিন্তা করে) প্রহরি, মহাপ্রতিহার রুদককে ডাক। তার পুত্রের বিচার তার সামনেই হওয়া উচিত।

[প্রহরি চলে গেল]

হামু। মহারাজ আজ এই বরেন্দ্রভূমির সমস্ত মাতৃজাতির হয়ে আমি বিচার চাইছি। নির্দোষ পিতামাতার বুকে ভীম যে শেল হেনেছে। বিবাহের কন্যাকে অপহরণ করে বরেন্দ্রভূমির সম্রাটকে যে অপমান করেছে তার জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দিন। দয়া দেখাবেন না সম্রাট।

হাঁ৷ আপনি ভীমকে এমনি চরম শাস্তি দেবেন যাতে করে আর কোনদিন কোন যুবক ভুলেও কোন যুবতীর দিকে তাকাতে সাহস না করে।

ভূরি। (ব্যঙ্গ ভরে) আর সেই সঙ্গে সম্রাট এমন একটা কিছু করুন যাতে আর কোনদিন প্রজাপতি বা পতঙ্গ মধু খেতে ফুলের কাছে ঘেঁষতে সাহস না পায়।

হামু। (রেগে) ভাঁড়ের স্পর্ধা দেখেছেন সম্রাট।

(রুদকের প্রবেশ। সকলকে দেখল, বন্দী ভীম এবং ধরিত্রীকেও দেখল কিন্তু মুখ ভাবলেশহীন। সম্রাটকে নমস্কার জানাল।)

রুদক। সম্রাটের জয় হোক। আদেশ করুন।

দিব্বোক। ভাই রুদোক তোমার পুত্র ভীম যে কি অপরাধ করেছে সে সম্পর্কে তুমি কিছু জান ?

রুদক। হ্যাঁ দাদা।

দিব্বোক। উত্তম। দেখ রুদক আমি তাকে বন্দী করেছি।

কনক। (স্থির গলায়) বন্দী হওয়াই তার উচিত।

দিব্বোক। (উত্তেজিত ভাবে) শুধু বন্দী করে আমি ক্ষান্ত নই। মহা-প্রতিহার কনক, আমি তার বিচার করছি, এখন এইখানে। আর আমার বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কনক। এখন তার শাস্তি হবে। (কাছে এসে) শোন তুমি তার শাস্তি সহ্য করতে পারবে?

কনক। পারব দাদা। আমরা কৈবর্ত্ত, আমরা আমাদের রাজ্যে অন্যায়-কারীকে কখনও প্রশ্রয় দেব না। আমি ভীমের শাস্তি নিশ্চয় সহ্য করব সম্রাট।

ধরিত্রী। মহারাজ শাস্তি যদি হয় তবে আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে শাস্তি দেবেন।

দিব্বোক। কি শাস্তি তোমরা চাও? হাতির পায়ের তলে মৃত্যু, না খরস্রোতা আত্রায়ীতে হাত-পা বেঁধে ডুবিয়ে মারা? ঘাতকের খড়্গ, অথবা কেউটে সাপের ছোবল?

ধরিত্রী। আমাদের দুজনকে কেউটে সাপ দিয়ে দংশন করান।

বাসুদেব। সম্রাট আমার কন্যাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না, আপনি ভীমকে শাস্তি দিন সম্রাট।

দিব্বোক। আমার বিচারে দুজনেই অপরাধী—রাজা বাসুদেব। তাই আমি ভীম এবং ধরিত্রীকে একসঙ্গে কঠিন শাস্তি দেব।

ধরিত্রী। (হাসিমুখে) সম্রাট সুবিচারক।

দিব্বোক। (চিৎকার করে) তোমরা তাহলে তোমাদের শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। (ভাঙা গলায়) সেই সঙ্গে আমাকেও হত্যা করুন সম্রাট। আপনার মতো নির্বোধ রাজার রাজত্বে আমি বাঁচতে চাই না। ভীম তোমার জেঠা, দ্বিতীয় মহীপাল থেকেও নির্বোধ, (কেঁদে ফেলে) নইলে তোমাকে শাস্তি দিতে চায়।

ভীম। ধৈর্য ধর ভূরিশ্রেষ্ঠ।

দিব্বোক। আমার বিচারের বাক্য এখনও উচ্চারিত হয়নি। এখনই উতলা হলে চলবে না ভূরিশ্রেষ্ঠ। কঠিন এক শাস্তির কথা আমার মনে এসেছে। যে শাস্তির কথা তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না।

হামু। মহারাজ আপনি আমাদের দুঃখের কথা ভুলবেন না। আপনি শুধু ভীমকেই প্রাণদণ্ড দিন।

বাসুদেব। তাই দিন সম্রাট।

ধরিত্রী। না সম্রাট আপনি প্রাণদণ্ড দিলে দুজনকেই দেবেন।

দিব্বোক। (সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে) দুজনেই অপরাধী, দুজনকেই আমি শাস্তি দেব।
(এগিয়ে এসে বাঁধন খুলে দিল, তারপর দুজনের হাত মিলিয়ে দিল) আজ থেকে ধরিত্রী ভীমের স্ত্রী হল। কোথায় রাজা বাসুদেব বিবাহের আয়োজন করুন। হাঃ হাঃ হাঃ......। (হেসে ভেঙে পড়ল)

ভূরিশ্রেষ্ঠ। সম্রাট মহানুভব। আমার কটূক্তির জন্য ক্ষমা করুন। (নত হয়ে হাত জোড় করে বলল)

বাসুদেব। (হতাশ হয়ে) এই আপনার বিচার সম্রাট?

হামু। এমনি বিশ্রী বিচার আমি কোনদিন দেখিনি।

দিব্বোক। রাজা বাসুদেব, এটা শাস্তি হল না? একজন মানুষকে তার স্ত্রী যা জ্বালাতে পারে শত মৃত্যুও তা পারেনা। তাই ভীমকে কঠিনতম শাস্তি দিলাম। হাঃ হাঃ......।

রুদোক। দাদা আপনার মতন ভাই পেতে জন্মজন্মান্তরের পুণ্যের দরকার। আপনি কি ধাতুতে গড়া বলতে পারেন?

দিব্বোক। মহাপ্রতিহার রুদক, উচ্ছাস পরে হবে। এখন প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য। শূরপাল এবং রামপাল সীমান্ত অতিক্রম করে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেছে।

ভীম। আমিও যুদ্ধে যাব সম্রাট।

দিব্বোক। না ভীম, তুমি এখন এখানকার যুদ্ধ শেষ কর। রুদক চল, আর বিলম্ব নয়। ভূরিশ্রেষ্ঠ তুমি এ বিবাহে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। বিদায় রাজা বাসুদেব, বিদায় রাণী হামু।

[দিব্বোক ও রুদক চলে গেল]

হামু। (নীচু গলায়) বুড়ো রাজার ভীমরতি হয়েছে। দিলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে। মহারাণী আর হতে পারলাম না।

বাসুদেব। হতাশ হয়ো না রাণী। এক পরিকল্পনা ব্যর্থ হল তাতে কি।

আরও আছে। অভিনয় কর, অভিনয় করে যাও।

(হঠাৎ চেঁচিয়ে) চল চল। কি আনন্দ, কি আনন্দ রাণী, আজ ভীম আর ধরিত্রীর বিয়ে। ওরে কে কোথায় আছিস শঙ্খ বাজা, সানাই ঢোল বাজা। চল চল রাণী অনেক কাজ বাকী। ভীম-ধরিত্রী তোমরা প্রাসাদে এসো।

(শঙ্খ, সানাই প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্য বেজে উঠল)

রাণী। সম্রাট মহানুভব, ন্যায্য বিচারই করেছেন। আমরা যাই বিবাহের ব্যবস্থা করি।

[দুজন চলে গেল]

ভীম। প্রাণের বন্ধু ভূরিশ্রেষ্ঠ একি হোল মৃত্যুর পরিবর্তে ফুলের মালা। ধরিত্রী—।

ধরিত্রী। ভাগ্যদেবী এমনিই খামখেয়ালী, কৃপায় কখনও সদয় কখনও নির্দয়। আজ চোখে জল ঝরিয়ে কাল মুখে হাসি ফোটচ্ছে। চলুন প্রাসাদে যাই—বাবামার মতিগতি ঠিক বুঝতে পারছিনা। বিবাহের পরে একমুহূর্তও থাকা এখানে থাকা ঠিক হবে না। বুঝলে?

ভীম। (চিন্তিতভাবে) বুঝেছি।

ভূরিশ্রেষ্ঠ। প্রাণের বন্ধু আপনার বিয়ে হবে, মণ্ডামিঠাই খাব। একটু গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

ভীম। এখন গান নয় বন্ধু, বিয়ের পরে আজ রাত্রেই এখানে থেকে সরে পড়তে হবে। গান পরে অনেক গাইতে পারবে।

ভূরি। ঠিক বলেছো বন্ধু, ঠিক। আমি গিয়ে ঘোড়া ঠিক করি—খুব ভোরেই আমরা চম্পট দেব। রাজা বাসুদেব ঘুম থেকে উঠে দেখবেন চিড়িয়া কাৎ। হাঃ হাঃ……।

[সকলে হাসতে হাসতে চলে গেল।]

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

[স্থান। গঙ্গার পশ্চিমতীরে নগর মহীপাল। পালরাজ্যের অবশিষ্টাংশে আশ্রয় নিয়েছেন রামপাল এবং তার স্ত্রীপুত্ররা। দীর্ঘ বাইশ বৎসর কেটে গেছে। সম্রাট দিব্বোক মৃত, পরবর্তী সম্রাট রুদোকও মারা গেছেন। সম্রাট এখন ভীম। ভীম এখন সম্পূর্ণভাবে চাষী ও চাষের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তার রাজ্য সুসংহত, প্রজাদের অভাব অভিযোগ তিরোহিত প্রায়। রামপালের আক্রমণ ভীতিও কমে এসেছে কারণ বার বার আক্রমণ করে রামপাল পরাজিত হয়েছেন। তার দাদা শূরপাল যুদ্ধে নিহত। রাজমাতা যৌবনশ্রী এবং অনেকেই পরপারে চলে গেছেন। এমনি এক সময় বর্ষার প্রারম্ভে রামপাল এবং তাঁর স্ত্রী মদনাবতীদেবী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে আলাপ করছেন। অপরপারে বরেন্দ্রভূমির দৃষ্টিমাত্র সবুজ রূপরেখা]

রামপাল। (হতাশ হয়ে) গঙ্গার অপরপারে বরেন্দ্রভূমির সবুজ সব গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে মহারাণী মদনাবতী। কিন্তু সেখানে আমাদের আর কোন দিন যাওয়া হবে না।

নাঃ কিছু হোল না। দেখতে দেখতে দীর্ঘ বাইশ বছর কেটে গেল, বরেন্দ্রভূমির উদ্ধার আর হোল না। আর হবেও না। যুদ্ধে দাদা শূরপাল মারা গেলেন, আমাদের পক্ষে কয়েক হাজার সৈন্য প্রাণ দিল। কি কুক্ষণেই যে আমার জন্ম হয়েছিল, কি করি, কি করব বলতে পার মহারাণী ?

মদনাবতী। (সান্ত্বনা দিয়ে) অত ভেঙে পড়লে চলবে কেন সম্রাট। আর একবার চেষ্টা করে দেখুন, ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয় প্রসন্ন হবেন।

রামপাল। (অবুঝের মতন) না, না, না মহারাণী। আর লোকক্ষয় আমি করতে পারবনা। আমার বুঝি মন বলে কিছু নেই ?

মদনাবতী। বীরক্ষয় কি শুধু আপনার দিকেই হয়েছে মহারাজ ? অপরদিকে তাকান, সেখানেও অনেক বীর পরলোকে চলে গেছেন। কৈবর্তরাজ দিব্বোক এবং রুদোক আজ মৃত। তাদেরও বহু

সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছে সম্রাট। দুঃখ করে লাভ কি? শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান আবার লড়াই করুন।

রামপাল। লড়াই করব? কিন্তু কি দিয়ে লড়াই করব বলতে পার মদনাবতী? কোথায় পাব অর্থ, কোথায় পাব সৈন্য। মাতুল মথন আর তার পুত্রদের উপরই বা আর কত নির্ভর করা চলে। তাদেরও তো ধৈর্য বলে একটা জিনিষ আছে।

মদনাবতী। আপনার মাতুল মথন কিংবা তার দুইপুত্র কহ্নদেব আর সুবর্ণদেব সেজন্য একটুও বিরক্ত নন। আবার বলছি মহারাজ উঠে দাঁড়ান, অগ্রসর হন। বুদ্ধি, বল, মিত্র সবই ফিরে পাবেন।

রামপাল। (অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে) উপদেশ দিচ্ছ? দাও। কিন্তু বলতে পার মদনাবতী পরাজিত বীরকে আর কে বিশ্বাস করবে? কেন কিসের আশায়? কোন স্বার্থে? দুনিয়াকে তোমার চিনতে এখনও বাকী আছে মহারাণী। ওকি কিসের গণ্ডোগোল?

(বাইরে গোলমাল এবং কণ্ঠস্বর 'আমায় যেতে দিন'। বিতর্ক। বিত্তপালের প্রবেশ)

বিত্তপাল। বাবা সেই বৃদ্ধমন্ত্রী প্রজাপতি নন্দী আবার এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি বাধা দিয়েছি কারণ সে কৈবর্তরাজ দিব্বোকের কাছে একবার গিয়েছিল মহামন্ত্রী হতে।

রামপাল। সে কি চায় পুত্র?

বিত্তপাল। আপনার সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।

মদনাবতী। তাহলে তাকে ছেড়ে দাও, এখানে আসতে দাও। তার হয়তো কিছু বলার আছে।

বিত্তপাল। ওকে বিশ্বাস করবেন না বাবা আমাদের মন্ত্রী হয়ে ও গিয়েছিল কৈবর্তরাজের কাছে মন্ত্রীত্বের আশায়! ধিক্ ওর লোভকে। সঙ্গে আবার এসেছে ঐ ছেলে সন্ধ্যাকর নন্দী। ওদের বিশ্বাস করবেন না বাবা।

রামপাল। (কঠিন গলায়) আঃ ওকে ছেড়ে দাও বিত্তপাল।

বিত্তপাল। (অসন্তুষ্ট হয়ে) তাই দিচ্ছি বাবা। [প্রস্থান]

মদনাবতী। এতদিন পরে প্রজাপতি নন্দী কেন বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করে আমাদের কাছে এসেছে? এর কারণ কি মহারাজ?

রামপাল। হয়তো দেশত্যাগের কোন কারণ সত্যিই ঘটেছে মদনাবতী। দেখা যাক কি ব্যাপার। ঐ তো বৃদ্ধ প্রজাপতি নন্দী আসছে।

(সন্ধ্যাকর নন্দী ও তারপর পিতা অশিতীপর বৃদ্ধ প্রজাপতি নন্দীর প্রবেশ)

প্রজাপতি। জয় হোক সম্রাট রামপাল। আমি এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে। আবার আপনাকে বরেন্দ্রভূমির সিংহাসনে স্থাপন করতে।

রামপাল। (বিলাপ করে) এতদিন পরে কি মনে পড়ল আমাদের? বহুবার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আজ আর আমার লোকবল, অর্থবল কিছু নেই। আমি পরাজিত, একা, পালবংশের কঙ্কালও বলতে পারেন। কেউ নেই কেউ নেই ...।

সন্ধ্যাকর। বাবা, সম্রাট হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। আপনি কিছু সান্ত্বনার কথা বলুন।

প্রজাপতি। (মধুর সান্ত্বনার স্বরে) কে বলেছে কেউ নেই সম্রাট। এইতো আমরা রয়েছি। আর আছে রাজা মথন এবং তার পুত্রগণ। তাছাড়া আছে আপনার বীর পুত্রগণ এবং এপারের অনেক সামন্তরাজা।

রামপাল। সামন্তরাজা? তারা কেন আসবে প্রজাপতি নন্দী? তারা কিসের স্বার্থে আমাকে সাহায্য করতে আসবে? দুনিয়ায় বিনা স্বার্থে কেউ এক পাও বাড়ায় না মন্ত্রী। এতদিন যুদ্ধ করে আসছি কোথায় মাতুল ছাড়া কোন রাজা তো সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

প্রজাপতি। ঠিক কথা, অত্যন্ত খাঁটি কথা আপনি বলেছেন সম্রাট। ঐ স্বার্থ আছে বলেইতো আপনার রাজ্য উদ্ধারের আশা এখনো মিলিয়ে যায়নি। রাজাদের সামনে লোভের টোপ ফেলুন, দেখবেন তারা সবাই আসবে।

রামপাল। এখন হেঁয়ালী করবেন না মন্ত্রী, কি ইঙ্গিত করছেন খুলে বলুন।

প্রজাপতি। বরেন্দ্রভূমিতে কতজন সামন্তরাজা আপনার বিপক্ষে ছিলেন?

রামপাল। অন্ততঃ চতুর্দশজন তো হবেই।

প্রজাপতি। আর এপারে কতজন সামন্তরাজা আছেন মহারাজ?

রামপাল। তা ঐরকমই হবে।

প্রজাপতি। এপারের সামন্তরাজাদের আপনি কেন যুদ্ধে আহ্বান করলেন না?

রামপাল। ঐ তো বললাম, কি দেখে তারা আসবে? আমি নিঃস্ব তাদের কিছু দিতে পারবনা বলে আহ্বান করিনি।

প্রজাপতি। তাদের লোভ দেখাতে হবে মহারাজ। তারা বরেন্দ্রভূমির মাটি চায়না, চায় অর্থ, ঐশ্বর্য, নারী এবং খ্যাতি। সেই লোভ তাদের আপনি দেখাবেন, যার যা দাবি এখন মেনে নেবেন। আগে যুদ্ধে জয়লাভ করি, পরে দেখা যাবে।

রামপাল। চমৎকার পরামর্শ মন্ত্রী। এখন যেন মনে হচ্ছে আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধে জয়লাভ হতেও পারে।

মদনাবতী। হ্যাঁ সম্রাট যুদ্ধে জয়লাভতো হবেই। আপনি প্রজাপতি নন্দীকে মহামন্ত্রী নিযুক্ত করুন।

রামপাল। হ্যাঁ আমি এই মুহূর্তে আপনাকে আমার মহামন্ত্রী নিযুক্ত করলাম প্রজাপতি নন্দী। এবারে বলুন কেমন করে আমি ঐ সব সামন্ত রাজাদের হাত করব?

সন্ধ্যাকর। রামচন্দ্র যেমন মিতালি করে বনের বানরদের নিয়ে রাবণ বধ করেছিলেন আপনিও তেমনি সামন্তরাজাদের নিয়ে ভীমকে বধ করুন।

মদনাবতী। কবি সন্ধ্যাকর কি এই নিয়ে কাব্য লিখবেন নাকি?

সন্ধ্যাকর। অবশ্যই মহারাণী। বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের পরে দ্ব্যর্থভাষায় আমি রচনা করব নতুন রামায়ণ। তার নায়ক হবেন ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র আর কলিযুগের রামপাল। তার সূচনা আমি দেখতে পাচ্ছি মহারাণী।

প্রজাপতি। এসব উচ্ছ্বাস পরে হবে। এখন কাজের কথা। আচ্ছা এপারে আপনার মাতুল এবং তার পুত্রগণ ব্যতীত এপারের অন্য সামন্ত রাজাদের নাম করুন।

রামপাল। মগধ অধিপতি ভীমযশা আছেন।

প্রজাপতি। হ্যাঁ বীরশ্রেষ্ঠ তিনি। আর…

রামপাল। দক্ষিণের কোটাটবি রাজ্যের রাজা বীরগুণ আছেন, দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ রয়েছেন। দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ, অপর-মন্দারের রাজা লক্ষ্মীশূর, কৈজঙ্গলীর রাজা রুদ্রশিখর, উচ্চালরাজা

ভাস্কর, ঢেকুরির রাজা প্রতাপ সিংহ এরা সবাই বড় বড় বীর এবং এদের সৈন্যবলও আছে।

সন্ধ্যাকর। তাছাড়া আছেন কযঙ্গলের রাজা নরসিংহার্জুন সঙ্কট গ্রামের সঙ্কটার্জুন।

রামপাল। মহামন্ত্রী আরও আছেন নিদ্রাবলদেশের রাজা বিজয়, কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরাপবর্দ্ধন এবং পদবঙ্কার রাজা সোম।

প্রজাপতি। তাহলে সম্রাট এরা যদি আপনাকে সাহায্য করেন তবে আপনার আপনার কি মনে হয় না যে যুদ্ধে জয়লাভ করবেন ?

রামপাল। [মুহূর্তে রামপালের চেহারা পাল্টে গেল। সে যেন হিংসাশ্রয়ী হয়ে বিকট চেহারায় পরিবর্তিত হল]

তাহলে একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন ভীমের টুটি চেপে ধরে··· ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।··

(হঠাৎ হেসে উঠে) বুঝেছি মন্ত্রী বুঝেছি······আপনার কূট-কৌশল আমি বুঝেছি। প্রতিশোধ চাই প্রতিশোধ।

মদনাবতী। (আস্তে) এই তো সম্রাট আত্মা ফিরে পেয়েছেন। বাঁচা গেল···। মহারাজ আমি যাই—মহামন্ত্রীর বাসস্থান এবং আহারের ব্যবস্থা করতে। আপনি মহামন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করুন···। যুদ্ধে আমরা জিতবই।

রামপাল। হাঁ। এখন আশা হচ্ছে। ঠিক আছে···তাই যাও মহারাণী। তুমি তোমার কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালকে প্রস্তুত থাকতে বলবে। সে আমার সঙ্গে যাবে রাজাদের দুয়ারে দুয়ারে।

মদনাবতী। তাই হোক সম্রাট। আপনার জয়যাত্রা আবার সুরু হোক। মদনপাল প্রস্তুত থাকবে।

[চলে গেল]

রামপাল। (আনন্দিত হয়ে। মহামন্ত্রী আগামী কালই আমি যাত্রা করছি রাজাদের কাছে। একবছরের মধ্যে আমি তাদের সাহায্য নিয়ে ফিরব। তারপর দেখব ভীম তোমাদের কৈবর্ত্ত্য রাজত্ব কি করে টেকে। তুমি আমাকে দ্বিতীয় মহীপাল পাওনি। রাজ্য আমি উদ্ধার করবই।

প্রজাপতি। তার সূচনা আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি মহারাজ। আপনার কপালে সুস্পষ্ট রাজটিকা।

রামপাল। সত্যি মহামন্ত্রী ?

প্রজাপতি। একসত্য মহারাজ। আপনি সম্রাট হলে আমি হব বরেন্দ্রভূমির প্রকৃত মহামন্ত্রী। তারপর আবার আমার হৃত সম্পত্তির উদ্ধার করব। ভীম তুমি আমার সব সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছ। এ অপমান আমি জীবন থাকতে বিস্মৃত হব না।

রামপাল। ভীম আপনার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে একি সত্য শুনছি মহামন্ত্রী ? বলুন কি ঘটেছে।

প্রজাপতি। সত্যি সম্রাট সত্যি। বরেন্দ্রভূমিতে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে চাষীই শুধু হবে জমির মালিক। তাই পালরাজাদের কাছ থেকে যে সম্পত্তি পেয়েছিলাম, তা কেড়ে নিলে ঐ কৈবর্তরাজ ভীম। শুধু ভদ্রাসন ছাড়া আমাদের সামান্যজমি মাত্র আছে।

রামপাল। তারপর ?

প্রজাপতি। এই বৃদ্ধ বয়সে অপমান ভুলতে একদিন গৌড়ের প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে গভীর রাতে গঙ্গা পার হয়ে এখানে এলুম। প্রতিশোধ চাই সম্রাট প্রতিশোধ। দেখাতে চাই এখনও চাষী-জেলের চেয়ে মন্ত্রীর বুদ্ধি ঢের বড়। হাঃ হাঃ……

রামপাল। (গম্ভীর হয়ে) তাহলে ভালই হল। আপনার প্রতিহিংসার আগুনে মিলে যাক আমার প্রতিহিংসার আগুন। সৃষ্টি হোক দাবানল। (চিৎকার করে) যুদ্ধ আক্রমণ ধ্বংস মৃত্যু চাই মহামন্ত্রী।

সন্ধ্যাকর। হ্যাঁ, সেই দাবানলে জ্বলে পুড়ে মরবে কৈবর্তরাজ ভীম এবং তার বন্ধু-আত্মীয় সবাই। আপনি তৎপর হন সম্রাট। উপযুক্ত সময় এসেছে। তাহলে……

প্রজাপতি। তাহলে আগামীকাল আপনি রওনা হয়ে যান সম্রাট এবং ঐ এক কথা যে যা দাবী করে রাজী হবেন। ভয় নেই এখনতো কিছুই দিতে হচ্ছেনা। শুধু লোভ দেখিয়ে দলে টেনে আনুন। তারপর…বুঝলেন।

রামপাল। বুঝেছি। তাহলে আমি প্রাসাদে যাচ্ছি প্রস্তুতির জন্য।

আপনি ও সন্ধ্যাকর এখানে অবস্থান করুন। আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি আপনি আমার মহামাত্য নিযুক্ত হয়েছেন।

[প্রস্থান]

সন্ধ্যাকর। রামপাল চলে গেলেন। পালবংশের সম্রাট গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপালের বংশধর। অথচ অবস্থা বিপাকে পড়ে রামপালের কি দৈন্যদশা। সাধারণ বেশভূষা, মুখ শুকনো। চোখে মুখে ক্লান্তি আর দারিদ্র্যের ছাপ পড়েছে। মহারাণী মদনাবতীর গায়ে নেই কোন অলঙ্কার। হয়তো যুদ্ধের জন্য বিক্রি হয়ে গেছে। রামপালের জন্য আমার দুঃখ হয়। রামপালকে আমি ভালবাসি বাবা।

প্রজাপতি। অবশ্যই ভালবাসবে—ভালবাসারই উপযুক্ত পাত্র হল রামপাল। কি জানি ভবিষ্যৎ কি ইঙ্গিত করছে, হয় তো আমার মৃত্যুর পরে তুমিই হবে বরেন্দ্রভূমির মহামন্ত্রী।

সন্ধ্যাকর। আমি মহামন্ত্রী হতে চাই না বাবা।

প্রজাপতি। (অবাক হয়ে) তবে কি তোমার ইচ্ছা পুত্র ?

সন্ধ্যাকর। আমি পাল যুগের একজন যুগন্ধর কবি হতে চাই। যুগ যুগ কেটে যাবে মানুষের মানুষের পর মানুষ পৃথিবীতে আসবে একদিন ত পালযুগও বিলুপ্ত হবে কিন্তু আমার কাব্য এক ঝলক আলোক নিয়ে ভবিষ্যতের মানুষের জন্য বেঁচে থাকবে। এই আমার ইচ্ছা পিতা।

প্রজাপতি। (অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে উঠল) কবি ? কবি হয়ে কি ফল হবে ? সারাজীবন দারিদ্র্য আর ছেঁড়া কাপড় নিয়ে কাটাতে হবে। এ তোমার অবাস্তব ইচ্ছা পুত্র। তার চেয়ে আশা কর রামপাল রাজ্য ফিরে পেলে তোমার যাতে একটা বড়সড় রকমের কর্ম জোটে। তারপর, আমি মরে গেলে তুমি যাতে মহামন্ত্রী হতে পার সেই চেষ্টা কর।

সন্ধ্যাকর। বাবা।

প্রজাপতি। পৃথিবী যোগ্য আর গুণী লোককে সম্মান করে সন্ধ্যাকর। চিন্তা কর আমি মরে গেলে তুমি এ রাজ্যের মহামন্ত্রী হয়েছ তারপর অপ্রতিহত ক্ষমতায় রাজ্যশাসন করছ। তোমার কটাক্ষে কেউ

ধনী হচ্ছে, কেউ নিঃস্ব হচ্ছে, কারুর বা প্রাণদণ্ড হচ্ছে। উঃ দেখি আনন্দ সে সুখ তুমি চিন্তা করতে পারছনা পুত্র। তার তুলনায় তোমার কবিযশ অতিতুচ্ছ।

সন্ধ্যাকর। না তুচ্ছ নয় বাবা। সরস্বতীর স্নেহ কৃপা দৃষ্টি যার উপর পড়েছে সে বীণা ঝঙ্কারে যুগ যুগ ধরে মানব জাতিকে পরিতৃপ্ত করে। তাকে মানুষ সযত্নে বুকের মধ্যে পালন করে। এ সুখের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই।

প্রজাপতি। কি সব আবোল তাবোল বকছ সন্ধ্যাকর। তুমি মারা যাওয়ার পরে কে তোমাকে সুখ্যাতি করল তা কি তুমি দেখতে পাবে? বর্তমানের দিকে দৃষ্টি ফেরাও পুত্র, সুখী হবে।

সন্ধ্যাকর বর্তমানকে আমি অবহেলা করছিনা বাবা। বর্তমানের বুকে বসে আমি বর্তমানকে উপজীব্য করে এমন কিছু রচনা করব যা ভবিষ্যতে অমরত্ব লাভ করবে। কে জানতো রঘুপতি রামকে যদি না বাল্মিকী রামায়ণ লিখতেন?

প্রজাপতি নাঃ তোমার মাথায় সব আজগুবি উদ্ভট চিন্তা ঢুকেছে। আচ্ছা পরে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। এখন অনেক কাজ বাকী। রামপাল আগামী এক বছর এখানে অনুপস্থিত থাকছেন। আমাকে এই সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমিতে কূটনৈতিক কাজ চালাতে হবে। এতে ভাল কয়েকজন গুপ্তচর চাই।

সন্ধ্যাকর। গুপ্তচররা কি কাজ করবে বাবা?

প্রজাপতি তারা বরেন্দ্রভূমির প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াবে, সেখানকার সামন্তরাজাদের মন ভীমের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলবে। আর রাজপুরুষদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক খুঁজে বার করবে। বুঝলে…? যুদ্ধ জয় শুধু হাতাহাতি লড়াই করা নয়।

(রাজা মথনের প্রবেশ)

মথন। রামপাল কোথায়? আপনি কে? মহাশয়কে কোথায় যেন দেখেছি। ঢিলে ঢালা জামা কাপড় এবং কিস্কিৎভূমি দেখে মনে হচ্ছে যেন বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী।

প্রজাপতি। —আজ্ঞে ঠিকই ধরেছেন আপনি। আপনার দৃষ্টিশক্তিকে যথেষ্ট প্রশংসা করতে হয়। এখন বলুন তো আমার সম্পর্কে আপনি

আর কি বুঝতে পারলেন ?

মথন। (ভাল করে দেখে) মহাশয়কে দেখে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি মনে হচ্ছে তবে বিমর্ষ মুখ দেখে মনে হয় বর্তমানে দুর্দশায় পড়েছেন। চোখের তির্যক চাউনি এবং কপালে গভীর কুঞ্চন রেখা দেখে মনে হয় কূট পরামর্শ ইত্যাদিতে পারদর্শী। আর…।

প্রজাপতি। আর বলতে হবে না। যথার্থই বলেছেন। এবারে আমি আপনার সম্পর্কে কিছু বলব কি ?

মথন। (উৎসাহিত হয়ে) বলুন, বিলক্ষণ বলবেন।

প্রজাপতি। মহাশয়ের সম্ভ্রমপূর্ণ মুখ এবং পোষাক দেখে মনে হয় কোন রাজপুরুষ হবেন। সুগঠিত শরীর দেখে অস্ত্রের দাগ দেখে মনে হয় যুদ্ধ করা অভ্যাস আছে। মুখ দেখে মনে হয় সর্বসুখে থেকেও কোন অশান্তিতে ভুগছেন। যেজন্য…।

মথন। ঠিক, ঠিক বলেছেন। এবার ঐ শ্রীমুখে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করুন।

প্রজাপতি। আজ্ঞে, আমি হলাম প্রজাপতি নন্দী। রামপালের পিতার আমলে মন্ত্রী ছিলাম, আবার দ্বিতীয় মহীপালের সময়ও মন্ত্রী ছিলাম, রামপাল আমাকে মহামন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন।

মথন। (সচকিত হয়ে) আরে আরে, আপনি সেই ধুরন্ধর কূটকৌশলী মন্ত্রী প্রজাপতি নন্দী ? যার বুদ্ধির বেড়াপাকে পড়ে বাঘ ও ছাগল হিংসা ভুলে যায়। হ্যাঁ, আরও শুনেছি—মহাশয়ের বামকর্ণে একটি লৌহশলাকা প্রবেশ করালে সেটি মস্তিষ্কের আবর্তে পড়ে ডান কান দিয়ে জিলাপীর আকৃতি নিয়ে বের হয়ে আসে। নমস্কার গ্রহণ করুন মহামন্ত্রী মশাই। কি সৌভাগ্য আমার যে আপনার সঙ্গে পরিচিত হলাম।

প্রজাপতি। তখনই জানি অঙ্গদেশের এই রাজপুরুষ আমার পরিচয় পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। দেখলে, সন্ধ্যাকর নন্দী মহামন্ত্রীর খ্যাতি দেখলে তো ? আর তুমি কিনা মন্ত্রী হতে চাওনা।

সন্ধ্যাকর। দেখার তো এখন শেষ হয়নি বাবা। আপনি কথা বলুন। আমি বরং আমাদের বাসস্থান এবং অন্যান্য ব্যবস্থা দেখে আসি।

প্রজাপতি। (কটমট করে তাকিয়ে) তুমি বড্ড একগুঁয়ে সন্তান। যাও যাও

তাই দেখগে। [সভাকর চলে গেল]

মথন। কিছু বলছেন, মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। হ্যাঁ বলছিলাম এখানে আপনি যদি আপনার পরিচয় ব্যক্ত করেন তাহলে বাধিত হব।

মথন। আজ্ঞে আমার নাম হল মথন, আমি অঙ্গদেশের ক্ষুদ্র রাজা এবং সম্পর্কে রামপালের মাতুল।

প্রজাপতি। (সভয় হয়ে) এ্যাঁ কি বললেন, রাজা মথন ? রামপালের মহামান্য মাতুল মথন, মহাবীর মথন ? আমি কি চোখে সর্ষে ফুল দেখছি ? না কি প্রহসন করছেন। হ্যাঁ ঐতো রাজঅঙ্গুরীয়তে আপনার নাম খোদাই করা। (হাতজোড় করে) আমাকে ক্ষমা করুন রাজা মথন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিন।

(আভূমি নত হয়ে প্রণাম)

মথন। বেশ বেশ খুশী হলাম। তা আপনি এতদিন পরে বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করে রামপালের কাছে চলে এলেন যে ? কি অভিপ্রায় বলুনতো মহামন্ত্রী ?

প্রজাপতি। আমি বিতাড়িত। বর্তমানে অভিপ্রায় কৈবর্তগুলিকে শিক্ষা দেওয়া এবং কৈবর্তরাজত্বকে উচ্ছন্নে পাঠান।

মথন। উদ্দেশ্য মহৎ এবং আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে মিল আছে কিন্তু বিতাড়িত কেন হলেন সেটাতো বললেন না মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। এতদিন রাজা দিব্যোকের এবং তার ভাই রুদোকের রাজত্বে বেশ ছিলাম। কিন্তু ভীম এখন চাষী এবং ছোটলোকদের নিয়ে মেতেছে এবং ঘোষণা করেছে যে জমির মালিক চাষী, পুকুরের মালিক জেলে, বাগানের মালিক মালি।

মথন। বলছেন কি ?

প্রজাপতি। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি রাজা মথন। ফলে পালরাজবংশ আমাকে যে ভূসম্পত্তি দান করেছিল সেগুলি ভীম সব প্রজাদের মধ্যে বিলি করে তাদেরই মালিক করে দিয়েছে। এরপর কি বরেন্দ্রভূমিতে থাকা যায় রাজা মথন ?

মথন। কখনই নয়।

প্রজাপতি। আমি তাই প্রতিজ্ঞা করেছি ভীমের রাজত্ব উচ্ছেদ করে তবে

বরেন্দ্রভূমিতে ফিরব। রাজা মথন, প্রজাপতি নন্দী যে প্রতিজ্ঞা করে তা সে পালন করবে নইলে এই গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করব।

মথন। (আপন মনে) লোকটা যখন অপমানিত এবং উৎপীড়িত হয়েছে তখন একে কাজে লাগবে। তারপর প্রজাপতি নন্দী একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি। দেখা যাক্ এর পরিকল্পনাটা কিরকম।

প্রজাপতি। রাজা মথন আপনার মনে কি আমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ আছে? তাহলে বলুন অন্য পথ দেখি।

মথন। (ব্যস্ত হয়ে) আরে না না মহামন্ত্রী। আপনার বিশ্বস্ততা বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথটা কিরকম ভেবেছেন বলুনতো?

প্রজাপতি। তাহলে এগিয়ে আসুন, কাছে।

মথন। (হকচকিয়ে) কেন?

প্রজাপতি। জোরে বললে শুনতে পাবে যে সবাই। পরিকল্পনা কেউ শুনলে তাতে কাজ হয় না। বুঝেছেন?

মথন। এখানে কে আছে যে শুনতে পাবে। বৃথা ভয় করছেন আপনি। গোপন কথা শুনবার লোক এখানে কেউ নেই।

প্রজাপতি। (আস্তে আস্তে) আছে আছে মহারাজ আছে। কাউকে বিশ্বাস করবেন না যেন। বাতাস আমাদের মন্ত্রণা বয়ে নিয়ে যাবে, গাছ সুযোগ পেলে গোপন কথা ফিসফিস করে বলে দেবে। আপনি কি জানেন না যে গোপন কথা সবাই ফাঁস করে দিতে উন্মুখ?

মথন। তাইতো? তাহলে কি করব?

প্রজাপতি। আমার মুখের কাছে কান এনে কথা শুনুন। যাকে বলে কান কামড়ে কথা বলা তাই বলব।

মথন। (অগ্রসর হয়ে) এবারে বলুন আপনার গোপন কথা।

প্রজাপতি। প্রথম হল রামপাল যাচ্ছেন, দক্ষিণ ও পশ্চিমের সামন্ত রাজাদের কাছে সাহায্য চাইতে। যে যা চাইবে, রামপাল দেবেন।

মথন। (ঠোঁট উল্টে) হলনা, রামপাল প্রচুর অর্থ পাবেন কোথায়?

প্রজাপতি। (চোখ টিপে) আঃ রাজা মথন, শুধু প্রতিশ্রুতি দেবেন। এখন কিছুই দেবেন না। যুদ্ধে জিতলে দেবেন, না জিতলে সে প্রশ্ন

উঠবেই না। বুঝলেন?

মথন। (উল্লসিত হয়ে) বুঝেছি, বুঝেছি ধুরন্ধর নন্দী।

প্রজাপতি। (আহত হয়ে) আজ্ঞে, ধুরন্ধর নন্দী নয়, আমার নাম প্রজাপতি নন্দী। আমি মহামাত্য।

মথন। (জিভ কেটে) ভুল হয়ে গেছে মহামন্ত্রী। ক্ষমা করবেন। তারপর।

প্রজাপতি। তারপর কিছু গুপ্তচর চাই। শত্রুভূমিতে পাঠাতে হবে।

মথন। কেন?

প্রজাপতি। কেউ যাবে বিশ্বাসঘাতক খুঁজতে, কেউ যাবে রামপালের জাতভাই সেনক্ষত্রিয়দের মন ভাঙাতে। তাছাড়া আর একজন যাবে ভীমের মন্ত্রী হরিকে লোভ দেখিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ করতে। বুঝতে পারলেন কি?

মথন। পারিনি আবার। আমি আজই গুপ্তচরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তার আগে রামপালের কাছে যাই দেখা করতে। সেতো কাল সকালেই প্রাসাদ ত্যাগ করছে।

প্রজাপতি। তাহলে যান। আমিও যাচ্ছি বিশ্রাম করতে। এই একবৎসরে ভীমের রাজ্য এলোমেলো করে দেব। ভীম জানে না রাজত্ব করা শুধু প্রজাদের খুশী করা নয়। তাহলে বিদায় রাজা মথন।

মথন। বিদায় (চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এল) আমার একটা গোপন কথা আছে।

প্রজাপতি। বলুন।

মথন। (মাথা নেড়ে) দূরে থেকে তো হবে না।

প্রজাপতি। (একটু এগিয়ে এসে) বলুন।

মথন। (গম্ভীর হয়ে) উঁহু, আমার মুখের কাছে কান আনুন। গোপন কথা কেউ যদি শুনে ফেলে।

প্রজাপতি। খুব গোপন কথা?

মথন। আজ্ঞে হাঁ। খুব গোপন কথা।

প্রজাপতি। (এগিয়ে এসে কান মথনের মুখের কাছে নিল) এই বার বলুন।

মথন। বলছি (কানটা দাঁত দিয়ে কামড়ে দিল।)

প্রজাপতি। উঃ উঃ, কানটা কামড়ে দিলেন যে। উঃ উঃ, কানটা গেল

জলছে।......   (এক পাকে সরে দাঁড়াল)

মদন। সরে গেলেন যে? গোপন কথাটা যে বলাই হল না। আসুন, এগিয়ে আসুন।

প্রজাপতি। (কানে হাত দিয়ে) উঃ কানটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন আর কি। না না আপনার সঙ্গে কোন গোপন কথা আমার থাকতে পারে না। সে হবে মহারাজ রামপালের সঙ্গে। আমি এবারে পালাই। [চলে গেল]

মদন। (হাসতে হাসতে) হাঃ হাঃ ধুরন্ধর লোকটা জব্দ হয়েছে। লোকটা বলছে কৈবর্তর চেয়ে মন্ত্রীর বুদ্ধি বড়। আর আমি দেখিয়ে দিলাম, মন্ত্রীর চেয়ে রাজার বুদ্ধি বড়। হাঃ হাঃ...। (হঠাৎ হাসি থামিয়ে) কিন্তু লোকটাকে দিয়ে কাজ হবে। যাই রামপালের সঙ্গে দেখা করিগে।

[চলে গেল]

॥ নবম দৃশ্য ॥

[বরেন্দ্রভূমির বিশাল মহীপাল দীঘির তীরে দাঁড়িয়ে দুই গুপ্তচর মদন এবং বিষ্ণু কথাবার্তা বলছে। সময় মধ্যাহ্ন।]

মদন। বরেন্দ্রভূমি আজ তিনমাস ধরে ঘুরছি কিন্তু কোন ছিদ্র পাচ্ছিনা যাতে বিভেদ লাগাতে পারি। এমন কি রামপালের জাত ভাই ঐ দেশজক্ষত্রিয়গুলি পর্যন্ত মুখ খুলছে না। মহামুস্কিল হল তো।

বিষ্ণু। আমারও সেই বিপদ। বামুনগুলিও হয়েছে তেমনি, একটু আধটু ক্ষেপিয়েছো। তোদের মান সম্মান অনেক কমে গেছে, তোরা চুপ আছিস্ কেন। না, বলে কিনা ভীমের রাজ্যে ভালই আছি। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা আছে, জিনিসপত্রের দাম কম। বলে ব্রাহ্মণদের পূজা আর্চায় লাভও ভাল হচ্ছে।

মদন। আসল কথা তাই বল দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে খুব একটা অভাব অসন্তোষ নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি লোকগুলি গরীব কিন্তু আসলে ঐশ্বর্য ভাগ করে দেওয়ার ফল এটা।

বিন্দু। বুঝলাম না।

মদন। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। দেশে আমরা বড়লোকদের ঐশ্বর্য্য দেখি কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক যে না খেয়ে থাকে সেটা আমরা দেখি না।

বিন্দু। ঠিক কথা বলেছ।

মদন। এখানে এই বরেন্দ্রভূমিতে হয়েছে অন্যরকম, এখানে পেট মোটা লোকগুলির জমি কেড়ে নিয়ে ভীম গরীবদের বিলি করেছে। ফলে গরীবরা ভালই আছে।

বিন্দু। তবে এ পারের সামন্ত রাজারা এবং বড় লোকগুলো খুব চটেছে। ওরা শুনছি দল পাকাচ্ছে। এখন শুধু একটু নেতৃত্ব দিতে পারলে ফল ফলতে পারে।

মদন। আচ্ছা বিন্দু রাজার যে বন্ধু হরি আছে সেই তো রাজ্য রক্ষা করছে এবং দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখছে। তার কাছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনন্ত শর্মাকে পাঠান হয়েছে। তার খবর কি?

বিন্দু তারও আজ এখানে আসার কথা আছে। অনন্তশর্মা খুব চালাক হয়তো কিছু একটা হতে পারে।

মদন। হরিকে যদি আমরা ভাগিয়ে আনতে পারি তাহলে ভীম সহজে পরাজিত হবে।

বিন্দু। কিন্তু হরিকে কি ভাঙান যাবে? সেতো এমনিতেই ভীমের বন্ধু, তারপর তার পদমর্যাদা আছে। তার কিসের অভাব যে সে ভীমের বিরুদ্ধে যাবে?

মদন। ঐখানেই তো ভাই ধাঁধাঁ। যারা গরীব দীনদরিদ্র তারা দুমুঠো অন্ন পেলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু যারা ধনী তারা আরও চায়। সেনাপতি রাজা হতে চায়, রাজা চায় সম্রাট হতে। সেইজন্যই বলছি অনন্তশর্মা যদি ঠিক মতন মন্ত্রণার বীজ হরির হৃদয়ে রোপণ করতে পারে, তাহলে ফল ফলতেও পারে।

বিন্দু। ঠিকই বলেছ, তারপর হরি আবার একসময়ে রামপালের বন্ধু ছিল। তার একটা দুর্বলতা থাকতেও পারে।

মদন। আমার মনে হয় ওসব দুর্বলতা টুর্বলতা বাজে কথা। হরি যদি টলে তবে লোকে পড়ে টলতে পারে। ভীমের রাজ্যে হরি মন্ত্রী, অতএব তাকে বরেন্দ্রভূমির অর্দ্ধরাজ্যের লোভ দেখাতে হবে।

তবে সে আসতে পারে।

বিষ্ণু। কথাগুলি তাঁহারই বলছ। দেখছি কূটকৌশলী মন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর কথাই ঠিক, সবাইকেই কেনা যায়। প্রত্যেকের লোভ আছে। তাই টাকা দিয়ে কাউকে, কাউকে ভূমি দিয়ে, কাউকে নারী দিয়ে আবার কাউকে যশ, খ্যাতি ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে কেনা যাবে। লোকটা দেখছি সত্যিই একটা বাস্তু ঘুঘু।

মদন। আবার দেখ প্রজাপতি, নন্দীরও লোভ আছে। সে স্বপ্ন দেখছে বরেন্দ্রভূমির মহামন্ত্রী হবে।

বিষ্ণু। তাইতো ঠিকই বলেছ। আচ্ছা রাজা মথনের কি কোন স্বার্থ আছে? মথনের হয়তো কোন লোভ নেই।

মদন। নেই? নিশ্চয় আছে। রামপাল পুনরায় বরেন্দ্রভূমি ফিরে পেলে গৌড় বরেন্দ্রভূমিতে সামন্ত রাজাদের চোখে রাজা মথনের সম্মান অনেক বেড়ে যাবে।

বিষ্ণু। কেন? মথনের সম্মান এখন কি কম আছে?

মদন। আছে ঠিক কথা কিন্তু তখন রামপালকে রাজা তৈরী করে দেবার জন্য সম্মান আরও বেড়ে যাবে। বুঝলে হে বুদ্ধিমান।

বিষ্ণু। সত্যি কথা। আরে ঐ দেখ কে একজন লোক এদিকে আসছে যেন। মনে হচ্ছে যেন একজন বরকন্দাজ।

(বরকন্দাজের প্রবেশ)

বরকন্দাজ। এই দুপুরে মহীপাল দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে তোমরা কি করছ? নিশ্চয় রাজার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছ।

মদন ও বিষ্ণু (একসঙ্গে)। ষড়যন্ত্র? ক্ষেপেছ।

বরকন্দাজ। (লাঠি ঠুকে) তবে এখানে কি ঠুংরি গাইতে এসেছ?

মদন ও বিষ্ণু আজ্ঞে না, আমরা এখানে নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনা করছিলাম।

বরকন্দাজ। দুজনেই একসঙ্গে একই আলোচনা করছিলে? আশ্চর্য।

মদন। আজ্ঞে ব্যাপারটা কি জানেন আমি আমার স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের কথা বলতেই ও ভব্ ভব্ করে নিজের স্ত্রীর কথা বলতে শুরু করল। এখন গোল বেধেছে কার স্ত্রী বেশী দুর্মুখ।

বরকন্দাজ। হুঁঃ বুঝেছি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হচ্ছে। কেন আলোচনা করছিলে ?

দুজনে। আজ্ঞে ভুল হয়েছিল কিনা।

বরকন্দাজ। ও, ভুল হয়েছিল। আচ্ছা তোমাদের নাম বল। নিবাস কোথায় ?

মদন। এই সেরেছে। আজ্ঞে আমার নাম মদন বৈদ্য, আর বাড়ী, বাড়ী এই কোটিবর্ষ বিষয়ের কমলা গ্রামে।

বরকন্দাজ। (লাঠির খোঁচা দিয়ে বিধুকে) আর তোমার ?

বিধু। (লাফিয়ে উঠে) উঃ লাগছে। আমার বাড়ী কৈলাট্টা নগরে। নাম ষড়ানন।

বরকন্দাজ। আচ্ছা ষড়ানন, তোমরা দুজনে হঠাৎ স্ত্রীর ব্যবহারে উত্তক্ত হয়ে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল হতে এত দূরে এই নির্জন মহীপাল দিঘিতে এসে পড়লে ?

মদন। আজ্ঞে হাঁ।

বরকন্দাজ। মিথ্যে কথা।

বিধু। আজ্ঞে মিথ্যে নয়। আমরা এই দীঘিতে মরতে এসেছি দুজনে। বড় দুঃখ কিনা, তাই দুজনে আগে থাকতে পরামর্শ করেই এসেছি। হাঁ ঠিক, পরামর্শ করে এসেছি। এবারে বুঝেছেন ?

বরকন্দাজ। ওঃ, এর মধ্যে কথা সাজিয়ে ফেলেছ। আচ্ছা শোন তোমরা দুজনেই স্ত্রীর ব্যবহারে অস্থির হয়ে এখানে মরতে এসেছ তো ?

মদন। (ঢোক গিলে) আজ্ঞে সেইজন্যই তো আসা।

বরকন্দাজ। তা ষড়ানন, তোমারও কি সেই মত ?

বিধু। আজ্ঞে বিলক্ষণ।

বরকন্দাজ। তাহলে আমি তোমাদের মরার একটা সহজ উপায় করে দিতে পারি। বেশ আরামে গরম গরম স্বর্গলোকে চলে যাবে। কোন কষ্ট হবে না।

মদন। (মাথা চুলকিয়ে) আজ্ঞে গরম গরম আবার কেউ স্বর্গে যায় নাকি ?

বরকন্দাজ। কেন যাবেনা। এই যেমন দীঘিতে ডুবে মরলে ভিজে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় স্বর্গে যেতে। তাতো তাতে সর্দি-কাশি লাগতে পারে

তখন চিত্রগুপ্ত ভীষণ ধমকাবে।

বিষ্ণু। চিত্রগুপ্ত বুঝি সর্দি-কাশি পছন্দ করে না ?

বরকন্দাজ। মোটেই না। তার চেয়ে বাজার গরম তেল মাথায় খুলে ঢেলে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একদম সোজা স্বর্গে চলে যাও। কেমন ব্যবস্থা করি ?

মদন ও বিষ্ণু। ওরে বাবারে মরে যাব যে।

বরকন্দাজ। মরতেই তো এসেছিলে।

মদন। আপনার পায়ে পড়ছি ছেড়ে দিন।

বরকন্দাজ। ছেড়ে দেব আগে বল তোমরা কে ? কেন এসেছো ?

মদন। আজ্ঞে, আমরা এখানকার লোক। মনের দুঃখে···

বরকন্দাজ। চুপ রহ।

মদন। চুপ করলাম এবার ছেড়ে দিন।

বরকন্দাজ। এ দুটো দেখছি সত্যিই ছুঁচো। দেখি তোমাদের কোমরে কি আছে ?

(মদনের কোমরে হাত দিতে একটি তুলট কাগজ বের হল)

এই যে পেয়েছি। দেখি কি আছে ?

বিষ্ণু। খবরদার পড়বেনা। মদন আক্রমণ কর। দুজনে মিলে ব্যাটাকে মহীপাল দীঘিতে ডুবিয়ে মারব।

মদন। মার শালাকে।

(দুজনে বরকন্দাজের চুল ধরতেই চুল গোঁফ খুলে এল।)

বিষ্ণু। আরে এযে অনন্ত শর্মা।

মদন। তাইতো দেখছি ব্যাটাছেলে খুবতো একহাত নিলে। উঃ, পিলে একেবারে চমকে দিয়েছিলে।

অনন্ত। (লাঠি ফেলে দিয়ে) পরীক্ষা করে দেখছিলাম তোমাদের উপস্থিত বুদ্ধি কতটা।

বিষ্ণু। কি দেখলে ?

অনন্ত। প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলে, অবশ্য শেষ রক্ষা করতে পেরেছ। যাক্ এখন কি করতে পেরেছ সেই খবর বল।

বিষ্ণু। চতুর্দিকে অসন্তোষের চিহ্ন নেই। ভীমের রাজ্যে প্রজারা সুখেই আছে। বিদ্রোহের আশা কম।

অনন্ত। আর তোমার সংবাদ কি মদন ?

মদন। দ্রব্যমূল্য কম, চাষীরা ফসল পাচ্ছে তাই অসন্তোষ নেই। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অসন্তোষ তেমন দেখলাম না, কারণ অত্যাচার তেমন নেই।

অনন্ত। তাহলে কি কাজ করলে এতদিন ?

মদন। তবুও ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণদের অবিশ্বাস করবার আশা দিয়ে এসেছি। বলেছি রামপাল রাজা হলে ক্ষত্রিয় রাজস্ব দিতে হবে না, রাজা অট্টালিকা নির্মাণের খরচ দেবেন। যারা রামপালকে সাহায্য করবে তারা রাজসম্মান ভোগ করবে। আর…।

অনন্ত। আর কি ?

মদন। যারা রামপালকে এই ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করবেনা তারা বৃত্তিচ্যুত হবে। তুমি কি করে এসেছ বল।

অনন্ত। আমি গণকের বেশে হরির সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

বিষ্ণু। সমাদর পেলে, না গলাধাক্কা খেয়েছ ?

অনন্ত। (হেসে) না সমাদরই পেয়েছি। আশ্চর্য ব্যাপার কি জান। এত ক্ষমতাশালী হরি সেও ভাগ্য গণাতে ব্যস্ত।

বিষ্ণু। তারপর ?

অনন্ত। আমি হস্তরেখা বিচারে দেখলাম হরির সত্যিই রাজযোগ আছে। এমনও হতে পারে বরেন্দ্রভূমি একই সঙ্গে রামপাল এবং হরির দ্বারা শাসিত হবে।

বিষ্ণু। তুমিতো এককালে গণক ছিলে, কাশী থেকে এই বিদ্যা শিখেছিলে।

অনন্ত। হ্যাঁ, কিন্তু শেষ করতে পারিনি। গুরুর অভিশাপে আমি আজ গুপ্তচরের কাজ করছি।

মদন। গুরু অভিশাপ দিলেন কেন ? কি পাপকার্য করেছিলে ?

অনন্ত। (মাথা চুলকে) সে কথা বলতে আজ এই নির্জন স্থানেও লজ্জা করছে। আমি গুরু কন্যার সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলাম। গুরু সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না, শিষ্যের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

মদন। (অবাক হয়ে) তারপর ?

অনন্ত। তারপর গুরু এসে যখন কন্যার অবস্থা জানলেন তখন আমি চোর

অস্বীকার করলাম। অপর শিষ্য কোনরকমে যাতে লোক চাপালায়।

বিষ্ণু। তুমি দেখছি মহা শয়তান। যে গুরু তোমাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শেখালেন তাঁরই কন্যার তুমি সর্বনাশ করলে। আবার দোষ দিলে এক নিরীহ শিষ্যের কাঁধে।

অনন্ত। বাঁচার জন্য করেছি। কেমনতর ব্যাপার শুনে হতবাক। তারপর গুরু কন্যার দুরবস্থা দেখে সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইলে। কিন্তু মেয়েটি রাত্রেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়, তার আর খবর পাওয়া যায়নি।

বিষ্ণু। উঃ, কি সাংঘাতিক লোক তুমি অনন্ত। তারপর ?

অনন্ত। গুরু হাতে জল নিয়ে আমাকে সেই দণ্ডে অভিশাপ দিলেন যে তোর শক্তি হবে নীচের সঙ্গে। আর মৃত্যু হবে ছুরিকাঘাতে।

মদন। আরে ঐ যেন কারা আসছে।

অনন্ত। তাইতো রাজার মতনই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হয়েছে রাজা বাসুদেব আর তার পিছনে একজন সৈনিক। দাঁড়াও, আমি চট্ করে গণকের পোষাকটা পরেনি। তোমরাও তৈরী হয়ে নাও।

(আড়ালে গিয়ে পোষাক পরে এসে আসন পেতে বসল এবং সামনে একখানা আসন পেতে দিল।)

হ্যাঁ দেখি তোমার হাত খানা মদন।

মদন। আমার হাতখানা ভাল করে দেখুন তো গণক মশাই। জীবনে অর্থের মুখ আর দেখলুম না। তারপর পাড়াপ্রতিবেশীরা সবাই দিনরাত শত্রুতা করছে। (হাত পেতে আসনে বসল)

অনন্ত তোমার হাতে দেখছি শনি মঙ্গলে দারুণ গণ্ডগোল। কোন্ মাসে জন্ম তোমার ?

মদন। আজ্ঞে গণক মশাই, পৌষে।

(আশি বছরের রাজা বাসুদেব এবং তার রক্ষীর প্রবেশ)

বাসুদেব। এই তোমরা ভরদুপুরে এখানে কি করছ, অ্যাঁ। আরে এ যে দেখছি একজন গণক। হাতটা দেখিয়ে নিলে হত। পরিকল্পনা-টাতো সফল হলো না। এই যে শুনছো জ্যোতিষ মশাই।

(গলা খাঁকারী)

অনন্ত। আজ্ঞে আমাকে বলছেন? বলুন।

বাসুদেব। আমার ভাগ্যটা একটু গুনে দাওতো। ঠিক ঠিক বলতে পারলে একটা মুদ্রা পাবে। এই লোক দুটো এখানে কি করছে? ভাগ্‌, ভাগ্‌।

মন্ত্রী। (তাড়া করে, এই যাও ভাগ্‌, ভাগ্‌। দূরে গিয়ে বোস।

(মদন ও বিদু দূরে গিয়ে বসল। রাজা বাসুদেব আসনে বসে হাত পাতল।)

অনন্ত। (অনেকক্ষণ ধরে হাত দেখে) মহাশয়ের হাতে রাজ লক্ষণ আছে দেখছি। এইখানে জীবন রেখায় যাবে রাজযোগ বর্ধিত হয়ে ঊর্ধে চলে গেছে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত। কেমন ঠিক বলেছি?

বাসুদেব। (চমকৃত হয়ে) বাঃ, বেশতো জানো দেখছি। ঠিক হচ্ছে বলে যাও।

অনন্ত। মহাশয় দীর্ঘায়ু, সাহসী, দাতা এবং প্রজানুরঞ্জক এবং সঙ্গীতজ্ঞ।

মদন। (চুপি চুপি) অনেকগুলি সুবিশেষণ প্রয়োগ। দেখ বুড়ো রাজার শরীর আবেগে দুলছে। বাজী মেরে দিয়েছে অনন্ত।

বাসুদেব। বলে যাও, চমৎকার হচ্ছে।

অনন্ত। হচ্ছেই হবে। তবে একটা দেখছি কন্যা থেকে অসুখী।

বাসুদেব। ঠিক কথা। আমার এই কন্যাটার জন্য সুখ হোলনা। কোথায় দিব্যকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে এতদিন সহমরণে চলে যাবে, আমি বরেন্দ্রভূমির সম্রাট হব। তা না উনি ভীমকে বিয়ে করলেন। এ দুনিয়াটা এমনি বিশ্বাসহন্তা, বুঝলেন জ্যোতিষী মশাই।

অনন্ত। তা আর বুঝিনি! তবে এই দেখুন, হ্যাঁ একটু দূরে এসে ঊর্ধে রেখা আবার উঠেছে।

বাসুদেব। উঠেছে? সত্যি?

অনন্ত। সত্যি প্রবলবেগে গভীরভাবে ছুটছে ধাঁ ধা করে। এতে ইঙ্গিত করছে আপনার সম্রাট হবার যোগ।

বাসুদেব। (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) সত্যিবলছো জ্যোতিষী? তোমাকে দুটো মুদ্রা বকশীস্ দেব। অনেকদিন পরে তোমার কথা শুনে আনন্দ পেলাম।

বিদু। (মদনের কানে কানে) বুড়ো শকুনটা টোপ গিলেছে।

দেহরক্ষী। এই কথা একদম বলবে না, চুপ, চুপ। (অস্ত্র দেখিয়ে) এই দেখেছ ?

বিদূ। (হাত জোড় করে) দেখেছি আর কথা বলবে না।

অনন্ত। মহারাজের মঙ্গল হোক !

বাসুদেব। (খুশী হয়ে আপন মনে) এখনই দেখছি মহারাজ বলতে শুরু করেছে। বলবেনা সবাই মহারাজকে ভেট দেবে, পরে আরও দেবে। ওঃ হ্যাঁ, কি বললে বয়েস, তা বিরাশী বছর হল।

অনন্ত। দেখুন আপনি রাজা হবেন যে ব্যক্তির সহায়তায় তার নামের প্রথম অক্ষর হল 'র'। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় কটা চোখ।

বাসুদেব। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, কটা চোখ ? কে হতে পারে, কে হতে পারে ? (চারদিক তাকিয়ে) পেয়েছি রামপাল, রামপাল। শুনেছি রামপাল আবার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

অনন্ত। তাহলেতো পেয়েই গেছেন। এবারে তাহলে লেগে যান। যে কোন মূল্যে রামপালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন। মনে রাখবেন আগামী দশ মাসের মধ্যে আপনি সম্রাট হচ্ছেন ধ্রুব সত্য।

বাসুদেব। (উঠে দাড়িয়ে) হ্যাঁ সম্রাট আমাকে হতেই হবে। জ্যোতিষী এই আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, আমি হব বরেন্দ্রভূমির সম্রাট। পূবে করতোয়া থেকে পশ্চিমে গঙ্গা আর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং দক্ষিণে পদ্মার মাঝে এই যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ এর হব আমি মহান অধিপতি। জ্যোতিষী তুমি আমায় পথ দেখিয়েছ। রামপাল তোমাকে প্রথমে সাহায্য করব পরে তোমাকে বধ করে আমি আমার স্বপ্ন সফল করব। এই নাও গণক তোমার পুরস্কার। আমি চললাম। (মুদ্রা দিলে।)

অনন্ত। (হাত পেতে গ্রহণ করল) যান সম্রাট কিন্তু মনে রাখবেন ভাগ্য সফল হয় কর্মকৌশলে আর বুদ্ধির জোরে। আপনি আগে বরেন্দ্রভূমির সামন্ত রাজাদের হাত করুন। তারপর · (চোখ টিপল)।

বাসুদেব। সে আর বলতে হবেনা—ও কাজ আমি ভালভাবেই জানি। আচ্ছা বিদায়। [রাজা ও দেহরক্ষীর প্রস্থান]

মদন। ধন্য তোমাকে অনন্তশর্মা। তোমার বাহাদুরি আছে।

বিষ্ণু। এতদিনে নিজেকে খাটাবার ঠিক পথ পাওয়া গেছে।

মদন। আচ্ছা এই বুড়ো বুড়োটা সত্যিই সম্রাট হবে নাকি ? ওর হাতে কি আছে ?

অনন্ত। (হাঃ হাঃ করে হেসে) ওর হাতে আছে জলে ডুবে মৃত্যু। আর ও স্বপ্ন দেখছে সম্রাট হবার। এখন দেখ ওর স্বপ্ন ওকে দিয়ে কত কুকার্য করিয়ে নেয়। শেষকালে ওকে নিঃস্ব করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে।

বিষ্ণু। কি আশ্চর্য মানুষের দুরাশা তাকে কোথায় নিয়ে চলে। লোকটা খাটের মরা দুদিন বাদে চিতায় উঠবে আর ও কিনা স্বপ্ন দেখছে বরেন্দ্রভূমির সম্রাট হবার।

মদন। মরুক গে তার আগে রামপালের পক্ষে কিছু কাজ করে গেলেই মঙ্গল। এবারতো ফিরতে হয় দেশে।

অনন্ত। হাঁ। আমাদের ফিরবার সময় হয়েছে। অন্যান্য গুপ্তচরদের কি খবর হল কে জানে। যদি ধরা না পড়ে থাকে তবে এবারে সবাই ফিরবে।

মদন। আচ্ছা দূরে অশ্বপদধ্বনি শোনা যাচ্ছে না ?

(অনেকগুলি অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল)

অনন্ত। আরে ঐতো, নারকেল আর আম গাছের ফাঁক দিয়ে দেখ দিগন্তের দিকে। একদল সৈন্য আসছে।

বিষ্ণু। অশ্বের খুরে ধুলো উড়ছে, হাঁ। সামনে শুধু দুজন অশ্বারোহী খুব জোরে আসছে। ব্যাপার সুবিধের নয়, পালাও।

অনন্ত। আর একটুও বিলম্ব নয়। ঝড়ের মতন ভীমের সৈন্যদল আসছে। সমূহ বিপদ। ওরা টের পেয়েছে বরেন্দ্রভূমির শান্ত নির্ঝাট জীবনে আমরা একদল গুপ্তচর অশান্তির আগুন জ্বালবার চেষ্টা করছি। রক্ষা নেই, চল পালিয়ে যাই।

মদন ও বিষ্ণু। চল, চল।

[সবাই পালিয়ে গেল। বিপরীত দিক দিয়ে ভীম এবং হরি প্রবেশ করল]

ভীম। এইখানে এই মহীপাল দীঘির পাড়ে তিনজন লোককে দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, ওরা কোথায় গেল ?

হরি। ওরা পালিয়েছে, তবে আমি সৈন্যদের তিনপথে পাঠিয়েছি অনুসরণে

করতে। আমি যে সংবাদ পেয়েছি তাতে আজই হোল সেই তিন বিখ্যাত গুপ্তচর অনন্ত, বিন্দু এবং মদন।

ভীম। এবারের অধিক সংখ্যক গুপ্তচর পাঠান দেখে মনে হচ্ছে রামপাল খুব ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আয়োজন করেছে। রামপালের কতজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে হরি?

হরি। প্রায় পঞ্চাশজন গুপ্তচর প্রজারাই ধরিয়ে দিয়েছে। বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

ভীম। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত শাসন চলেছে। এর মধ্যে রামপাল অগুনতিবার গঙ্গা পার হয়ে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেছে কিন্তু পরাজিত হয়েছে। তার ধন, ঐশ্বর্য, সহায় বলতে কিছু নেই, তবে কি করে সে আবার আক্রমণ করার স্পর্ধা পেল?

হরি। আমাদের গুপ্তচর যে খবর এনেছে তাতে এবারের আক্রমণে উৎসাহ দিচ্ছে প্রজাপতি নন্দী এবং তার ছেলে সন্ধ্যাকর। রামপাল ওপারের সমস্ত সামন্তরাজাদের দুয়ারে দুয়ারে ভিখারীর মতন ঘুরছে সাহায্যের আশায়।

ভীম। যুদ্ধ কি আর হবে?

হরি। এবারে রামপাল চূড়ান্ত যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে হয় রামপাল জয়লাভ করবে নতুবা ধ্বংস হবে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেনা।

ভীম। আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি তো?

হরি। প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে সৈন্য পাঠানোর জন্য। ইতিমধ্যেই অনেকে ক্রমে যোগ দিচ্ছে। সামন্তরাজাদের কাছেও খবর পাঠান হয়েছে যুদ্ধের জন্য তৈরী হবার জন্য।

ভীম। ভাল কথা তোমাকে একটা কথা বলি হরি। এতদিন পরে রামপাল আসছে সৈন্যের বহর তুলে ঐ গঙ্গার ওপার থেকে। এমন হতে পারে যে এ যুদ্ধে আমি মারাও যেতে পারি। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। প্রজাদের বিশেষ করে গরীব চাষী, জেলে, কুমোর, কামার, ডোম বাগ্দী এদের কি করে প্রতিপালন করতে হয় আমাদের কৈবর্ত রাজত্বে তা দেখিয়েছি। যে প্রজারা

এতদিন মাথা নীচু করে বেঁচে থাকত, তারা বিস্মিত হয়ে রাজ্য-শাসনা করবে এ কেউ ভাবতে পেরেছিল ? আজ তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, অধিকার পেয়েছে। এতেই আমার তৃপ্তি।

হরি। এসব অমঙ্গলের কথা কেন বলছেন যুদ্ধে আমরা নিশ্চয় জিতব।

ভীম। মনে এল তাই বললাম। চিরকাল যে আমি থাকব এতো আর ঠিক নয় হরি।

হরি। চিরকাল কেউই থাকবে না সম্রাট। আমি, আপনি আমরা সকলেই একদিন বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাব। পৃথিবীতে আসবে নতুন প্রাণ, নতুন দল, তারা একথা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে আপনি সামান্য প্রজাদের দুঃখ দূর করতে জীবনপাত করে গেছেন। তাদের অশ্রুজল মুছেছেন। তাদের বেদনায় আপনি সাড়া দিয়েছিলেন। এ গৌরব ইতিহাস চিরদিন ভাবীকালের লোকের কাছে ঘোষণা করবে।

ভীম। আত্মগৌরব আমি চাইনা। যদি ভবিষ্যতে কোনদিন চাষী, জেলে, কুমোর, কামার, শ্রমিকরা এই ইতিহাস থেকে উৎসাহ পায় এবং সর্বহারাদের দুঃখ দূর করবার জন্য সংঘবদ্ধ হতে পারে তবেই আজকের আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে হরি। আমি যেন সেদিন আবার জন্মগ্রহণ করি। বল হরি একি আমার দুরাশা ?

হরি। (মুগ্ধ হয়ে) সম্রাট কতবড় আপনার প্রাণ। যা কিছু সংগ্রহ করলেন সব দুহাতে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বিলিয়ে দিলেন। আমার মনে হচ্ছে আপনার এ স্বার্থত্যাগ বিফল হবে না। ভবিষ্যতের সাধারণ মানুষ শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আগে আপনাকে স্মরণ করবে। আপনি হবেন তাদের পথপ্রদর্শক।

ভীম। (চকিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে) তাহলে মরণে আর ভয় নেই হরি চল আমরা এই কৈবর্তরাজ্যকে রক্ষা করতে প্রজাদের সংগঠন করিগে চল।

[সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

(গান)

ও তোর ভয় কিসের বল,
জীবন মরণ তুচ্ছ করে এগিয়ে এবার চল্।
জীবন যখন পণ করেছিস,
একা সবার ভার নিয়েছিস্।
সবার মুখের হাসি দেখে প্রাণটা ভরে তোল,
জীবন মরণ তুচ্ছ করে এগিয়ে একা চল্।
আসবে আঘাত অবিরত,
দুঃখ বাধার ছবি কত।
পায়ের নীচে সাপের ফণা হানবে আঘাত, অবিরত
আকাশ থেকে হঠাৎ হবে মাথায় বজ্রপাত।
তাই বলে কি পড়বি থেমে, ওরে পথে চলার দল,
এগিয়ে চলার, দল,
ও তোর ভয় কিসের বল।

ভীম। কে তুমি। এক অপূর্ব জাগরনী গান গাইলে।

সন্ন্যাসী আজ্ঞে আমি গৌড়বাংলায় বৈরাগী গান গেয়ে ফিরি। যে সবার দুঃখ দুর্দশা ঘোচাবার অসাধ্য সাধনের ভার নিয়েছে, তাকে অভয় মন্ত্র গেয়ে শোনালাম। সম্রাট আপনি শুধু দেশের রাজা নন— আপনি যে সাধারণ নিরন্ন মানুষের মনেরও সম্রাট। মৃত্যুতে ভয় কি? আপনি এমনিতেই তো অমরত্ব লাভ করেছেন। এবারে ভিক্ষা দিন চলে যাই।

ভীম। কি ভিক্ষা তোমায় দেব বৈরাগী?

সন্ন্যাসী। আপনার মুখের প্রসন্ন হাসি।

ভীম। প্রসন্ন হাসি হাঃ হাঃ,······হরি এ এক অদ্ভুত বৈরাগী। সোনা-দানা, জমি কিছু চায় না শুধু চায় আমার প্রসন্ন হাসি।

[বৈরাগী হঠাৎ চলে গেল]

একি কোথায় গেল বৈরাগী? হরি হরি ·····

হরি। ওকি মানুষ না মায়া। বাংলার প্রিয়তম নায়ক ভীমকে সান্ত্বনা

৮

দিতে, সাহস দিতে বাংলারই বৈরাগী প্রকৃতি মূর্ত হয়ে যেন আপনাকে উদ্বুদ্ধ করে গেল।—ওকে পাওয়া যাবে না।

(চীৎকার করে)

ভীম। হরি, হরি ও কি বলে গেল ? সর্বস্ব পণ করে চলতে বলে গেল, জীবন বিসর্জন দিতে বলে গেল। এই হীন দরিদ্র মানুষগুলির জন্য আত্ম উৎসর্গ করতে বলল।

হরি। তাই বলল সম্রাট। আপনাকে প্রসন্ন মুখে অগ্রসর হতে বলেছে।

ভীম। (শক্ত হয়ে) আমি প্রস্তুত হরি, আমি প্রস্তুত। এই লোকগুলোর জন্য রামপালের সঙ্গে শেষ পাঞ্জা কষতে আমি প্রস্তুত। (চিৎকার করে) কিন্তু তার আগে, বরেন্দ্রভূমির বাঙালী নরনারী তোমরা একবার, আগে জেগে ওঠো, তোমাদের অধিকার তোমরা এবার বুঝে নাও ভাই। রামপাল আসছে সব ছিনিয়ে নিতে। ঐ ঐ সে এসে পড়ল গঙ্গা পার হয়ে। হরি চল চল আর দেরি করোনা, চল।

হরি। চলুন সম্রাট।

[প্রস্থান]

দশম দৃশ্য

[মহিপাল নগরে রাজ-প্রাসাদের এক কক্ষে প্রজাপতি নন্দী একাকী পায়চারি করছেন, পাশে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকর নন্দী।]

প্রজাপতি। রামপাল গিয়েছে আজ প্রায় একবৎসর হল কোন সংবাদ নেই। তা একটা বছর তো লাগবেই। এতগুলি সামন্তরাজদের কাছে দরবার করা তো সোজা কথা নয়। তবে একটা খবর তিনি পাঠাতে পারতেন।

সন্ধ্যাকর। সে কথা ঠিক। এদিকে বরেন্দ্রভূমির কূটনৈতিক কাজের খবর বাবা ?

প্রজাপতি। বরেন্দ্রভূমি থেকে গুপ্তচররা সব ফিরে আসেনি, কিছু হয়তো মারা

পড়েছে—। তবে প্রধান তিন গুপ্তচর কাল ফিরেছে। আজ আমার সঙ্গে তাদের দেখা হবার কথা।

সন্ধ্যাকর। আচ্ছা বাবা এদিককার সামন্ত রাজারা রামপালকে সাহায্য করতে রাজি হবেন তো ?

প্রজাপতি। হবে মানে ? এমনি কূটনৈতিক চাল চেলেছি যে রাজারা সব হন্তে হয়ে ছুটে আসবে রামপালকে সাহায্য করতে। দেখ সন্ধ্যাকর এবারের দাবার ছক এমনি পেতেছি যে ভীম ঘোড়া গজ সামলাতে গিয়ে বোড়ের চালে বাজিমাৎ হয়ে যাবে। ঐ যে কারা আসছে।

[গুপ্তচর মদন, অনন্ত এবং বিষ্ণুর প্রবেশ]

মদন। মানে আমরা তিন গুপ্তচর মদন, বিষ্ণু এবং অনন্ত। আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন মহামন্ত্রী। বরেন্দ্রভূমি সম্পর্কে আমাদের লিখিত বিবরণ গ্রহণ করুন।

প্রজাপতি। জয় হোক, তোমাদের খবর বল। [বিবরন গ্রহণ করল]।

অনন্ত। আজ্ঞে আমরা তিন জনই শুধু জীবিত অবস্থায় ফিরেছি আর সবাই ধরা পড়েছে।

প্রজাপতি। ধরা পড়েছে ?

বিষ্ণু। আজ্ঞে হ্যা তাদের প্রাণ দণ্ডও হয়েছে।

প্রজাপতি। এতোবড় দুঃখের কথা একশত জন সুশিক্ষিত গুপ্তচরের মধ্যে মাত্র তিনজন ফিরল আর সব ধরা পড়ে প্রাণ দিলে।

সন্ধ্যাকর। তারা কি আত্মগোপন করতে পারল না ?

অনন্ত। আজ্ঞে না। ভীমের কৈবর্ত্ত রাজ্যে আর কিছু থাক না থাক সাধারণ মানুষদের মধ্যে অসন্তোষ তেমন নেই। একেত্রে মুখ খোলা খুব বিপদ। ওখানকার প্রজারাই আমাদের গুপ্তচরদের ধরিয়ে দিয়েছে। তারা আর জীবিত নেই মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। নেইতো নেই। এখন বল তোমরা তিনজনে কি করতে পেরেছ।

মদন। আজ্ঞে আমি এই প্রচারই করেছি যে এপারে রামপালের প্রজাদের খাজনা দিতে হয় না। সম্রাট নিজব্যয়ে প্রজাদের অট্টালিকা নির্মাণ করে দিচ্ছেন। ফলে সাধারণ প্রজাদের মনে রামপালের জন্ত আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রজাপতি। বিদ্যা প্রচারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। উত্তম আর কি করেছ?

মদন। দ্বিতীয় প্রচারটা করেছি রামপালের জাতভাই দেশজ কজ্জিদের মধ্যে। তাদের বলেছি রামপাল আবার আসছেন রাজ্য দখল করতে। অতএব তোমরা সাহায্য করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হও। রামপাল গঙ্গা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এপারের কৈবর্ত্তদের আক্রমন করে দেশে বিশৃঙ্খলা লাগিয়ে দেবে।

(আনন্দিত হয়ে)

প্রজাপতি। সাধু সাধু মদন, তোমার পুরস্কার একসহস্র রৌপ্য মুদ্রা। বরেন্দ্রভূমি দখল হলে তোমাকে ভূস্বামী করে দেয়া হবে। কিন্তু এখন বাইরে গিয়ে আমাদের পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা কর।

মদন। মহামন্ত্রী ন্যায় বিচারক।

[মদন চলে গেল]

প্রজাপতি। আর বিষ্ণু তোমার খবর?

বিষ্ণু। আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে একশত জনকে লোক দেখে বেছে নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে গুরুভোজন করিয়েছি। তারপর কয়েকদিন গুরুভোজনের পরে ধর্মালোচনা করেছি। পরে তাদের প্রত্যেকের হাতে দশটি করে কাঞ্চন মুদ্রা দিয়ে শাস্ত্র নতুনভাবে রামপালের স্বপক্ষে লিখিয়েছি। সেই শাস্ত্র ব্রাহ্মণরা লোকদের শ্রবন করাচ্ছে। (মাথা নেড়ে) ফলে কাজ হচ্ছে মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। (আনন্দে লাফিয়ে) চমৎকার চমৎকার বিষ্ণু। তুমি তো দেখছি কাজের কাজ করে এসেছ। এখন তাহলে বরেন্দ্রভূমি মানুষদের মধ্যে ধারণা হবে যে রামপাল বরেন্দ্রভূমির রাজা হবেন এটা ঈশ্বরের বিধান। কেমন এই তো?

বিষ্ণু। আজ্ঞা হাঁ মহামন্ত্রী। ফলে ঐ দেশে রাজা প্রজায় বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, এবং ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।

সন্ধ্যাকর। এবার তাহলে কৈবর্ত্তগুলি একটু জব্দ হবে, কেমন?

প্রজাপতি। বিষ্ণু তুমি যা করেছ তাতে প্রকৃত বিভেদ সৃষ্টি হবেই। তোমারও পুরস্কার এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা। যুদ্ধে জয়লাভ হলে তোমাকেও ভূস্বামী করে দেয়া হবে। যাও বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর।

আমি পরবর্তী নির্দেশ পাঠাচ্ছি।

বিদূ। (আনন্দিত হয়ে) মহামন্ত্রী পরম দয়ালু। [প্রস্থান]

প্রজাপতি। এবারে অনন্ত শর্মা তোমার কার্য্য বিধি বল। তুমি এদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর এবং সবচেয়ে বেশী বেতন পেয়ে থাক।

অনন্ত। মহামন্ত্রী আমি গণকের ছদ্মবেশে হরির সঙ্গে দেখা করেছি।

প্রজাপতি। উত্তম তারপর

অনন্ত। আমি জ্যোতিবিদ্যার সাহায্যে হরির অতীত ঘটনা বিবৃত করে তাকে অভিভূত করে ফেলেছি। তারপর বলেছি যে তার রাজযোগ রয়েছে।

প্রজাপতি। হরির ভাবান্তর কিছু দেখলে ?

অনন্ত। হরিকে চিন্তিত দেখলাম। মুখে কিছু না বললেও মনে হল সে মনে মনে পীড়িত হচ্ছে।

শত্যাকর। হরি ভীমের একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী। তাকে দলে টানতে পারলে যুদ্ধ জয় অর্ধেক হয়ে গেল। (পদচারনা করতে করতে) হরি হরি কি বশ হবে ?

অনন্ত। হরি বিদায়ের সময় আমাকে পুরস্কার দিয়ে বলেছে…।

প্রজাপতি। (অতি আগ্রহের সঙ্গে) কি বলেছে ?

অনন্ত। বলেছে কোনদিন যদি সম্রাট হই তাহলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।

প্রজাপতি। (খুশী হয়ে) হাঃ হাঃ এইতো কাজ হয়েছে। সম্রাট হবার অলীক লোভ হরির হৃদয়ে পুতে এসেছ। সেই বীজ থেকে গাছ হবে। হাঁ হতেই হবে…হতেই হবে।

অনন্ত। আজ্ঞে আমি আর একটা বড়কাজ করে এসেছি।

প্রজাপতি। কি কাজ বল।

অনন্ত। ঠাকুরপুরার বৃদ্ধ রাজা বাসুদেবকে জ্যোতিষীতে কাবু করে ফেলেছি।

প্রজাপতি। বুড়ো রাজা হল ভীমের শ্বশুর। সে সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখে, বল কি তাকে বলেছ।

অনন্ত। তার হাত দেখেছি এবং বলেছি তার সম্রাট হবার যোগ এবারে অব্যর্থ। তাকে যে সাহায্য করবে তার নামে আগের অক্ষর হল 'হ'।

শশাঙ্ক। অনন্তশর্মা তুমি সুরচতুর দেখছি।

অনন্ত। বুড়ো রাজা এতে দারুণ খুশী হয়ে আমাকে ছটো মুদ্রা পুরস্কার দিয়েছে এবং বলেছে সম্রাট হলে সে আমাকে রাজজ্যোতিষী করে দেবে। তাছাড়া সে প্রকাশ্যেই বলেছে রাজশাঙ্ককে সাহায্য করবে। রাজা রাজদেব তার কাজ সুরু করে দিয়েছেন।

প্রজাপতি। তুমি প্রকৃতই গুপ্তচরের মতন কাজ করেছ যাও তোমার পুরস্কার হবে পাঁচশতার রৌপ্য মুদ্রা এবং বৃহৎ ভূসম্পত্তি। তবে হ্যাঁ যুদ্ধের পরে, এখন নয়।

অনন্ত আজ্ঞে মহামন্ত্রী আপনাকে পুরস্কার ঘোষণার জন্ত ধন্যবাদ আমার আর একটি প্রার্থনা আছে।

প্রজাপতি। নির্ভয়ে বল।

অনন্ত। আজ্ঞে এই গৌড়বাংলা ভ্রমণের সময় ওখানকার মেয়েদের দেখে মন বড় উচাটন হয়েছিল। প্রার্থনা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বঙ্গললনা আমাকে পুরস্কার দেবেন নইলে ভূসম্পত্তি আর অর্থ কাদের নিয়ে ভোগ করব?

শশাঙ্ক। তুমি দেখ'ছি বড়ই নারী ভক্ত।

অনন্ত। আজ্ঞে হাঁ উপাসকও বলতে পারেন। শ্যামলা অন্নভোজী বঙ্গললনা কি সুন্দর।

প্রজাপতি। আচ্ছা তাই হবে, এখন যাও শশাঙ্কের সঙ্গে গিয়ে নগদ পুরস্কার গ্রহণ করোগে যাও। আর শোন, তোমাদের পরবর্তী কাজ হবে যে সমস্ত রাজারা আমাদের কাছে আসবেন তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। আমার আদেশ মদন এবং বিষ্ণুকেও জানাবে? আরও গুপ্তচর নিয়োগ করবে, বুঝলে?

অনন্ত। যথা আজ্ঞা মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। আমরা প্রত্যেকটি রাজার কাছে একজন করে—দূত্য পাঠাব। তোমরা ভৃত্যের ছদ্মবেশে তাদের প্রকৃত মনোভাব জেনে নেবে। আচ্ছা যাও। শশাঙ্ক, তুমি রাজকোষ থেকে এদের নগদ পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা কর: এই নাও আমার আদেশ পত্র।

[আদেশ পত্র লিখে দিল]

শশাঙ্ক। চলুন, অনন্ত শর্মা। [দুজনে গেল]

প্রজাপতি। সবাই সম্রাট হতে চায়। হরি ও চায় বাসুদেবও চায় সম্রাট হতে। হাঃ হাঃ...। সম্রাট হওয়া অত সহজ। সম্রাট হবেন একজন সে হল রামপাল আর আমি হব তার মহামন্ত্রী। যারা সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছে তাদের আমি টিপে মারব।

[বাইরে শানাই বাজল এবং ঘোষণা হল সম্রাট রামপালের জয়]

ঐ শানাই বাজল তাহলে রামপাল রাজ্যে ফিরেছেন।

[রামপাল প্রবেশ করলেন]

রামপাল। এই যে মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দী। আপনার পরামর্শ আর অমিতাভ বুদ্ধের আশীর্বাদে আমি সফলকাম হয়েছি। রাজারা সকলেই রাজি হয়েছেন আমাকে সাহায্য করতে। তারা ইতিমধ্যেই যাত্রা করেছেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে। তবে তাদের অনেক স্বর্ণমুদ্রা আর ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি আমি দিয়ে এসেছি।

প্রজাপতি। (খুশী হয়ে) জয় হোক আপনার। প্রতিশ্রুতি তো দিতেই হবে। এ যুগে ঐটাইতো আমাদের মূলধন। এখন বলুন কারা এই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করছেন।

রামপাল। সকলেই। মগধের ভীমযশা আসছেন তার পঞ্চাশ হাজার সুদক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে। কোটাটাবীর রাজা আসছেন তার দশ হাজার তীরন্দাজ নিয়ে। দণ্ডভুক্তির রাজা আসছেন জলপথে তার ছয় হাজার নৌ সেনা নিয়ে। তাছাড়া রাজা লক্ষ্মীশূর, রাজা, রুদ্রশিখর, রাজা প্রতাপসিংহ সবাই আসছেন।

প্রজাপতি। কযঙ্গলের রাজা, তৈলকম্পীর রাজার কাছে আপনি গিয়েছিলেন সম্রাট ?

রামপাল। সেখানে প্রথমেই গিয়েছি, তারা ও রওনা হয়েছেন খবর পেয়েছি। এখন আমাদের সৈন্যদল বিরাট আকার ধারণ করবে।

প্রজাপতি। আমাদের তিন গুপ্তচর অনন্ত, বিষ্ণু, মদন ফিরে এসেছে। তাদের কাছে মোটামুটি যা খবর পেয়েছি ভীমের সৈন্যের চতুর্গুণ হবে আমাদের সৈন্যদল। দেখি বরেন্দ্রভূমির একজন ভৌমিক কি করে যুদ্ধে জয়লাভ করে।

[একজন প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। মহারাজ এইমাত্র একটা পারাবত এই পত্রটা এনে পৌছাল। পত্রে

আপনার নাম লেখা আছে।

রামপাল। দেখি। [পত্রখুলে পড়তে লাগল]

প্রজাপতি। কে পত্র পাঠিয়েছে সম্রাট ?

রামপাল। পত্র পাঠিয়েছে ভীমের বন্ধু রাজা বাসুদেব। তিনি লিখেছেন ভীমের শাসনে তিনি বিরক্ত, তাই আমাকে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কৌশলে তিনি গঙ্গার পারে অবস্থান করবেন এবং গঙ্গা পার হতে সাহায্য করবেন। উত্তর এই পারাবতের সাহায্যে জানাতে অনুরোধ করেছেন।

প্রজাপতি। দেখেছেন তো সম্রাট, প্রজাপতি নন্দীর কূটবুদ্ধি কেমন করে আপনাকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এবার আরও দেখবেন, এবং তার বুদ্ধির পরিচয় পাবেন। যুদ্ধ জয় শুধু লড়াই নয়— সম্রাট, বুদ্ধির খেলাও চাই।

রামপাল। আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ মহামন্ত্রী। এ পত্রের কি উত্তর দেব ?

প্রজাপতি। প্রথমে শুক্লাচতুর্দশীতে রাজা মথনের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ সিং গঙ্গা পার হবে এবং বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করবে। পত্রে লিখবেন আপনিই যাচ্ছেন। শিবরাজ সিংহকে রাজা বাসুদেব ওপারে নিয়ে যাক। পরে ভিন্ন পথে আপনি পূর্ণিমার দিন সকল সৈন্য নিয়ে মূল আক্রমণ রচনা করবেন। আপনাকে সাহায্য করবেন সামন্ত-রাজাগণ। বিশদ আলোচনা পরে হবে মহারাজ।

রামপাল। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যাওয়ার প্রয়োজন কি মহামন্ত্রী? আমরা হেরে যেতে পারি।

প্রজাপতি। রাজা বাসুদেবকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত হবে না। তিনি এখন সম্রাট হবার স্বপ্নে বিভোর। আপনি ভয় পাবেন না, জয় আমাদের হবেই সম্রাট। তবে সব রাজারা এলে আমরা যুদ্ধ-মন্ত্রণা সভা বসাব, তারপর পরিকল্পনা হবে। এখন এটুকুই বাসুদেবকে জানিয়ে দিন।

রামপাল। প্রহরি তুমি অপেক্ষা কর আমি নিজে পত্র লিখে ঐ পারাবতের গলায় রাজা বাসুদেবের কাছে পাঠাব।

[অভিবাদন করে চলে গেল]

প্রজাপতি। মহারাজ সব আয়োজন হয়েছে এখন শুধু গুছিয়ে নেয়া। শুধু পরিকল্পনা মতো কাজ করলেই হবে।

রামপাল। রাজারা এসে পৌঁছালেই আমরা মন্ত্রণাসভা বসাতে পারি। মাতুলের দেখা নেই কেন।' এ পৃথিবীতে তিনিই আমার সবচেয়ে বড় হিতৈষী।

[মথনের প্রবেশ]

মথন। এই যে আমি এসেছি রামপাল। সুখে দুঃখে আমি তোমার পাশেই থাকব. আর থাকবে আমরা পুত্রগণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শিবারজ। কোন চিন্তা কোরনা রামপাল।

রামপাল। (খুশী হয়ে) মাতুল তুমি এসেছ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যেমন অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, এযুদ্ধে তেমনি আমার কাছে তুমি।

মথন। সে কি জানি না রামপাল। জীবনে মরণে আমাদের বন্ধুত্ব অটল থাকবে রামপাল।

রামপাল। ধরুণ মাতুল যদি এই যুদ্ধে আমি মারা যাই? তাহলে কি করবেন?

মথন। তাহলে জানবে আমিও এ প্রাণ রাখব না। আর আমি যদি আগে মারা যাই?

রামপাল। তাহলে অভিসুতপুরে গঙ্গায় আমি প্রাণ বিসর্জন দেব মাতুল।

প্রজাপতি। আপনাদের বন্ধুত্ব সবার হিংসার বস্তু। এ যুদ্ধে আপনারা কেউ মরবেন না। এ মহাযুদ্ধে বলি হবে শুধু একজন সে হল ভীম। সে আমাকে অপমান করেছে, তার কাটা মুণ্ড আমি দেখতে চাই মহারাজ। [উত্তেজিত হয়ে হাঁফাতে লাগল]

মথন। সাবাশ মহামন্ত্রী, এখনো যুদ্ধই হোল না আর তার মুণ্ডু আপনি কেটে ফেললেন। এই না হলে মন্ত্রী ধুরন্ধর নন্দী।

প্রজাপতি। (রাগ করে) মথন আমার নাম প্রজাপতি নন্দী, আমি রামপালের মহামন্ত্রী। সম্রাট আমি যাই, আপনি আপনার মাতুলের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন।

মথন। (হেসে), হাঃ হাঃ আমার দেখুন ঐ প্রজাপতি নন্দী নামটা কিছুতেই মনে আসে না, চরিত্রগত ভাবে ধুরন্ধর নামটাই মনে

পড়ে। যাক আপনি আবার যেন কিছু মনে করবেন না।

প্রজাপতি। আপনি রাজা বলে কিছুই মনে করছিনা, তবে বার বার যুবক বললে মনে দুঃখ হয়না?

মথন। কিঞ্চিৎ হয়। দেখুন আমি নাম খুব ভুলে যাই। সেজন্য আমার পুরোহিত শিবহরকে আমি প্রায়ই উদয় বলে ডেকে থাকি।

রামপাল। হাঃ হাঃ হাঃ দেখ আবার রামপালকে সীতাপতি পাল বানিয়ে বসে থেকনা মাতুল।

মথন। (হাসতে হাসতে) আরে, না না অতটা ভুল হবে না।

প্রজাপতি। মহারাজ আমি একটু ।

রামপাল। অবশ্য মহামন্ত্রী, আপনি ঐ দিকটা দেখুন। সামন্ত রাজাদের থাকবার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে পরীক্ষা করুন।

প্রজাপতি। সেই ভাল মহারাজ (মথনের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল)।

মথন। যাক, রামপাল তোমার কোন চিন্তা নেই। এই যুবক মন্ত্রীটি যুদ্ধ পরামর্শে দারুণ পারদর্শি দেখছি।

[বাইরে কাড়ানাকাড়া এবং তূর্য ধ্বনি শোনা যেতে থাকল]

[বিত্তপালের প্রবেশ]

বিত্তপাল। একমাত্র রাজা ভীমযশা, বীরগুণ এবং লক্ষীশূর সসৈন্যে এসে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

রামপাল। তাদের স্বাগত কর পুত্র বিত্তপাল। মনে রাখবে এই যুদ্ধে আমাদের সহায় সম্বল বলতে কিছুই নেই, এরাই আমাদের বন্ধু, এরাই আমাদের আত্মীয়। এদের উপরই আমাদের মরা বাচা নির্ভর করছে।

মথন আরও রাজারা আসছেন বিত্তপাল। তুমি বরং আমার দুইপুত্র মহামাণ্ডলিক হিমাদেব এবং কাহ্নদেবকে সঙ্গে নাও। এই রাজাদের অভ্যর্থনায় কোন যেন ত্রুটি না হয়।

বিত্তপাল কোন ত্রুটি হবে না। আমরা যথাসাধ্য করব। [চলেগেল]

রামপাল এই যুদ্ধে আমার জীবনের শেষ যুদ্ধ। হয় উত্থান না হয় পতন। ইতিহাস জানবে পালবংশের অযোগ্য এক সন্তান, স্বৈরাচারী দ্বিতীয় মহীপালের এক ভাই ছিল তার নাম রামপাল।

তাদের বলবীর্য্য কিছুই ছিলনা, তাই তারা কেড়ে নেয়া রাজ্য আর রক্ষা করতে পারেনি। অথবা ইতিহাস মহানায়ক বলে সম্মান দেখাবে। কোনটা হবে মাতুল ?

মথন। ভেবে পড়োনা রামপাল। নিজের উপর আস্থা রাখ। এবারের যুদ্ধ হবে ভিন্নরকম। তুমি যুদ্ধে গিয়ে জয়লাভ করবে।

[আবার বাইরে তূর্য ও শিঙার ধ্বনি শোনা যেতে থাকল। সেই সঙ্গে কোলাহল। রামপাল ও মথন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।]

রামপাল। আরও আরও রাজারা যুদ্ধ আমন্ত্রণে যোগদান করতে আসছেন। যাক মনে বল ফিরে পাচ্ছি।

[মদন পালের প্রবেশ]

মদন পাল। বাবা রাজা বিক্রমরাজ, রুদ্রশিখর, ভাস্কর,, নরসিংহার্জুন এসে পৌঁছালেন। নদী পথেও একজন রাজা এসেছেন।

রামপাল। শুভ সংবাদ মদন পাল, এ অতীব শুভ সংবাদ। যাও আদর অভ্যর্থনা করগে।

[মদন পাল চলে গেল]

মথন। চল আমরাও যাই। সব রাজাদের শিবির সন্নিবেশিত করা হচ্ছে কোথায় ?

রামপাল। আমি আদেশ দিয়েছি সাগর দিঘির চারপাড়ে।

[বেগে অনন্তর প্রবেশ]

অনন্ত। মহারাজ আমাকে বাঁচান। আমার জীবন বিপন্ন।

রামপাল। সে কি, কি হয়েছে। তুমি তো আমার সেই প্রধান গুপ্তচর, শুনলাম তুমি বরেন্দ্রভূমিতে ভাল কাজ করে এসেছ। তোমাকে প্রজাপতি নন্দী পুরস্কৃত করেছে, তুমি পুরস্কার নাওনি ?

অনন্ত। (ঢোক গিলে) হুঁ। নিয়েছি সম্রাট। পুরস্কার গ্রহণ করে যখন গৃহ অভিমুখে যাচ্ছি তখন এক ভয়ঙ্কর রমনী আমাকে তাড়া করেছে। ঐ যে সে আসছে।

মথন। কে সে রমনী, কার এত স্পর্ধা।

রামপাল। তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও, দেখি কে তোমার অনিষ্ট করতে পারে। এটা রামপালের রাজত্ব এখানে মাৎস্যন্যায় চলবে না।

[বেগে ছুরি হাতে সুভদ্রার প্রবেশ]

অনন্ত। (সরে রামপালের পিছনে এসে) মহারাজ ঐ যে, এই সেই রমণী।

রামপাল। সুভদ্রা, তোমার একি ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে। স্থির হও।

সুভদ্রা। হাঃ হাঃ ··হাঃ। স্থির হব, তাই না? রাজ্য আর সম্মান হারিয়ে তুমি স্থির হতে পেরেছ রামপাল? জান এই শয়তান কি করেছে?

রামপাল। কি করেছে সুভদ্রা?

সুভদ্রা। ও জ্যোতিষী শিখতে আমার পিতার কাছে কাশীধামে যায়। তারপর আমাকে কত ভালবাসার কথা বলে। বলে আমাকে বিবাহ করবে। আমি ওর কথায় বিশ্বাস করে আমার সর্বস্ব ওকে দিয়েছিলাম। তারপর···।

মদন। তারপর কি হোল?

সুভদ্রা। তারপর এই পাপিষ্ঠ একদিন আমার সর্বনাশ করে। (কাঁদতে লাগল)

রামপাল। বল, তারপর। আমাকে সব শুনতে হবে।

সুভদ্রা। তারপর? আমি যখন অন্তঃস্বত্বা তখন ও আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে। আর, দোষ চাপিয়ে দেয় এক নিরীহ ব্রাহ্মণ যুবক ক্ষেমঙ্করের কাঁধে। (উত্তেজিত হয়ে) আমাকে বাধা দেবেন না, ঐ শয়তানকে আমি আজ হত্যা করব।

মদন উত্তেজিত হয়ো না সুভদ্রা। তোমার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি।

সুভদ্রা ক্ষেমঙ্কর প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু এই ঘৃণিত শঠ পিতার সামনে শালগ্রামশিলা ছুঁয়ে ওর দোষ অস্বীকার করে। আমার কষ্ট দেখে ক্ষেমঙ্কর আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল।

রামপাল। ক্ষেমঙ্করের মহত্ত্ব প্রশংসা করতে হয়। হাঁ তারপর কি হোল?

সুভদ্রা। (কেঁদে) কিন্তু আমি কেন একজনের অপরাধের বোঝা আর একজনের ঘাড়ে চাপাব বলতে পারেন? আমি পালিয়ে যাই। তারপর নানা দুঃখ কষ্টের পরে দ্বিতীয় মহীপালের কাছে আশ্রয় পাই। কিন্তু সে আশ্রয়ও আমার টিকল না।

রামপাল। ছি ছি অনন্ত তুমি এত কাপুরুষ। একথা আগে জানলে আমি কখনও তোমাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করতাম না।

মথন। তুমি সুভদ্রাকে বিয়ে করে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

অনন্ত। না, না মহামন্ত্রী ওকে আমি বিয়ে করতে পারব না। ও মানুষ না পিশাচী। দেখছেন না ওর চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। আক্রোশে ওর সারা দেহ ফুলে ফুলে উঠছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে ও আমাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলবে।

রামপাল। বিবাহ যদি না করতে চাও, তাহলে তোমাকে মরতে হবে। (ছোরা ছুড়ে দিল) এই নাও ছোরা। আত্মহত্যা কর।

মথন। এই হল উচিত বিচার। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু।

অনন্ত। (ছোরা হাতে, কাঁপতে কাঁপতে) না, না আমি মরতে পারব না। ওঃ হোঃ গুরু তোমার অভিশাপ আজ এতদূরে এসে আমাকে তাড়া করেছে। নাঃ নাঃ নাঃ—আমি আত্মহত্যা করতে পারব না সম্রাট। [কেঁদে ফেলল]

রামপাল। মরতে তোমাকে হবেই। নাও ঐ ছোরা তোমার বুকে বিঁধিয়ে তোমার ঘৃণিত জীবন শেষ কর।

অনন্ত। (কেঁদে) আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি জীবনে আর কখন অন্যায় করব না। আমায় এ বারের মতন ক্ষমা করুন সম্রাট।

মথন। তাহলে সুভদ্রাকে তোমাকে বিবাহ করতে হবে। প্রস্তুত হও অনন্ত।

অনন্ত। (কাঁপতে কাঁপতে) তাই করব মহারাজ। সুভদ্রা তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সুভদ্রা। তোমার ক্ষমা নেই বিশ্বাসঘাতক। (পাগলের মতন ছোরা বসিয়ে দিলে)

অনন্ত। ওঃ হোঃ—আঃ। বিদায় সম্রাট বিদায় সুভদ্রা,

[মৃত্যু]

রামপাল। সুভদ্রা, তুমি কি করলে?

সুভদ্রা। হাঃ হাঃ, প্রতিশোধ নিয়েছি। নারীর প্রতিহিংসা বড় সাংঘাতিক। প্রস্তুত হও রামপাল তোমাকেও প্রতিশোধ নিতে হবে। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ। এবারের বলি ভীম। হাঃ হাঃ……

[সুভদ্রা পাগলের মতন হাসতে হাসতে চলে গেল]

রামপাল। জীবনে বেচারী কোন দিন সুখ পায় নি। তাই আজ মরিয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিল। এর এবারের লক্ষ্য হল কৈবর্তরাজ ভীম।

(নেপথ্যে রণদামামা, শিঙা বাজতে লাগল)

মথন। ঐ যে আসছে। আরও সব রাজারা আসছেন। এবারের যুদ্ধে আমরা জিতবই দক্ষিণবঙ্গ, বিহার এবং অঙ্গদেশের এতগুলি রাজার আক্রমণ ভীম কখনই সহ্য করতে পারবেনা।

রামপাল। (শান্তভাবে) ভীম তুমি প্রস্তুত হও বরেন্দ্রভূমি আমরা কেড়ে নেবই। দেখব এই যুদ্ধে তোমার প্রিয় প্রজারা তোমাকে কতখানি সাহায্য করে। (হঠাৎ হেসে) হাঃ হাঃ। সব সব হাতের মুঠোয় তোমার শ্বশুর, বরেন্দ্রভূমির সামন্তরাজগণ, আমার স্বজাতি ক্ষত্রিয়, সব রাজা কেউ আর তোমাকে সাহায্য করবে না ভীম। এবারে তোমার মৃতদেহ এই পাপিষ্ঠ অনন্তের মতন পথের ধুলোয় লুটাবে। আর তার উপর দিয়ে হেঁটে আমি আমার সোনার বরেন্দ্রভূমিতে প্রবেশ করব। হাঃ হাঃ...... ।

মথন। চল রামপাল, সব রাজারা হয়তো এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন। তাদের অভ্যর্থনা করতে হবে।

রামপাল। চল মাতুল।

॥ একাদশ দৃশ্য ॥

[যুদ্ধক্ষেত্র। প্রচণ্ড লড়াই সুরু হয়েছে রামপাল এবং ভীমের সৈন্যদলের মধ্যে। এমনি সময় বেগে ভীমের এবং হরির প্রবেশ]

ভীম। আমি তো বুঝতে পারছি না হরি কি করে বিনা বাধায় শিবরাজ গঙ্গা পার হয়ে আমাদের সীমান্ত ঘাটি দখল করল। সেখানকার সৈন্যরা কোন বাধা দেবার আগে মারা পড়ল।

হরি। সম্রাট নদী সীমান্তে গত পরশু আপনার শ্বশুর রাজা বায়দেবকে পাহারায় রাখা হয়েছিল।

ভীম। আমার উপর তার মনোভাব তুমি জান হরি, তবু কেন তুমি

এই ভুল করলে ?

হরি। সে আমাকে—বলেছে—সম্রাটের ইচ্ছা যে সে গঙ্গার পাড়ে প্রহরায় থাকে।

ভীম। আমার শত্রুর সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শিবরাজকে নিবিয়ে গঙ্গা পার হবার সুযোগ দিয়েছে। সে কোথায় ?

হরি। তাকে খুঁজে পাচ্ছি না মহারাজ।

ভীম। চমৎকার খবর শোনালে হরি। আজ অতি প্রত্যুষে রামপাল গঙ্গা অতিক্রম করে শিবির সন্নিবেশিত করেছে। যুদ্ধের প্রাথমিক সুবিধে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল।

হরি। আপনি চিন্তা করবেন না সম্রাট আমরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করব। এই যুদ্ধে আমরা জিতবই।

ভীম। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চিন্তা না করে উপায় নেই হরি। আমাদের সৈন্য সাজানোর পরিকল্পনা কি রকম করেছ ?

হরি। দক্ষিণ পার্শ্বে থাকবেন সামন্তরাজারা, বামপার্শ্বে আমাদের সৈন্যদল, সামন্ত রাজাদের সঙ্গে থাকবেন আপনি, অপরদিকে আমি। [বাইরে রণদামামা বেজে উঠল। একজন সৈন্য প্রবেশ করল]

সৈন্য। মহারাজ, রামপালের বাহিনী আমাদের আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

ভীম। তাহলে অগ্রসর হওয়া যাক হরি, বিদায় বন্ধু।

হরি। বিদায় সম্রাট।

[সকলের প্রস্থান। বিপরীত দিক দিয়ে রামপাল ও মথনের প্রবেশ]

রামপাল। সমস্ত রাঢ় বাংলা এবং বিহারের সামন্ত রাজাদের একত্র করা সত্বেও আমরা ভীমের সঙ্গে পেরে উঠছি না। এ শৌর্য্যকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না মাতুল।

মথন। সেই সঙ্গে যুদ্ধ করছে ওর বন্ধু হরি। যুদ্ধের গতি আমাদের দিকে নয়।

রামপাল। হরি আমার পূর্বসুহৃদ্ কিন্তু ওকে আমরা দলে টানতে পারিনি।

এমনি একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী রাজার কত বড় সহায়।

মথন। আমার মনে হচ্ছে আমাদের সৈন্যদল খুব মন দিয়ে যুদ্ধ করছে না।

রামপাল। এখান থেকে গোটা যুদ্ধক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় যদি আর ভীমকে পৃথক করে ফেলা দরকার। তারপর অতর্কিত আক্রমণে ভীমকে বন্দী করে ফেললে যুদ্ধ শেষ করতে সুবিধে হবে।

[প্রজাপতি নন্দীর প্রবেশ]

প্রজাপতি। উপযুক্ত পরামর্শ আপনি দিয়েছেন রাজা মথন। সেই সঙ্গে আমাদের সামন্ত রাজাদের একটু ভাল করে যুদ্ধ করতে বলতে হবে।

মথন। সামন্ত রাজারা যুদ্ধ করতে এসে হঠাৎ নিস্পৃহ হয়ে গেলেন, এর কারণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা রামপাল।

রামপাল। কারণ হয়ত এই যে তারা আমার প্রতিশ্রুতি বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারছেনা।

মথন। তুমি কি বলতে চাইছ, সোজা আমায় বল, রামপাল।

প্রজাপতি। আমি বলছি তারা যুদ্ধের আগে হাতে কিছু নগদ অর্থ পেতে চায়।

[বিত্তপালের ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ]

বিত্তপাল। বাবা আমাদের পক্ষের সামন্তরাজগণ মোটেই যুদ্ধ করছেন না। ফলে আমাদের সৈন্যগণ পিছু হটছে।

মথন। এখন উপায় কি প্রজাপতি নন্দী। এই সংকট মুহূর্তে কি করা প্রয়োজন বলুন।

প্রজাপতি। সম্রাট, আপনাকে এই মুহূর্তে তৎপর হতে হবে। যা হবার কয়েক দণ্ডের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে যত রত্নকনক আছে সবগুলি তহবিলগুলি থেকে বার করে সামন্ত রাজাদের বিলিয়ে দিন। তাহলে দেখবেন ওরা যুদ্ধে এগিয়ে গেছে।

রামপাল। বিত্তপাল, তুমি এখুনি সব রত্নকনক বার করে সামন্ত রাজাদের বিলি করে দাও। হাঁ। আমাদের সৈন্যদেরও কিছু কিছু অর্থ দেবে। যাও।

বিত্তপাল। আমি এখুনি যাচ্ছি বাবা। [প্রস্থান]

প্রজাপতি। এই বার আশাকরি যুদ্ধের গতির পরিবর্তন হবে।

রামপাল। যুদ্ধ প্রচণ্ড ভাবে হচ্ছে আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এটা ভাল লাগছেনা। চল আমরা অগ্রসর হই মাতুল।

মথন। চল চল রামপাল, এসময় আমরা নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারিনা।

প্রজাপতি। না না এখনও সম্রাট রামপালের যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সময় হয়নি রাজা মথন। আমি যুদ্ধের গতি লক্ষ্য রেখে চলেছি। প্রকৃত কাল নির্ণয় করে আমি যখন বলব তখন সম্রাট তার সংরক্ষিত সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তখন যুদ্ধ জয় কেউ রোধ করতে পারবেনা।

মথন। (বিরক্ত হয়ে) রামপাল, তোমার এই বৃদ্ধ মন্ত্রীর হাল চাল আমি বুঝতে পারছিনা। বেশ, তুমি যুদ্ধের গতি লক্ষ্য কর, আমি অগ্রসর হচ্ছি। [প্রস্থান]

[হঠাৎ বাইরে আনন্দ কোলাহল এবং রামপালের জয়ধ্বনি]

প্রজাপতি। কিসের ঐ আনন্দধ্বনি রামপালের জয়ধ্বনি শুনছি যেন? প্রতিহারী…।

[প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রতিহারী। নমস্কার সম্রাট।

রামপাল। কি খবর বল প্রতিহারী। যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ জয়ধ্বনি কিসের?

প্রতিহারী। আমাদের পক্ষের সামন্ত রাজগণের মধ্যে—স্বর্ণমুদ্রা বিলি করায় তারা জয়ধ্বনি করতে করতে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন। এ তারই আনন্দধ্বনি সম্রাট।

প্রজাপতি। যুদ্ধ এখন কেমন হচ্ছে প্রতিহারী।

প্রতিহারী। তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে সম্রাট হরির সঙ্গে আমাদের সামন্ত রাজগণের। এইমাত্র রাজা মথন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধ। পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠেছে।

রামপাল। হরি কেমন যুদ্ধ করছে প্রতিহারী? সে কি পরাজিত হবে?

প্রতিহারী। কৈবর্ত সেনাদের নিয়ে হরি দারুণ যুদ্ধ করছে সম্রাট। আমাদের পক্ষের সামন্ত সৈন্যদের তিনি রুখে দিয়েছেন।

প্রজাপতি। (চিন্তিতভাবে) হরি, হরি দারুণ যুদ্ধ করছে। আচ্ছা তুমি যাও প্রতিহারী। সম্রাট [প্রতিহারীর প্রস্থান)

রামপাল। বলুন মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। ভীমের শক্তিই হল ছবি এবং তার প্রজারা। তারাতো যুদ্ধ করবেই। ওখানে অর্থের লোভ নেই, সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতা নেই। কিন্তু আমাদের পক্ষের সামন্তরাজগণ এসেছে অর্থের লোভে, লুণ্ঠনের লোভে।

রামপাল। যথার্থ মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। দেখলেনতো যুদ্ধ করতে এসেও একটি প্যাঁচ দিয়ে কেমন আপনার শকিত অর্থ আদায় করে নিলে। থাক্ এখন যখন যুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছি তখন আর সহসা পিছু হটতে পারবেনা।

রামপাল। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর প্রান্তে ভীমের কি খবর মহামন্ত্রী ?

প্রজাপতি। সম্রাট এই দিকে উঁচু বালিয়াড়ীর উপরে দাঁড়িয়ে ভীমের যুদ্ধ দেখতে পাবেন। আসুন।

[রামপাল এগিয়ে এসে বালিয়াড়ীতে দাড়ান] দেখতে পারছেন সম্রাট ?

রামপাল। হাঁ। ঐ তো দেখতে পারছি, ভীম যুদ্ধ করছে। তার সঙ্গে রয়েছে ঐ পক্ষের সামন্তরাজ বিশ্বমল্ল, রুদ্রশিব এবং ভীমের সৈন্যদল।

প্রজাপতি। আর আমাদের দলে কারা আছেন সম্রাট ?

রামপাল। আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করছে শিবরাজ, সুবর্ণদেব কাহ্নদেব এবং আমার পুত্রগণ। ভীমের দিকে মহিষে চড়ে অনেক কৈবর্ত সৈন্য যুদ্ধ করছে।

[সহসা ঠাকুরপুরা রাজ বাসুদেবের প্রবেশ]

বাসুদেব। মহারাজ রামপাল, আপনি যদি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখেন তবে এ যুদ্ধে জয়লাভে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

রামপাল। কিসের প্রতিশ্রুতি রাজা বাসুদেব।

বাসুদেব। আপনি আমাকে বরেন্দ্রভূমির সম্রাট হতে দেবেন। অবশ্য পরিবর্তে আমি আপনাকে প্রচুর অর্থ দেব।

রামপাল। মহামন্ত্রী, রাজা বাসুদেব বলছেন কি ? এই মুহূর্তে একে বন্দী করুন।

প্রজাপতি। আহা সম্রাট উতলা হবেন না। আমি রাজা বাসুদেবের সঙ্গে কথা বলছি। আপনি কি বলছেন বলুন রাজা বাসুদেব।

বাসুদেব। এ যুদ্ধে আপনাকে কতটা সাহায্য করেছি বলুন মহামন্ত্রী। আমি কৌশল না করলে রামপালের সৈন্যদল কিছুতেই গঙ্গা পার হতে পারত না।

প্রজাপতি। অতি সত্য কথা বাসুদেব।

বাসুদেব। ভীম এবং হরির পরাক্রম আপনি দেখছেন তো। এ যুদ্ধে দক্ষিণ বাংলা এবং রাঢ়বাংলার সমস্ত সামন্ত রাজারা কিছুতেই হরি ও ভীমকে হারাতে পারবে না। তবে…

প্রজাপতি। তবে কি রাজা বাসুদেব?

বাসুদেব। আর কয়েক দণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যাবে। এখনও বলুন যদি আমাকে বরেন্দ্রভূমির সম্রাট বলে স্বীকার করে নেন, তবে এ যুদ্ধে জেতার আমি কৌশল বলে দেব নইলে…।

রামপাল। নইলে কি? পরাজিত হব এই বলেছেনতো। কিন্তু আপনি এখান থেকে ফিরে যেতে পরেবেন না।

প্রজাপতি। আহা-হা সম্রাট উত্তেজিত হবেন না। [চোখ টিপে] রাজনীতি বড় কঠিন জিনিষ। সম্রাট রাজি হয়ে যান রাজা বাসুদেবের প্রস্তাবে।

রামপাল। [মুখে ক্রুরহাসি ফুটে উঠল] বেশ আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি রাজা বাসুদেব। আপনিই হবেন বরেন্দ্রভূমির মহান অধিপতি।

প্রজাপতি। এইতো হয়েছে। এবারে আপনি খুশী হয়েছেনতো রাজা বাসুদেব? খুশি সম্রাট বাসুদেব।

বাসুদেব। (বিগলিত হয়ে) রাজি রামপাল। শুনুন তবে আমি চলে যাচ্ছি যুদ্ধ করতে। আমি বরেন্দ্রভূমির অন্যান্য সামন্ত রাজাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে রেখেছি। আপনি যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীমকে আক্রমণ করবেন, তখন আমি সামন্ত রাজাদের নিয়ে পালিয়ে যাব আপনি ভীমকে তখন বন্দী করতে পারবেন।

প্রজাপতি। আপনার এ প্রস্তাব আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম সম্রাট বাসুদেব। এবারে যুদ্ধ শেষ করে আপনি বরেন্দ্রভূমির সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রামপাল। সম্রাট বাসুদেব আপনি তাহলে অগ্রসর হন।

বাসুদেব। তাহলে আমি চললাম রামপাল। কথামতন কাজ হবে। বিদায় আবার দেখা হবে রামপাল। [প্রস্থান]

প্রজাপতি। (হাততালি দিয়ে) এইবার পাশার দান পড়ল। আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করবই। সম্রাট আপনি একটু হলেই সব নষ্ট করে দিয়েছিলেন আর কি। যুদ্ধ করা শুধু অস্ত্র চালনা নয়, বুদ্ধির খেলাও সম্রাট।

রামপাল। ধন্য মহামন্ত্রী। আপনি না থাকলে এ যুদ্ধে জয়লাভ আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত।

প্রজাপতি। ভীমের শক্তি তার প্রত্যেকটি প্রজা। সুষম ভূমিব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সে আপন শক্তিতে দুর্জয়। আর আমাদের শক্তি হল ভাড়া করা। অর্থের বিনিময়ে সে শক্তি সে কখন প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করতে পারে? তাই আমাদের চাই বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য।

রামপাল। আমি রাজা হলে প্রজাদের ভালবাসতে চেষ্টা করব মহামন্ত্রী।

প্রজাপতি। সে পরে দেখা যাবে সম্রাট। এখন শীঘ্র আপনার মাতুল রাজা মথনকে ডেকে পাঠান।

রামপাল। মাতুল এখন যুদ্ধে ব্যস্ত, তাকে এখন ডাকা কি ঠিক হবে মহামন্ত্রী?

প্রজাপতি। (অনুনয়ের সুরে) সম্রাট আজকের দিনটা আমি যা বলি তাই করুন। দেরি করবেন না রাজা মথনকে খবর দিন।

রামপাল। প্রতিহারী

[একজন প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রতিহারী। নমস্কার সম্রাট।

রামপাল। আমার মাতুল মহামান্য রাজা মথনকে এখুনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে খবর দাও। জরুরী প্রয়োজন তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, এখুনি।

প্রতিহারী। যথা আজ্ঞা সম্রাট।

[প্রতিহারীর প্রস্থান]

প্রজাপতি। রণক্ষেত্রের দুদিকের যুদ্ধেই ভীমের প্রাধান্য হলেও, একদিকের যুদ্ধে জয়লাভের পথ আমরা পেয়ে গেছি। করুক হরি যত ইচ্ছে যুদ্ধ, ভীমকে আমরা অতর্কিতে বন্দী করব। তারপর সম্রাট? কি রামদেব বরেন্দ্রভূমির সম্রাট হবেন? হাঃ হাঃ হাঃ……

রামপাল। হাঃ হাঃ……। বৃদ্ধ বয়সের এই শ্মশান যাত্রী বরেন্দ্রভূমির সিংহাসনে বসতে চায়। হাঃ হাঃ……।

[বেগে রাজা মথনের প্রবেশ]

মথন। (রাগতভাবে) যুদ্ধে আমরা যখন জিতে দাঁড়াতে পেরেছি তখন ডেকে আনলে কেন রামপাল? তোমার এই ধুরন্ধর মন্ত্রীই তোমাকে ডোবাবে দেখছি।

প্রজাপতি। আমি খবর দিতে বলেছি রাজা মথন। আপনি কোন দিকে যুদ্ধ করছেন?

মথন। সামন্তরাজাদের নিয়ে হরির সঙ্গে যুদ্ধ করছি। সেখানে এখন প্রতিহাত মাটির জন্য লড়াই হচ্ছে। কত বীর প্রাণ দিচ্ছে, এ সময়ে আমাকে ডাকা কি আপনার ঠিক হল?

প্রজাপতি। হরির সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনার আর প্রয়োজন নেই। সেখানে যুদ্ধ যেমন চলছে তেমনি চলুক। আপনি নতুন সৈন্য নিয়ে ভীমের দক্ষিণ পার্শ্বে বরেন্দ্রভূমির সামন্তরাজদের আক্রমণ করুন।

মথন। রামপাল ধুরন্ধর মন্ত্রীর কথা আমি শুনতে চাই না, তোমার কি আদেশ?

রামপাল। (রাজোচিত ভাবে) এ আমারই আদেশ রাজা মথন।

মথন। তাহলে আমি অগ্রসর হলাম। বিদায়।

[প্রস্থান]

প্রজাপতি। (হাতে চাটি মেরে) দিব্বোক তুমি স্বর্গ থেকে দেখ তোমার সাধের কৈবর্তরাজ্য আমি আর কিছুক্ষণের মধ্যে গুড়িয়ে দেব। আমাকে অপমান করেছ তুমি।

রামপাল। [উঁচু বালিয়াড়ীতে দাঁড়িয়ে] ঐ যে দেখছি একদল অশ্বারোহী নিয়ে মাতুল ছুটে যাচ্ছে ভীমের দক্ষিণ পার্শ্বে। ধুলো উড়ছে, কিছু দেখছি না। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ছে। ঐ ঐ মাতুল সামন্ত রাজাদের আক্রমণ করেছেন।

প্রজাপতি। আর কি দেখছেন সম্রাট?

রামপাল। একি আশ্চর্য বরেন্দ্রভূমির সামন্ত রাজারা পালাচ্ছেন মহামন্ত্রী। ভীমের দক্ষিণ ভাগ অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। ভীমকে রক্ষা করতে বামদিক থেকে সৈন্য ডানদিকে সরে যাচ্ছে।

প্রজাপতি। (হাততালি দিয়ে) হাঃ হাঃ কৈবর্তরাজ্য এখন টলছে। বীরবর, আপনি এই মুহূর্তে আপনার সংরক্ষিত সৈন্য নিয়ে ভীমের বাম দিক আক্রমণ করুন। বিলম্ব নয়—যান। সময় হয়েছে সম্রাট, বিজয়ের কাল উপস্থিত।

রামপাল। তবে আমি চললাম মহামন্ত্রী। হে আমার পূর্বপুরুষ ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, পিতা বিগ্রহ পাল আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। বিদায় মহামন্ত্রী।

[দ্রুত প্রস্থান]

প্রজাপতি। ঐ ঐ রামপাল উদ্ভ্রান্ত বেগে সাদা ঘোড়ায় চড়ে বামদিকে অগ্রসর হচ্ছে। এইবার ভীম দেখব তোমার কৈবর্তরাজত্ব কতদিন টেঁকে। আমার অপমানের প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ হাঃ হাঃ…… ।

[প্রস্থান]

[বিপরীত দিক থেকে মহাস্থানগড়, কোটি বর্ষের সামন্ত রাজাদের প্রবেশ]

বিশ্ববন্ধু। আমার দুই হাজার সৈন্যর মধ্যে অন্ততঃ এক হাজার তো মারা গেছেই। বাকী ছত্রভঙ্গ হয়ে কোন দিক দিয়ে যে পালাল তা টেরই পেলুম না। বহু বরেন্দ্রীর লোকেরা পালাতে ওস্তাদ।

চন্দ্রশিব। আমার সৈন্যগুলি সব কচুকাটা হয়েছে। উঃ মথনের গায়ে কি শক্তি, তরোয়ালের এক এক আঘাতে এক একটা বীর ঘোড়া সমেত নামিয়ে দিচ্ছে। আমার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাতে আমি ভেগে পড়েছি। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি তো।

বিশ্ববন্ধু। মহারাজ ভীম আর তার দুই পুত্র এখন লড়ছে। তবে শীঘ্রই ভীমের লীলা খেলা সাঙ্গ হল বলে। ভীমের হাতি মার খেয়ে ক্ষেপে গেছে। দেখলাম ভীমকে নিয়ে ছুটছে।

[নেপথ্যে কোলাহল। জয় সম্রাট রামপালের জয়।]

চন্দ্রশিব। চলুন চলুন এখুনি এদিকে আসবে ওরা, তখন প্রাণ বাঁচান যাবে না। চলুন দাদা পালাই।

বিশ্ববন্ধু। চলুন ভাই, চলুন। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি ॥

[দুজনের বেগে পলায়ন]

[বিপরীত দিক দিয়ে ভীমের প্রবেশ, পিছনে বাসুদেব]

ভীম। হঠাৎ একি হোল, সামন্ত সৈন্যরা কেন পালিয়ে গেল। আমার হাতিটা ক্ষেপে গেল আঘাত খেয়ে। এ কোথায় নিয়ে এলেন ?

বাসুদেব। এটাই নিরাপদ স্থান সম্রাট।

[হঠাৎ মথনের প্রবেশ]

মথন। এই যে ভীম। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছ। নাও যুদ্ধ কর।

ভীম। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাইনি মথন। বাংলার রাজাদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে তাই ঘটেছে। বিশ্বাসঘাতকতায় হেরেছি। আমি যুদ্ধে প্রস্তুত।

[তরওয়াল খুলে]

অস্ত্রের দ্বন্দ্ব

[দুজনে অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর সহসা মথনের হাত থেকে তরবারি ছিটকে পড়ে গেল]

মথন। হ্যাঁ আমি পরাজিত হয়েছি। এইবার তুমি আমাকে বধ করতে পার ভীম।

[সহসা রামপালের প্রবেশ]

রামপাল। একি মাতুল অস্ত্রচ্যুত। কে আছ সৈন্যদল ভীমকে বন্দী কর।

[একদল সৈন্য এসে ভীমকে বন্দী করে ফেলল]

ভীম। চমৎকার, রামপাল তোমার বীরত্বে মুগ্ধ হলাম।

বাসুদেব। রামপাল দেখলেন কেমন যুদ্ধে আপনাকে জিতিয়ে দিলাম।

রামপাল। ধন্যবাদ রাজা বাসুদেব। তারপর ভীম এখন তুমি কি শাস্তি চাও বল।

ভীম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি রামপাল। হরি এখন যুদ্ধ করছে।

রামপাল। হরি আর কতক্ষণ যুদ্ধ করবে ভীম। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুমি তৈরী হও,

ভীম। পাপ? পাপ তুমি কাকে বলছ রামপাল?

রামপাল। মহীপালকে হত্যা করা।

ভীম। স্বৈরাচারী রাজাকে হত্যা করে রাজ্যে শান্তি বিধান করাকে পাপ বলতে পারিনা। এই পঁচিশ বছরের রাজত্বে আমরা দেখিয়েছি, তোমাদের ঘৃণার পাত্র কৈবর্তরাও রাজ্য চালাতে পারে। আর তোমাদের চেয়ে অনেক অনেকগুণ ভাল করে। তোমরা রাজত্ব করেছ আত্মসুখের জন্য আর আমরা রাজ্য চালিয়েছি—প্রজাদের সুখশান্তির জন্য।

রামপাল। স্তব্ধ হও ভীম। তুমি কি মনে করেছ এই পঁচিশ বছরে বরেন্দ্রভূমির প্রজারা সুখে ছিল? তোমাদের তারা ঘৃণা করত।

ভীম। ঘৃণা করত। রামপাল আমার একটা অনুরোধ তুমি একবার চল গঙ্গাথেকে করতোয়া পর্য্যন্ত প্রজাদের ঘরে ঘরে। নিজের কানে শুনে আসবে তারা কি বলে।

রামপাল। কি তারা বলবে, ভীম।

ভীম। তারা তো ধনী নয়, রামপাল। তারা গরীব চাষী, জেলে, কামার কুমোর, তাঁতি। উপকার তারা বিস্মৃত হয়না। তারা বলবে ভীম নিজের জন্য কিছু রাখেনি, আমাদের সুখের জন্য সব সব বিলিয়ে দিয়েছে। তোমরা পালরাজারা এমনি করে পেরেছ রামপাল ?

মথন। অত কথার কাজ কি রামপাল। এখন একে বধ কর।

বাসুদেব। হ্যাঁ রামপাল ও কাজটা সেরে ফেলুন। আমার কথাটা যেন ভুলবেন না।

[বিত্তপালের প্রবেশ]

বিত্তপাল। এই যে ভীম এখানে। আমরা সারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে একে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাসুদেব। আমিই হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন যা হয় কর।

বিত্তপাল। এর দুইছেলে একইমাত্র যুদ্ধে নিহত হয়েছে। উঃ দুটোই দারুণ পালোয়ান ছিল।

ভীম। [কেঁদে ফেলল] আমার দুই ছেলে নেই ! তারা সর্বক্ষণ আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাহারা দিয়েছে। রামপাল আমি আর বাঁচতে চাইনা। তুমি আমায় বধ কর ভাই।

[সহসা সুভদ্রার প্রবেশ এবং হস্তস্থিত বর্শা ছুঁড়ে মারল ভীমের বুকে]

সুভদ্রা। ভীম নারীর প্রতিশোধ বড় ভয়ঙ্কর। হাঃ হাঃ মহীপাল শুনতে পাচ্ছ ? তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।

[পালিয়ে গেল]

ভীম। উঃ। বিদায় বরেন্দ্রভূমি, বিদায় ধরিত্রী। বরেন্দ্রভূমির চাষী জেলে আর সাধারণ মানুষরা তোমাদের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করলাম।

[প্রজাপতি নন্দীর প্রবেশ]

প্রজাপতি। ভীমের মৃত্যু হয়েছে। আমার কাজও শেষ। প্রচণ্ড শক্তিশালী কৈবর্ত্যরাজা আমি ধ্বংস করেছি। সকলে বলুন জয় সম্রাট রাম পালের জয়।

সকলে। জয় সম্রাট রামপালের জয়।

বাসুদেব। একি বলছেন আপনারা। চুক্তিমতন আমিই হব এই বরেন্দ্রভূমির সম্রাট। রামপাল ভুলে যাবেন না।

রামপাল। আপনার মতন বিশ্বাসঘাতকের পুরস্কার নৃশংস মৃত্যু। বিত্তপাল একে নিয়ে যাও। হাত পা বেঁধে গঙ্গার শীতল জলে একে নিক্ষেপ কর। যাও।

[বিত্তপাল দড়ি এনে বাসুদেবকে বেঁধে ফেলল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চলল]

বাসুদেব। (আর্ত চীৎকারে) রামপাল, আমাকে মেরোনা। রামপাল, প্রজাপতি নন্দী।

রামপাল। পিতা হয়ে যে নিজের কন্যার সর্বনাশ করতে পারে, নিজের জামাইকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেয়। সেই লোভী পাপীর শাস্তি মৃত্যু। যাও বিত্তপাল দেরী করোনা।

[বিত্তপাল টানতে টানতে বাসুদেবকে নিয়ে চলল]

[সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রবেশ]

সন্ধ্যাকর। মহারাজ, রামচন্দ্র যেমন রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেছিলেন, আপনিও তেমনি ভীমকে বধ করে বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করলেন। আমার দ্ব্যর্থ ভাষায় রচিত কাব্য, রামচরিতের সেই হবে কাহিনী।

রামপাল। উত্তম সন্ধ্যাকর।

[বন্দী হরিকে নিয়ে মদন পালের প্রবেশ]

মদনপাল। বাবা হরি অবশেষে বন্দী হয়েছে।

হরি। [ভীমকে মৃত দেখে কেঁদে উঠল]

সম্রাট ভীমকে আপনারা মেরে ফেলেছেন। এমনি একজন মহাপ্রাণ সম্রাটকে আপনারা চিনলেন না। হায় স্বার্থ। সম্রাট ভীম আপনি জানেন রামপালের প্রলোভনে আমি আপনার পক্ষ

ত্যাগ করিনি। এই দেখুন আমার সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত।
(কাঁদতে কাঁদতে) আমি আপনাকে কখন পরিত্যাগ করিনি সম্রাট।

রামপাল। হরি।

হরি। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন তো রামপাল। আমি প্রস্তুত। এই আমি বুকে পেতে দিলাম। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

রামপাল। বাঁচতে চাওনা হরি?

হরি। না রামপাল। যে ভালবাসা, বিশ্বাস সম্রাট ভীম আমাকে দিয়েছে, তা হারিয়ে আমার বাঁচার এক মুহূর্ত ইচ্ছে নেই।

রামপাল। অদ্ভুত।

মদনপাল। বাবা আদেশ করুন আমি এই দুরাচারকে বধ করি।

হরি। তুমি আর বিলম্ব করোনা মদনপাল। এই আমি বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছি। এসো আঘাত কর।

সন্ধ্যাকর। আশ্চর্য সাহস, অতুলনীয় প্রভুভক্তি।

মদনপাল। পিতা আদেশ করুন। আমি একে বধ করে ভীমের কাছে পাঠিয়ে দিই।

রামপাল। [এগিয়ে এসে হরিকে বুকে টেনে নিল]
তোমার স্থান এই বুকে হরি। এই যুদ্ধে অতুলনীয় শৌর্য অসাধারণ বিশ্বাস আর বন্ধুপ্রীতি যদি কেউ দেখিয়ে থাকে তা সে তুমি। সম্রাট তোমার বন্ধুত্ব কামনা করে, তুমি কি তা দেবে না বন্ধু?

মথন। সাবাস রামপাল। এই হরিই তোমার মহামন্ত্রী হোক।

প্রজাপতি। সাধু রামপাল, সাধু। হরিকে মহামন্ত্রী করে দিয়ে আমি বৃহৎ বটুনে ফিরে যেতে চাই। আমার কাজ শেষ হয়েছে।

[প্রস্থান]

রামপাল। তাহলে অগ্রসর হওয়া যাক। আমার রাজধানী হবে রামাবতী নামক স্থানে। তোমরা সৈন্য বাহিনীকে অগ্রসর হবার আদেশ দাও। হরি চল।

হরি। সম্রাট আপনি মহৎ। আমি বন্ধুর শেষ কৃত্য শেষ করব রাজোচিত মহিমায়। আপনি আদেশ করুন।

রামপাল। তাই কর হরি। বন্ধুর কাজ শেষ করে তুমি আমার সঙ্গে দেখা

করবে। আমরা অগ্রসর হলাম।

[সকলে চলে গেল। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল]

হরি। বন্ধু ভীম তোমার মহৎ কাজের সমাধি কি হোল শেষে এই প্রান্তরে। ওঠো বন্ধু, কথার জবাব দাও।

[একজন চাষীর প্রবেশ]

কে কে ?

চাষী। আমি বাংলার একজন চাষী। ভীম, আমাদের জমি ছিল না তুমি জমি দিয়েছ। রাজস্ব কমিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছ, তোমায় কোন দিন আমরা ভুলব না।

[চলে গেল] [একজন জেলের প্রবেশ]

জেলে। সম্রাট ভীম, আমি একজন জেলে তুমি আমাদের আত্মীয় ছিলে। আমাদের বাড়ীঘর করে দিয়ে সাহায্য দিয়ে তুমি বাঁচিয়েছিলে। তোমাকে কোনদিন ভুলবনা বন্ধু।

[চলে গেল]

[একজন সূত্রধরের প্রবেশ]

সূত্রধর। সম্রাট ভীম, আমি একজন সূত্রধর তুমি আমাদের অর্থ দিয়ে জমি দিয়ে সাহায্য করেছিলে। তাই আমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেঁচে আছি। তোমার কথা আমরা কোনদিন ভুলব না বন্ধু।

হরি। তোমরা সব কে ? তোমরা কারা ? কি বলছ ?

[ম্লান আলোকে চার দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল]

কণ্ঠস্বর। আমরা চাষী, জেলে, সূত্রধর, কামার, কুমোর, আদিবাসী অসংখ্য সাধারণ লোক। ভীম, তুমি নিজে সুখ ভোগ না করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ। আমাদের জমি দিয়েছ। বীজধান, লাঙল, গরু কেনার টাকা দিয়েছ। আমাদের নৌকা, জাল, যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছ। তোমাকে আমরা কোন দিন ভুলব না। তুমি শুধু সম্রাট ছিলেন, তুমি ছিলে আমাদের ভাই, আমাদের আপন জন। তোমাকে প্রণাম জানাই। তুমি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসো। ফিরে এসো। [কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে একসময়ে নীরব হল]

॥ সমাপ্ত ॥

ভ্রম-সংশোধন

কৈবর্ত বিদ্রোহ [নাটক]

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১	৭	কয়ক	কনক
১	১৯	সন্ধাকর নন্দী	সন্ধ্যাকর নন্দী
৪	২৯	সংবাদ সংগ্রহের	সংবাদ সংগ্রহ কর
৫	৭	দাড়ান	দাঁড়ান
৫	১৯	কোনদের	কোমদের
৬	২১	করুণ	করুন
৭	১৫	কয়ক	কনক
৭	২৭	বিষয় বলা হল	বিষয় বলা হত
৮	৮	মুখা মন্ত্রী	মুখ্য মন্ত্রী
১৫	১৬	দেশে মাটিতে	দেশের মাটিতে
৩৯	১৯	মহিমায়	মহিমাময়
৪৭	শেষ লাইনে	ভূমি দ্রোহ	ভূমিদ্রোহ
৪৭	৫	ঠাকুরপুঁরা	ঠাকুরপুরা
৪৮	১৫	যেকোনো	যেকোনা
৪৯	৭	ঔকে	সেটাকে
৪৯	২৫	কোটি বর্ণের	কোটি বর্ষের
৫০	২৩	রাজার মতন	বোকার মতন
৫১	২	একত্রিত করেছিলেন	প্রজাদের একত্রিত করেছিলেন
৫২	৮	সমনের	মথনের
৫২	৯	মহার্থ	মথন
৫৫	২১	মশানে	মশানে
৬০	২	পরে	পথে
১১২	৯	বিভূতির	বিদ্যুতির